উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৯ কার্তিক ১৪৩০ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 16 November 2023 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

সাতের পাতায়

সাতের পাতায়

বিরাট আরব্য রজনীতে আলাদিন সামি

ত্রিমূর্তির দাপটে ফাইনালে পা

ভারত-৩৯৭/৪
নিউজিল্যান্ড-৩২৭
(৭০ রানে জয়ী ভারত)

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর : গঙ্গা বিহার! মেরিন ড্রাইভের ঠিক উপরে দাঁড়িয়ে বহু প্রাচীন এক ইমারত। ঠিক তার পাশের রাস্তাটাই ডি রোড। যেখানে ঢুকে কয়েক কদম এগোলেই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ভিনু মানকড় গেট।

বেলা বারোটার সামান্য পরে এই গঙ্গা বিহারের সামনেই দেখা হয়ে গেল মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের দুই তরুণের সঙ্গে। একজনের গায়ে বিরাট কোহলির জার্সি। অপরজনের গায়ে রোহিত শর্মার। দুজনের মধ্যে তখন প্রবল তর্ক চলছিল। বিষয়, ভারত ফাইনালে কোন দলের বিরুদ্ধে খেলবে। আর আজ কোহলি না রোহিত, কে শতরান করবেন ঘরের মাঠে।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের বালাসাহেব ঠাকরে প্রেস বক্সের ঠিক পাশের গ্যালারিতে জনাদশেক তরুণ-তরুণীর একটি গ্রুপের দেখা মিলল। সবারই গায়ে টিম ইন্ডিয়ার নীল জার্সি। অদ্ভুতভাবে সকলেই বিরাটের ফ্যান। নিজেদের মধ্যে বাজি ধরা চলছিল, কোহলি শতরান করলে তাঁরা কীভাবে সেলিব্রেট করবেন, তা নিয়ে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা পার করে রাত বাড়ার পর তাঁদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বিরাট-শ্রেয়স আইয়ারের গড়ে দেওয়া মঞ্চে ম্যাচের সেরা মহম্মদ সামির (৯.৫-০-৫৭-৭) মায়াবী স্পেলের পর তাঁদের মনের অবস্থাটা ঠিক কেমন হতে পারে, সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করে অসাধারণ শতরানের পর নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল (১৩৪) ফিরতেই ওয়াংখেড়ের গ্যালারিতে ফাইনালের ভাংড়া শুরু। সঙ্গে ওয়াংখেড়েতে সেমিফাইনালে হারের অভিশাপমুক্ত টিম ইন্ডিয়া। উপরিপাওনা বিশ্বকাপের আসরে দশে দশ ভারত।

স্বপ্নের ছন্দে, মনের আনন্দে!

ক্রিকেট বরাবরই অনিশ্চয়তার খেলা। কিন্তু সেই খেলাই এখন ভারতীয় দলের জন্য বিপক্ষকে নিয়ে 'ছেলেখেলার'। ক্রিকেট দেবতা বলে সত্যিই কেউ আছেন কি না, জানা নেই। কিন্তু থাকলে তিনি রোহিতের টিম ইন্ডিয়ার জন্য যে চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন, আর সেই চিত্রনাট্য মেনে ভারতীয় দল যে ক্রিকেটটা খেলছে, তা এককথায় অসাধারণ। বড্ড মায়াবীও। ধারাবাহিকতার চূড়ান্ত উদাহরণ। ওয়াংখেড়ের বাইশ গজ নিয়ে সম্প্রতি প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। পিচে বাউন্স রয়েছে, কিন্তু শুকনো। স্পিনারদের জন্য আদর্শ। আবার উইকেটে টিকে থেকে ইনটেন্ট দেখাতে পারলে বড় রানও অসম্ভব নয়, এমন পিচে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর রোহিত (২৯ বলে ৪৭), শুভমান গিল (৬৬ বলে অপরাজিত ৮০), বিরাট (১১৩ বলে ১১৭), শ্রেয়স আইয়ার (৭০ বলে ১০৫), কেএল রাহুল (২০ বলে অপরাজিত ৩৯)-রা ব্যাট হাতে ম্যাজিক দেখালেন। বলা ভালো ট্রেন্ট বোল্ট (৮৬/১), টিম সাউদি (১০০/৩), মিচেল স্যান্টনারদের (৫১/০) 'শাসন' করলেন। ভারতীয় ব্যাটারদের দাপটে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৩৯৭/৪-এর রানের এভারেস্ট গড়ে ফেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই দুই ওপেনারকে হারিয়ে চাপে পড়ে যায় নিউজিল্যান্ড। শেষপর্যন্ত ৩২৭ রানে শেষ কিউয়িরা। অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন (৬৯) ও মিচেলরা অসাধ্যসাধনের লড়াই করছিলেন। লাভ হয়নি। সামির ম্যাজিকে তাঁদের ১৮১ রানের পার্টনারশিপ ভাঙতেই ৭০ রানে জয় নিশ্চিত করে বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত।

চ্যাম্পিয়নদের ভাবনা বরাবরই বাকিদের চেয়ে আলাদা হয়।

তাই গ্যালারিতে শচীন তেন্ডুলকার, স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডস, ডেভিড বেকহ্যামদের মতো কিংবদন্তিদের সামনে নিজেকে মেলে ধরার তাগিদ ছিলই বিরাটের ব্যাটে। তাই ওপেনিং জুটিতে ৭১ রান যোগ করে রোহিত ফেরার পর বিরাট নামতেই ওয়াংখেড়ের গ্যালারিতে হিল্লোল। আবেগের দ্যুতি। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের মঞ্চকেই 'গুরুদক্ষিণা' দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন কোহলি। একদিনের ক্রিকেটে শচীন তেন্ডুলকারের ৪৯ শতরানের রেকর্ড ভেঙে ৫০তম সেঞ্চুরি হাঁকালেন। শতরান পূর্ণ করার পর মাঠ থেকেই গ্যালারিতে থাকা গুরু শচীনকে কুর্নিশ করলেন। শুভমানের সঙ্গে ৯৩ ও শ্রেয়সের সঙ্গে ১৬৩ রানের পার্টনারশিপ গড়ে টিম ইন্ডিয়ার রানটা কিউয়িদের ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে চলে গেলেন। ৩৯৭ রানের ইমারত থেকে শুধুই ফাইনালের স্বপ্ন দেখা যায়। বিরাটকে দারুণভাবে সহায়তা দিয়ে গেলেন শ্রেয়সও।

বেঙ্গালুরুতে নেদারল্যান্ডস ম্যাচে শতরান করেছিলেন শ্রেয়স। আজ সেমিফাইনালের মঞ্চেও করলেন। কোহলি-শ্রেয়স রূপকথার ব্যাটিংয়ের মাধ্যমে বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত। উসকে দিল তিন নম্বর বিশ্বজয়ের স্বপ্নও। ওয়াংখেড়ের শুকনো বাইশ গজে খেলার শুরু থেকেই ছিল টার্ন। সঙ্গে ছিল বাউন্সও। তাই গতির হেরফের ঘটানোর পাশে সুইং করিয়ে কিউয়ি ব্যাটিংয়ে ধাক্কা দিলেন সামি। নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক উইলিয়ামসনের ব্যক্তিগত ৫২ রানের মাথায় মিড অনে তাঁর সহজ লোপ্পা ক্যাচ ফেলেছিলেন সামি। সাময়িকভাবে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ওয়াংখেড়ে। সামান্য সময় পর সামিই বল হাতে কেনকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেন। প্রাণ ফিরে পেল ওয়াংখেড়ে। নতুনভাবে জেগে উঠল বিরাট গুরুদক্ষিণার মঞ্চ। টম ল্যাথামও (০) সামির সামনে দাঁড়াতে পারেননি। তিন বলে দুই উইকেট নিয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠা কিউয়িদের পালটা লড়াইয়ে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ানোর পাশে দলের ফাইনালের পথটাও পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন সামি। পরে গ্লেন ফিলিপ্সরা (৪১) অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ।

আসলে বিরাট-সামির মতো চ্যাম্পিয়নরা জ্বলে ওঠার মঞ্চ খোঁজেন। আর অনায়াসে বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছে যায় ভারত।

রূপকথার দুই কারিগর। সামি (৫৭ রানে ৭ উইকেট), বিরাট কোহলি (১১৩ বলে ১১৭)। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে। বুধবার।

আমি এখানে অনেক ক্রিকেট খেলেছি। জানি, কোনও সময়েই রিল্যাক্স করা যাবে না। তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলতে হবে। আমাদের ফিল্ডিং একটু খারাপ হয়েছে। তবে যখন হাতে এত রান রয়েছে, তখন একটু সুযোগ নেওয়াই যায়। আমাদের একটু শান্ত থাকতে হত। সামি ব্রিলিয়ান্ট। আইয়ার টুর্নামেন্টে যা খেলেছে, তাতে আমি খুব খুশি। বিরাট চিরাচরিতভাবে দুর্দান্ত খেলল।

রোহিত শর্মা

ওডিআই ক্রিকেট

শচীন ৪৯ বিরাট ৫০

শচীন তেন্ডুলকারের ৪৯ শতরান

৪৬৩ ম্যাচ, ৪৫২ ইনিংস, ১৯৮৯ থেকে ২০১২ সময়কাল

৪৯ নম্বর শতরানের ইতিবৃত্ত

টুর্নামেন্ট ঃ ২০১২ সালের এশিয়া কাপ
স্থান : শের-ই-বাংলা স্টেডিয়াম, মীরপুর
রান : ১১৪
বল : ১৪৭
বাউন্ডারি : ১২
ওভার বাউন্ডারি : ১
বোলার : সাকিব আল হাসান
নন স্ট্রাইকার এন্ডে ব্যাটার : সুরেশ রায়না

বিরাট কোহলির ৫০ শতরান

২৯১ ম্যাচ, ২৭৯ ইনিংস, ২০০৮ থেকে ২০২৩ সময়কাল

৫০ নম্বর শতরানের ইতিবৃত্ত

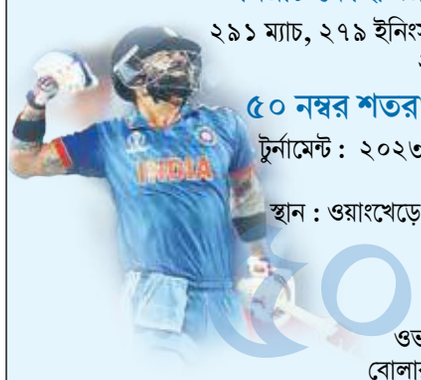

টুর্নামেন্ট : ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল
স্থান : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, মুম্বই
রান : ১১৭
বল : ১১৩
বাউন্ডারি : ৯
ওভার বাউন্ডারি : ২
বোলার : লকি ফার্গুসন
নন স্ট্রাইকার এন্ডে ব্যাটার : শ্রেয়স আইয়ার

আমার হিরো শচীন পাজি মাঠে রয়েছেন। তাঁর সামনে এই ইনিংস খেলতে পারা স্বপ্নের মতো। ইনিংসের পর উনি আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এটা ব্যাখ্যা করা কঠিন। আমার লাইফ পার্টনার, আমি যে মানুষটাকে সবচেয়ে ভালোবাসি, সে এখানে বসে আছে। আমার হিরো এখানে বসে আছেন। তাঁদের সকলের সামনে ও ওয়াংখেড়ের দর্শকদের সামনে ৫০তম শতরান করতে পেরে দুর্দান্ত লাগছে।

-বিরাট কোহলি

প্রথমবার যখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখন অন্য টিমমেটরা তোমায় বোকা বানিয়ে আমায় প্রণাম করতে বাধ্য করেছিল। সেদিন আমি হাসি থামাতে পারিনি। কিন্তু তুমি তোমার প্যাশন ও দক্ষতার মাধ্যমে আমার হৃদয় ছুঁয়ে ফেলেছিলে। আমি অত্যন্ত খুশি যে সেই বাচ্চা ছেলেটা 'বিরাট' খেলোয়াড়ে পরিণত হয়েছে। একজন ভারতীয় আমার রেকর্ড ভেঙেছে, আমার আনন্দের সীমা নেই।

-শচীন তেন্ডুলকার

রূপকথার রাতে ভাসল মেরিন ড্রাইভ

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর : মহেন্দ্র সিং ধোনি এখন কোথায়? কী করছেন তিনি?

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ভারতের ম্যাচটা কি তিনি দেখেছেন? বিরাট কোহলির ৫০তম শতরান কি দেখেছেন তিনি? নাকি নিজের মতো সময় কাটিয়েছেন? ১২ বছর আগে ২০১১ সালের ২ এপ্রিলের মায়াবী সেই রাতের কথা কি তাঁর মনে পড়ছিল আজ?

বিকেলের দিকে মাহির ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা ম্যানেজার অরুণ পান্ডেকে ফোনে প্রশ্নটা করতেই আঁতকে উঠলেন। বলে দিলেন, 'ধোনির মতিগতি বোঝা আর অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টে ওঠা, একই ব্যাপার। তাই ও কী করল আজ সারাদিন, টিভিতে ম্যাচ দেখেছে কি না, জানা নেই। একমাত্র ও এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে।'

বেলা এগারোটা থেকেই মুম্বইয়ের রং আজ নীল। আরব সাগরের ধারে বিখ্যাত মেরিন ড্রাইভে সকাল থেকেই তেরঙার ছড়াছড়ি। সঙ্গে ভারত মাতা কী জয়, স্লোগান। জোরদার শঙ্খধ্বনিও। বেলা ১২.১৫ মিনিট নাগাদ নরিম্যান পয়েন্টের ট্রাইডেন্ট হোটেল থেকে বেরিয়ে ভারতীয় দলের টিম বাস যখন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করল, বিরাট-রোহিতদের যেভাবে মাঠ ও রাস্তার ধারে হাজির হওয়া হাজারো মানুষ বরণ করে নিলেন, তেমনটা রূপকথায় হয়। আরব সাগরতীরে 'বিরাট' আরব্য রজনীর শুরুটা তখনই হয়ে গিয়েছিল। বাকিটা সময়ের সঙ্গে শুধু রং বদলে গেল। তাল মেলাল টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ ফাইনালের চিত্রনাট্যের সঙ্গে। টসে জিতে ভারতীয় দলের ব্যাটিং শুরুর সময় থেকেই সেই আবেগের স্ফুরণ শুরু হয়েছিল, তার প্রথম পর্ব শেষ হল বিরাট শতরানের রূপকথার মাধ্যমে।

১২ বছর আগে রূপকথার সেই রাতে মাহির ছক্কাটা ওয়াংখেড়ের গ্যালারিতে পড়তেই ঘটেছিল শব্দকল্পদ্রুম। বিশ্বকাপ জিতে নিয়েছিল ভারত। বাণিজ্যনগরীতে আজকের ছবিটা আঙ্গিকের দিক থেকে একটু আলাদা। নিউজিল্যান্ডকে গুঁড়িয়ে আজ ১২ বছর পর টিম ইন্ডিয়ার একদিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার মঞ্চ। আর সেই মঞ্চে দেওয়ালির ফুলঝুরি-রংমশাল হয়ে জ্বললেন বিরাট কোহলি, কেএল রাহুল, শুভমান গিল, রোহিত শর্মারা। রেকর্ড ভাঙাগড়ার নজিরবিহীন খেলার পাশে টিম ইন্ডিয়ার 'চলো রান করি'র 'বিরাট শো' দেখল দুনিয়া। ইংল্যান্ডের ফুটবল কিংবদন্তি ডেভিড বেকহ্যাম আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন মায়ানগরীতে। আজ দুপুরে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে হাজির হওয়ার পর মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে পরিচিত হলেন বেকহ্যাম। জমিয়ে আড্ডাও দিলেন। পরে মাঠেই তাঁকে কোহলি, মহম্মদ সিরাজ,

এরপর আটের পাতায়

তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশকে নিগ্রহ

অরুণ ঝা

পাঞ্জিপাড়া, ১৫ নভেম্বর : প্রায় দু'মাস কাটতে চলল। পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ রাহিকে খুনের মাস্টারমাইন্ড গোলাম মুস্তাফা এখনও অধরা। পুলিশের এই ভূমিকায় এলাকাবাসীর ক্ষোভ যে ক্রমশ বাড়ছে, তার প্রমাণ মিলল বুধবার। এদিন ওই খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে

পুলিশকর্তার কলার ধরে হুমকি।

গ্রেপ্তারের দাবিতে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির সামনে রীতিমতো পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। সেখানে পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসার প্রণব সরকারের উর্দির কলার ধরে ধাক্কাধাক্কি করার অভিযোগ উঠেছে আন্দোলনকারীদের একাংশের বিরুদ্ধে।

এদিন ওই মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূলের নেতারাই। শাসকদলের ডাকা মিছিল থেকেই পুলিশের উপর চড়াও হওয়ার ঘটনায় স্বভাবতই ফাঁপরে পড়ে গিয়েছেন নেতারা। এমনটা যে ঘটতে পারে, তা তাঁরা আগেভাগে আঁচও করতে পারেননি। মিছিলের নেতৃত্বে থাকা গোয়ালপোখর ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল সহ অন্য নেতারা অস্বস্তিতে পড়ে যান। বিক্ষোভকারীদের ফাঁড়ির সামনে থেকে সরাতে নেতাদের রীতিমতো নাজেহাল হতে হয়। ঘটনার জেরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক প্রায় আধ ঘণ্টার জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বিক্ষোভকারীরা 'পুলিশ প্রশাসন হায় হায়' স্লোগান দিয়ে বারবার ফাঁড়ির সামনে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের উপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করে।

এদিনের ঘটনা নিয়ে রসুলের সাফাই, 'আমাদের মিছিল শান্তিপূর্ণ ছিল। তবে একজন জনপ্রিয় প্রধান যেভাবে খুন হয়েছেন, তাতে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। তা অস্বীকার করা যাবে না। ফাঁড়ির সামনে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি সেই ক্ষোভ থেকেই হয়েছে। তবে পরিস্থিতি আমরা সামলে নিয়েছি।'

আর তৃণমূলের পাঞ্জিপাড়া অঞ্চল সভাপতি ফিরোজ খানেরও একই যুক্তি, সাধারণ মানুষ ক্ষোভ থেকেই আচমকা এমনটা করে ফেলেছেন। ফিরোজের কথায়, 'এদিন আমরা ফাঁড়ির ইনচার্জকে স্মারকলিপি দিয়েছি।

এরপর আটের পাতায়

ওয়াংখেড়েতে নীল সুনামি। বুধবার বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠার পর টিম ইন্ডিয়ার এই ছবি পোস্ট করল বিসিসিআই।

জয়োৎসবের মাঝে চলল চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : একদিকে যখন একের পর এক আতশবাজির শব্দ কানে ভেসে আসছে, বাঘা যতীন পার্কের সামনে তখন শয়ে-শয়ে লোকের আর্তনাদ। একদিকে যখন পাড়ায় পাড়ায়, ক্লাবঘর, টিভির দোকানের সামনে থেকে স্লোগান উঠছে 'জিতেগা ভাই জিতেগা', তখন সেই বাঘা যতীন পার্কের সামনে অনেকেই যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। কথায় বলে, সব ভালো যার শেষ ভালো। আরব সাগরের পারে রোহিতদের শেষটাও ভালো হয়েছে ঠিকই। তবে শিলিগুড়িতে সেই জয় উদযাপনের শেষটা কিন্তু ভালো হল না। বাঘা যতীন পার্কে জায়েন্ট স্ক্রিনে রোহিত-বাহিনীর জয় দেখার পর হুড়োহুড়ি করে বের হতে গিয়ে পদপিষ্ট হতে হল শহরের ক্রীড়াপ্রেমীদের একাংশকে। কারও কারও চোট গুরুতর। ছুটলেন হাসপাতালে।

অথচ সন্ধ্যাটা ছিল অন্যরকম। সন্ধ্যার সময় মহিলা কলেজ মোড়ের একটি পুজো কমিটির সদস্যরা মহানন্দা নদীর উদ্দেশে যাচ্ছিলেন কালী প্রতিমা বিসর্জনের জন্য। শোভাযাত্রার বহর কম ছিল না। বাঘা যতীন পার্কের সামনে আসতেই, শোভাযাত্রার পিছন থেকে একদল যুবক ঢুকে পড়লেন পার্কের ভিতর। সেখানে বুধবার জায়েন্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল দেখানোর আয়োজন করেছিল একটি বেসরকারি সংগঠন। আর তাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল পুরনিগম।

রাত ৮টার কিছুটা পরে সেই বাঘা যতীন পার্কের ভিড়ই হালকা হতে শুরু করল। তখন মিচেল ও কেন জাঁকিয়ে বসেছেন ক্রিজে। কিউয়ি দুই ব্যাটারের দাপট দেখে অনেকেই হতাশ হয়ে বাড়ির রাস্তা ধরেছেন। অনেকেই স্নায়ুর চাপ নিতে না পেরে বাড়ির টিভিও বন্ধ করে দিয়েছেন। 'টিভি বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া তো কিছু করার নেই। যেভাবে ওই দুজন ব্যাট করছে', কথাগুলি বললেন বাবুপাড়ার অম্লানজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায়।

কিন্তু একই ওভারে সামি কেন এবং লাথামকে সাজঘরে ফিরিয়ে দিতেই নতুন করে ভিড় জমে টিভির সামনে। এরপর আর কোনও বাড়ির টিভি বন্ধ হয়নি। পাড়ার ক্লাবগুলিতেও ভিড় বেড়েছে যথারীতি। আস্তে আস্তে মানুষ ঢুকেছে বাঘা যতীন পার্কে, জায়েন্ট স্ক্রিনে খেলা উপভোগ করার জন্য। একটা সময় ভিড় এতটাই হয় যে, পার্কের ভিতরে থাকা প্রতিমাহীন মণ্ডপের উপর উঠে পড়েন একদল যুবক-যুবতী। এই ভিড়েই ছিলেন বাগডোগরার গোঁসাইপুরের সুদীপ্তা চন্দ। বললেন, 'বন্ধুদের সঙ্গে চলে এসেছি ভারতের বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার সাক্ষী থাকতে।' বাড়ি দূরে হলেও ফেরার তাগিদ ছিল না শিবমন্দির আঠারোখাইয়ের নিমাই ঘোষ, বাণেশ্বর মোড়ের তনুশ্রী বিশ্বাসদের। সকলেই ছিলেন ভারতের জয় দেখার অপেক্ষায়।

বাঘা যতীন পার্কে খেলা দেখে বেরোনোর হুড়োহুড়ি। বুধবার। -শান্তনু ভট্টাচার্য

এমন মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী থাকতেই তো বিকেল হতে না হতেই আগে হিলকার্ট রোড ফাঁকা হয়ে যায়। শুনসান ছিল পাড়ার রাস্তা, চায়ের ঠেক। সূর্যনগর মাঠ সংলগ্ন এলাকায় প্রত্যেকদিন রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ফাস্ট ফুডের দোকান খোলা রাখেন নিমাই বড়ুয়া। এদিন ৬টার মধ্যেই বন্ধ করে দিয়েছেন। বললেন, 'কাস্টমার নেই। বসে থেকে কী করব?' একই ছবি ছিল দাদাভাই মোড় থেকে এসএফ রোডের দোকানগুলির সামনে। যেন 'অঘোষিত বনধ'।

সন্ধের পর সবসময়ই জমজমাট থাকে কলেজ মোড়, চম্পাসারি মোড়। এদিন একদম ফাঁকা। মানুষজন না থাকায় সন্ধের মধ্যে দোকান বন্ধ করে দিয়েছেন বলে জানালেন হকার্স কর্নারের পোশাক ব্যবসায়ী সুরজিৎ বিশ্বাসও।

ওদিকে নিউজিল্যান্ডের একটা করে উইকেট পড়েছে, পাড়া থেকে উল্লাস শোনা গিয়েছে। দীপাবলি শেষেও ফেটেছে শব্দবাজি, পুড়েছে নানান রঙের আতশবাজি। নতুন করে উৎসবের আমেজ যেন ফিরে এসেছে।

একদিকে আস্কিং রেট বাড়ছে, আর উইকেটও পড়তে শুরু করে দিয়েছে। আর ওদিকে উৎসবের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল শহর শিলিগুড়ি। নিউজিল্যান্ডের কফিনে সামি শেষ পেরেকটা পুঁতে দিতেই বাঘা যতীন পার্ক থেকে হুড়মুড়িয়ে লোক বের হওয়ার চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য, হাসমি চকে বিজয় মিছিলে যোগ দেওয়া। এদিকে, মাঠে ব্যাপক ভিড় হওয়া সত্ত্বেও বের হওয়ার রাস্তা বলতে কেবল রবীন্দ্রমূর্তি সংলগ্ন গেটটি।

এরপর আটের পাতায়

মাছির খোঁজে পাখিরা, তার মাঝে সমুদ্রে নজর মৎস্যশিকারীরও। বুধবার মালদ্বীপের মালে। –এএফপি

ক্লাস সেভেনের অঙ্ক করে পাঁচ বছরের দৃষ্টি

বারাণসী, ১৫ নভেম্বর : বয়স মাত্র পাঁচ। সেই হিসেবে স্কুলের প্রথম শ্রেণিতেই বসতে হয় তাকে। কিন্তু যে পাঠক্রম অনুযায়ী সে পড়াশোনা করে, তা ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণির সমতুল। এমনকি নিজের চেয়ে বয়সে বড় মেয়েদেরও নিয়মিত পড়ায় এই খুদে। বয়সে ছোট হলেও, গ্রামের মেয়েদের পড়াশোনার পক্ষে সওয়াল করতে সে পিছপা হয় না। দৃষ্টি মিশ্র নামে বেনারসের এই খুদে মেয়েটির নাম রয়েছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসেও। কেননা বিশ্বের সবক'টি দেশ ও তাদের রাজধানীর নাম, এমনকি তাদের জাতীয় পতাকার বর্ণনা পর্যন্ত তার কণ্ঠস্থ।

কিন্তু বিশ্বজোড়া সব দেশের নাম বলে যাওয়াটা তার কাছে যতটা সহজ, সেই জ্ঞান তথা শিক্ষার কাছে পৌঁছানোর পথটা কিন্তু তেমন সহজ ছিল না একেবারেই। উত্তরপ্রদেশে সামগ্রিকভাবে যে পিতৃতন্ত্রের চর্চা চলে, তা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। তার উপরে দৃষ্টির বাড়ি বাহেরওয়া নামে বেনারসের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। যদিও ভাগ্যক্রমে গ্রামের আরও অনেক মেয়ের মতো দৃষ্টির পড়াশোনা থমকে যায়নি। তার বাবা জানিয়েছেন, শিশু শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকেই তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শ্রেণির অঙ্ক করতে স্বচ্ছন্দ ছিল দৃষ্টি। আর তা দেখেই প্রথম মেয়ের প্রতিভার আঁচ পান তাঁরা।

শেষমেশ দৃঢ় অধ্যবসায়ের জোরে নিজের মতো করেই পড়াশোনার চর্চা চালিয়ে গিয়েছে দৃষ্টি। বর্তমানে টিউটরিং অ্যাপের সাহায্যেই উঁচু ক্লাসের পড়া শেষ করছে সে। পাশাপাশি, গ্রামের মেয়েদেরও পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে সে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬১০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬১৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৮৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭২৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭২৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

Security গার্ড চাই। ৮ ঘণ্টা Duty. Salary-9000/-, OT, Extra. 1 time খাওয়া ফ্রি। M-8967577096. (C/107911)

•

লিমিটেড কোম্পানিতে জেলাভিত্তিক সার্ভের কাজের জন্য ছেলে ও মেয়ে প্রয়োজন। স্থায়ী চাকুরি। নির্দিষ্ট বেতন। যোগাযোগ+Whatsapp : 8918960381. (K)

•

ডাইরেক্ট ফ্যাক্টরিতে জয়েন করুন হেল্পার পদে। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, ঘোষপুকুর। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে 4 ছুটি। M: 8653710700. (C/108212)

শিক্ষা/দীক্ষা

ছাত্রছাত্রী ও বিদ্বজ্জনের চোখে অধ্যাপক বিজয় কুমার সরকার : কার্সিয়াং কলেজ ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রাঃ প্রফেসর বিজয় কু. সরকার সম্পর্কে তাঁর ছাত্রছাত্রী–গবেষক, বিদ্বজ্জন ও প্রত্যক্ষ ছাত্রছাত্রী না হয়েও যারা তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, তাদের প্রবন্ধ সংবলিত গ্রন্থের জন্য লেখা আহ্বান করা হচ্ছে ১০ দিনের মধ্যে। অধ্যাপক বিশ্বজিৎ দাস : 9832460864 (Ph-WA); dbappa4@gmail.com; অধ্যাপক সুফল সরকার : 9064312429 (Ph-WA); sufalsarkar1988@gmail.com (C/108066)

জ্যোতিষ

জ্যোতিষী, তন্ত্রগুরু আচার্য গর্গরাজ শাস্ত্রী এ মাসে ১৬ হইতে ১৮ তারিখ কোচবিহারে হোটেল ইলোরা। 74300-56093. (C/108211)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Ref. No. WBPHED/EE/MD/NIeT_29 of 2023-2024, Vide Memo no. 4561/MD, dated : 10.11.2023
Tender ID : 2023_PHED_603455_1 to 2023_PHED_603455_126
Last date for submission of Technical and Financial Bid (online):- 30.11.2023 upto 3:00 P.M. Tender invited by the undersigned for different maintenance works under Malda Division, PHE Dte. All details available in website : http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Division, P.H.E. Dte., Govt. of West Bengal ICA-T23273(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2023_WBPWD_602767_1. For details please follow the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T23276(4)/2023

উত্তর-পূর্বকে জানতে স্কুটিযাত্রা দুই বিশেষভাবে সক্ষমের

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৫ নভেম্বর : উত্তর-পূর্ব ভারতকে জানো, ভারতকে জানো– এই স্লোগানকে সঙ্গী করে দুই বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি বুধবার দিল্লি থেকে আলিপুরদুয়ার শহরে এসে পৌঁছান। শহরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানবিক মুখের পক্ষ থেকে শহরে পৌঁছানোর পর তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। দিল্লি থেকে ইগল স্পেশাল এব্লেড রাইডার্স নামক সংগঠনের এই সদস্যরা দিল্লি থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত হয়ে পুনরায় দিল্লি পর্যন্ত প্রায় ৫৫০০ কিলোমিটার পথ যাত্রা শুরু করেছেন। গত ১০ নভেম্বর দিল্লি থেকে তাঁরা রওনা দেন।

এদিন বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য তৈরি স্কুটিতে চেপে শহরে পৌঁছান তাঁরা। ইগল স্পেশাল এব্লেড রাইডার্স সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আমির সিদ্দিকী বলেন, 'এটি হল আমাদের 'এক্সেসিবল অ্যাওয়ারনেস রাইড' কর্মসূচি, যার মাধ্যমে আমরা দেশের মানুষকে বার্তা দিতে চাইছি যে, বিশেষভাবে সক্ষম মানুষও সমাজের অঙ্গ ও তাঁরা সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত

আলিপুরদুয়ারে অভিযাত্রীরা।

> “যাঁরা বিশেষভাবে সক্ষম, তাঁরা নিজেদের সমাজের থেকে আলাদা না মনে করে সাহস করে এগিয়ে চলুন। এই বার্তাও আমরা দিতে চাই।
>
> – আমির সিদ্দিকী
> *ইগল স্পেশাল এব্লেড রাইডার্স সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা*

কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে সক্ষম।' তিনি আরও বলেন, 'যাঁরা বিশেষভাবে সক্ষম, তাঁরা নিজেদের সমাজের থেকে আলাদা না মনে করে সাহস করে এগিয়ে চলুন। এই বার্তাও আমরা দিতে চাই। যাত্রা শুরুর পঞ্চম দিনে সিদ্দিকীরা এখানে এসে পৌঁছান। ৫৫০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ২৮ নভেম্বর এই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটবে দিল্লিতেই।

এই রাইডের জন্য উত্তর-পূর্ব ভারতকে বাছার অন্যতম কারণ হল উত্তর-পূর্ব ভারতের সংস্কৃতি উত্তর ভারতের সংস্কৃতি থেকে অনেকটাই আলাদা। সেই সংস্কৃতি জানা ও তার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার জন্যেও এধরনের রাইডের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন বলে জানান সিদ্দিকী। আমির সিদ্দিকীর সঙ্গে এসেছিলেন গোবিন্দ দাস নাম আরও একজন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি।

অভাবেও মহিলাদের অনলস ফুটবলচর্চা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৫ নভেম্বর : ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের ফুটবলের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। বিশেষ করে শামুকতলা থানা এলাকায় মেয়েদের ফুটবল খেলায় শামিল হওয়ার বিষয়টি রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। শামুকতলা থানা এলাকায় মেয়েদের অন্তত ১০টি ফুটবল দল রয়েছে, যারা ধারাবাহিকভাবে ফুটবল খেলে চলেছে। এছাড়া বিভিন্ন হাইস্কুলে মেয়েদের ফুটবল টিম রয়েছে।

এই মহিলা দলের সদস্যদের বেশিরভাগই আদিবাসী এবং চা শ্রমিক পরিবারের মেয়ে। অনেক অভাব-অনটন এবং না পাওয়াকে জয় করে ওরা খেলার চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে। তাদের প্রতি সঠিক নজর এবং যত্ন নিলে যে রাজ্য এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের ফুটবলের প্রতি এমন আগ্রহ দেখে জেলার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী নিজেও রীতিমতো অবাক।

মেয়েদের খেলার প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত ডুয়ার্স কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে মেয়েদের জন্য আলাদাভাবে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন তিনি।

শামুকতলা থানার রায়ডাক লঙ্কাপাড়া আদিবাসী কুরুখ ক্লাব মহিলা ফুটবল টিম রীতিমতো উল্লেখযোগ্যভাবে খেলার চর্চা করে চলছে। ওই ফুটবল টিমে ২২ জন খেলোয়াড় রয়েছেন। খেলার পাশাপাশি আদিবাসী নাচেরও চর্চা করেন এই দলের মেয়েরা। ওই মহিলা দলের কোচ অজয় বাকলার কথায়, 'চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের মেয়েরা যেভাবে ফুটবল খেলার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে সেটা সত্যিই উল্লেখ করার মতো। আমি তাদের যতটা সম্ভব তৈরি করার চেষ্টা করছি। এর মধ্যে অনেকেই ভালো খেলছে। যেখানে মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা হয় সেখানেই তাদের অংশগ্রহণ করানোর চেষ্টা করি।'

এখন ২২ জন মহিলা খেলোয়াড়কে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন অজয়বাবু। প্রতিদিনই টিমে নতুন নতুন মেয়েরা আসছেন, প্রত্যেককেই তিনি সুযোগ দিচ্ছেন। তিনি বললেন, 'শুধু আমাদের বাগানে নয়, অন্যান্য বাগানেও মেয়েদের ফুটবল খেলার প্রতি আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। যা মন ভালো করে দেয়।'

প্রায় একই কথা শোনা গেল চুনিয়াঝোরা নবরং ক্লাবের মহিলা দলের প্রশিক্ষক সুমন এক্কার মুখে। তাঁর কথায়, 'আমরা ইদানীং ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও ফুটবলের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। এদের প্রতি সঠিক যত্ন নেওয়া হলে এদের মধ্যে থেকেই অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মেয়েদের ফুটবল খেলার প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে জেলা পুলিশ যেভাবে মেয়েদের ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমাদের এলাকার প্রত্যেকটি টিম ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। তবে মহিলা টিমের প্রতি সরকার আরও উদ্যোগী হলে খুব ভালো হয়।'

ওই ক্লাবের খেলোয়াড় রিতা মুন্ডা, সালমী মুন্ডা, হেমন্তী ওরাওঁরা সবাই চা শ্রমিক পরিবারের। আর্থিক অনটন তাঁদের নিত্যসঙ্গী। তারই মধ্যে তারা পড়াশোনার পাশাপাশি খেলার চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। হেমন্তীর কথায়, 'আমার ফুটবল খেলতে খুব ভালো লাগে কিন্তু জার্সি, জুতো ও ফুটবলের সমস্যা রয়েছে।'

লঙ্কাপাড়া আদিবাসী কুরুখ ক্লাবের মহিলা ফুটবল টিম। –সংবাদচিত্র

এই অবস্থায় মহিলা ফুটবলারদের প্রতি একটু নজর দিলে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে আসবে বলে জানালেন সমাজকর্মী তথা সিনিয়র কোঅর্ডিনেটর অসিত শিকদার। তাঁর কথায়, 'চা বাগানে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিক পরিবারের মেয়েদের ফুটবল খেলার প্রতি আগ্রহ দেখে সত্যিই অবাক লাগে। অভাব-অনটনের মধ্যেও ওরা যেভাবে খেলার চর্চা করে যাচ্ছে সেটা উল্লেখযোগ্য।'

ছ'মাস নিরামিষ খেয়ে গণেশ গড়েন সেলিম

আহমেদাবাদ, ১৫ নভেম্বর : ধর্মীয় বিশ্বাস আলাদা। প্রার্থনার ধরনও ভিন্ন। মূর্তিপুজোর কোনও নিয়ম নেই তাঁর সম্প্রদায়ে। তবু মূর্তি গড়তে বড় ভালোবাসেন গুজরাটের সেলিম শেখ। তাঁর তৈরি মূর্তির কদরও খুব। আর শুধু মূর্তি গড়াই নয়, এই সময়টা সম্পূর্ণভাবে আমিষ খাওয়া বন্ধ করে দেন তিনি। দীর্ঘ ছয় মাস নিরামিষ খেয়ে যত্ন নিয়ে গণেশমূর্তি তৈরি করেন সেলিম।

শুরুটা বছর চারেক আগে। সেই সময় স্থানীয় এক মৃৎশিল্পীর সঙ্গে মূর্তি গড়ার কাজ শুরু করেন তিনি। সম্পূর্ণভাবে তৈরি না করলেও মূর্তি তৈরিতে সবরকম সাহায্য করতেন সেলিম। সেই ধারা বজায় রয়েছে এখনও। চলতি বছরেও তিনি একইভাবে গণেশমূর্তি তৈরি করেছেন। দিনেরবেলায় কাজ আর রাতে বাড়ি ফিরে মূর্তি তৈরি। যেহেতু বড় বড় মূর্তি তাই এই কাজ শুরু হয়ে যায় মাস ছয়েক আগে থেকেই। তবে মূর্তি তৈরি শুরু হলেই আমিষ খাওয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন সেলিম। যতদিন না সেই মূর্তি মণ্ডপের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছে, ততদিন এই অভ্যাস বজায় রাখেন সেলিম।

আর এতে কোনও আপত্তি নেই তাঁর পরিবারেরও। সকলেই হাসিমুখে সেলিমের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। ভিনধর্মের কারও পক্ষে এমন নিয়ম যে মানা সম্ভব, তা দেখিয়েছেন সেলিম। এমনকি এর মাঝে ইদ পড়লেও তিনি আমিষ খান না। সেলিম জানান, আমিষ খেতে বিশেষ পছন্দই করেন না তিনি। সেইসঙ্গে মূর্তি তৈরির যাবতীয় সংস্কারের কথা তাঁর ভাবনাতে চলে আসে। সবমিলিয়েই এই সিদ্ধান্ত। আর এই অভ্যাসের জেরে তাঁর মনের শান্তি হয় বলেও দাবি বছর ৫৭-র সেলিমের। তবে এই ঘটনা যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিশনগঞ্জে বেওয়ারিশ শবের ওয়ারিশ মুকেশ

কিশনগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : শহরের মাধবনগরের বাসিন্দা মুকেশ মল্লিক বেওয়ারিশ শবের ওয়ারিশ বলে বিখ্যাত। এলাকায় কারও শেষকৃত্যের জন্য সবার আগে তাঁর ডাক পড়ে। এছাড়া সদর হাসপাতালের বেওয়ারিশ লাশ তিনিই দাহ করেন। ৪০ বছর বয়সি মুকেশ পেশায় সাফাইয়ের ঠিকাদার।

মুকেশ প্রায় দশ হাজারের বেশি অজ্ঞাত শবদাহ করেছেন। এমনকি কোভিডে মৃত প্রায় ২০০ জনের দেহ হিন্দু রীতিনীতি মেনে সৎকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'পুলিশের তরফে অজ্ঞাত শবদাহের জন্য ২০০০ টাকা দেওয়া হলেও ওই টাকায় হিন্দু রীতি অনুযায়ী কাঠের চিতায় দাহ করা যায় না। সেজন্য অনেক সময়ই নিজের পকেট থেকে বা কোনও সহৃদয় ব্যক্তির থেকে টাকা নিয়ে দাহ করতে হয়।'

১২ এম প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_জিএস_টিআরডি_৫৩_২০২৩-২৪/কে. তারিখঃ ০৯-১১-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং. ঃ ইএল_জিএস_টিআরডি_৫৩_২০২৩-২৪, কাজের নামঃ "এবিএসএস ঃ-বালুরঘাট স্টেশনে পিপি শেড, লিফ্ট, এসকেলেটর সহ ১২ এম প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজের ব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ"। (ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি)। টেন্ডার মূল্যঃ ৮৬,২২,৯১২.০৫ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৭২,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০১-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০১-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০১-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের শিলিগুড়ি জং. স্টেশনের সফ্ট আপগ্রেডেশন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/জিএসইউ/১৯ অব ২০২৩, তারিখঃ ১০-১১-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং. ঃ ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ এবিএসএস ঃ কাটিহার ডিভিশনের শিলিগুড়ি জং. স্টেশনের সফ্ট আপগ্রেডেশন। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৯৯,১৪,২৮৪.৮২ টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৩,৪৯,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার (গতি শক্তি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

খাওয়ার জল/পানযোগ্য জলের যোগান এবং কাভার শ্বেডের ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি./৬৬ অফ ২০২৩ তারিখঃ ০৭-১১-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার সংখ্যা. ১। কাজের চমু বিবরণঃ কাটিহার-মণিহারি খণ্ডেঃ আরইউবি নং. কেটি-৬, কিলোমিটার-১০/১-২ঃ- কাভার শ্বেড, গার্ডওয়াল, সাম্প, সমীপবর্তী পথ এবং নর্দমার ব্যবস্থা করা। টেণ্ডার রাশিঃ ২,৮৪,৫৬,২৭৬.৩২ টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,৯২,৩০০/- টাকা। টেণ্ডার সংখ্যা. ২। কাজের চমু বিবরণঃ কাটিহার-মণিহারি খণ্ডেঃ আরইউবি নং. কেটি-৮, কিলোমিটার-১৮/৯-১৯/০ঃ-, কাভার শ্বেড, গার্ডওয়াল, সাম্প, সমীপবর্তী পথ এবং নর্দমার ব্যবস্থা করা। টেণ্ডার রাশিঃ ২,৫৬,১০,৮৬১.৪২ টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,৭৮,১০০/- টাকা। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের চমু বিবরণঃ এডিইএন/দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অধীনে ১২ মাসের এক সময়সীমার জন্যে দার্জিলিঙে (রিটায়ারিং রুম, হলিডে হোম, ষ্টেশন ভবন, রানিং কক্ষ, লোকো শ্বেড, আরপিএফ ব্যারাক এবং রেলওয়ে কলোনি, ক্রেইগ মাউন্ট আধিকারিকদের বিশ্রাম গৃহ) এবং কুর্শিয়াং ষ্টেশন সহিত ঘুম এবং সোনাদা ষ্টেশন (এলিসিয়া ভবন, কুর্শিয়াং ষ্টেশন এবং রেলওয়ে কলোনি, ওআরএইচ) এ মোটর ট্রাকের দ্বারা খাওয়ার জল/পানযোগ্য জলের যোগান। টেণ্ডার রাশিঃ ১,০০,৯৭,০৯০/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,০০,৫০০/- টাকা। টেণ্ডার সংখ্যা. ৪। কাজের চমু বিবরণঃ ১৮ মাসের জন্যে তিনধরিয়া ওয়ার্ক শপ, এডিএমই কার্যালয়, রেলওয়ে হাসপাতাল, মহানদী ষ্টেশন, রংটং ষ্টেশন এবং তিনধরিয়া রেলওয়ে কলোনিতে খাওয়ার জল/পানযোগ্য জলের যোগান সহিত উৎস থেকে (পাগলঝরা) তিনধরিয়া আদি পর্যন্ত প্রধান পাইপ লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ। টেণ্ডার রাশিঃ ৫৯,০২,২১৮.৫৪ টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ১,১৮,০০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবেঃ ০৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিবেবায়"

নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ

ই-টেন্ডার নং. আরই-এনজেপি-টেন্ডার-ইএনজিজি-ডব্লিউটি-২৮৮, তারিখঃ ১০-১১-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ। কাজের নাম ঃ রাঙাপাড়া নর্থে ঃ এন. এফ. রেলওয়ের রঙিয়া ডিভিশনে ট্রিপ শেড, অফিস বিল্ডিং নির্মাণ, পথের সংযোগ স্থাপন ও ট্র্যাক বসানো সহ রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ। জিআর. ৩১১ (ইপিসি ১৪এ.)। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৮,৬৬,৯৫,০৭৬.০৭ টাকা; বায়নার ধনঃ ৫,৮৩,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৫-১২-২০২৩ তারিখের ১২.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে। ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিইই-II/কন/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

ক্রেগ মাউন্টে কনস্ট্রাকশন অফিসারদের রেস্ট হাউস ও স্টাফ রুমের রক্ষণাবেক্ষণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কন-এনজেপি-২০২৩-নভেম্বর-আরটি-০২; তারিখঃ ০৯-১১-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা ঠিকাদার (দের)/ফার্ম (গুলি)র কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- ই-টেন্ডার নং. ডিওয়াইসিই-সি-ওআরএইচ-ডিজে-২৩-আরটি-০১। কাজের নামঃ ৩৬ মাসের জন্য ক্রেগ মাউন্ট, গান্ধী রোডের নিকটে, দার্জিলিং-এ কনস্ট্রাকশন অফিসারদের রেস্ট হাউস ও স্টাফ রুমের রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৮২,৪২,৩৪৬.৫৫ টাকা, বায়নার ধনঃ ১,৬৪,৯০০.০০ টাকা। টেন্ডার জমা করার তারিখ ও সময়ঃ ১৭-১১-২০২৩ তারিখ থেকে ০১-১২-২০২৩ তারিখের ১৪:৩০ ঘন্টা পর্যন্ত। টেন্ডার খুলবেঃ ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন), নিউ জলপাইগুড়ি, ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ি-৭৩৪০০৭-এর কার্যালয়ে ০১-১২-২০২৩ তারিখের ১৬:০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই.চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং.: ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৪৭, তারিখ: ১৩.১১.২০২৩, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি)/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: কাজের নাম: ২ বছর সময়সীমার জন্য পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনে সম্পূর্ণ টিআরডি/মালদা অর্গানাইজেশনের জন্য (এমএলডিটি, জেআরএলই, সিএইচজেড, এসবিজি, এসকিও, বিএইচএলই এবং জেএমপি-তে ওএইচই কাম পিএসআই ডিপোর অধীনে) টিআরডি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্রেকডাউন কার্যাবলীর (ওএইচই কাজ) আউটসোর্সিং। টেন্ডার মূল্য: ৪,১১,৪৫,০৮১ টাকা, বায়নামূল্য: ৩,৫৭,৭০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: শূন্য। সম্পূর্ণ করার সময়সীমা: ২৪ মাস। প্রস্তাবের বৈধতা: ৪৫ দিন। বিডিং সিস্টেম: সিঙ্গল প্যাকেট। টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়: ১৩.১১.২০২৩ তারিখ সন্ধ্যা ৬.৩১ মিনিট। ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়: ২১.১১.২০২৩ থেকে ০৫.১২.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত। বিডিং শুরুর তারিখ: ২১.১১.২০২৩। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ০৫.১২.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড: www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(টিআরডি)/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র ওয়েবসাইটে দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

MLD-84/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নিউ জলপাইগুড়িতে ওয়েলডিং কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. সিওএন-এনজেপি-২০২৩-এনএফ-আরটি-০৩ তারিখঃ ১১-১১-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেণ্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেণ্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে। ই-টেণ্ডার নং. ডিওয়াইসিই-সিওএন-এফবিডব্লিউ-এ-জি-আরটি-০১। কাজের নামঃ আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন রেলপথ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত ওয়াই-কানেকশনের আরারিয়া এবং রহমতপুর ষ্টেশনের মধ্যে এবং আরারিয়া কোর্ট এবং ঠাকুরগঞ্জ ষ্টেশনের মধ্যে সিএইচঃ ০.০০ কিলোমিটার থেকে ১০৬.৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অভিযন্তার নির্দেশমর্মে বালাষ্টের বেডের ওপরে অথবা কনসিলডেটেড ফরমেশনের সেসের ওপরে অথবা ব্লক অবিহনে অথবা সহিতে রাণিং/নন রাণিং লাইনের ওপরে ঠিকাদারের স্ব-চালিত রেইল কাম রোড/মোবাইল ফ্লাশ বাট ওয়েলডিং প্ল্যান্টের ব্যবহারের দ্বারা, এলডব্লিউআর/এসডব্লিউআর গঠন করার জন্যে সেইসমূহকে সংযোজিত করার জন্যে প্রয়োজন অনুসারে রেলের নিম্নতম দৈর্ঘ্যের অথবা ২৬০এম প্যানেলের আনলোডিঙের পরে, রেলওয়ের দ্বারা নির্ধারিত যেকোনো স্থানে অথবা নিম্নতম দৈর্ঘ্যের ইন-সিটু অথবা ২৬০এম প্যানেলের ৬০/৫২ কেজি (৯০ ইউটিএস) রেলের জন্যে ফ্লাশ বাট ওয়েলডিং। টেণ্ডার রাশিঃ ১,১৯,১৬,৮৪৯.৬২ টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৯,৬০০/- টাকা। টেণ্ডার জমা করার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-১১-২০২৩ তারিখ থেকে ০৪-১২-২০২৩ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টা পর্যন্ত এবং খোলা হবেঃ ০৪-১২-২০২৩ তারিখে ১৬.০০ ঘন্টায় উপ মুখ্য অভিযন্তা (সিওএন), নিউ জলপাইগুড়ি কার্যালয়ে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

উপ. মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিবেবায়"

রাজ জ্যোতিষীর সন্ধান শিলিগুড়িতেই
যে কোনও কঠিন সমস্যার সমাধানের সঠিক উপায় বলে দেন
ডঃ শিব শংকর শাস্ত্রী
অগ্রিম বুকিং বাঞ্ছনীয় (তন্ত্র সাধক)
নিজস্ব চেম্বার
গ্রিন ভ্যালি, সেভক রোড, শিলিগুড়ি
9002004418 / 9434043593

রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ও কমার্শিয়াল অ্যাডভার্টাইজিং ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম

তিনসুকিয়া ডিভিশনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (আরডিএন) ঠিকা প্রদান এবং যোরহাট টাউন রেলওয়ে স্টেশনে কমার্শিয়াল অ্যাডভার্টাইজিং ঠিকা এলসিডি/এলইডি টিভি-এর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ টিএসকে-এডিভিটি-আরডিএন-০৬, এসইকিউ নং. এএ/১, লট নং./ ক্যাটাগরি ঃ এডিভিটি-টিএসকে-জেটিটিএন-ওএসডি-১৫৯-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল)), বিবরণ ঃ ৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য যোরহাট টাউন রেলওয়ে স্টেশনে কমার্শিয়াল অ্যাডভার্টাইজিং এলসিডি/এলইডি (৭টি টিভি), রেট ইউনিট ঃ বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন ঃ ১০৯৬, লট শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০১-১২-২০২৩, ১০.০০.০০ ঘণ্টা, লট সমাপ্তির তারিখ ও সময় ঃ ০১-১২-২০২৩, ১০.৩০.০০ ঘণ্টা, এসইকিউ নং. এএ/২, লট নং./ ক্যাটাগরি ঃ এডিভিটি-টিএসকে-টিএসকে-ওএসডি-২০৯-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল)), বিবরণ ঃ পাঁচ বছর ঠিকার সময়ের জন্য নামতিআলি, তিতাবর, আমগুড়ি, সেলেনঘাট, নকছারি, গোলাঘাট, ভালুকমারা, বরুয়া বামুন গাঁও, নুমলিগড়, ফরকাটিং, কমারবান্ধা আলি, দুলিয়াজান, নাহরকটিয়া, নামরূপ, বরহাট, সাপেখাতি, ভজো, লাকোয়া, সিমালুগুড়ি, তিনসুকিয়া, মাকুম, ডিগবয়, মার্ঘেরিটা, লিডু, চাবুয়া, পানিতলা, কোয়াং, ধামালগাঁও, ডিকম, লাহোয়াল, চাউলখোয়া, মরানহাট, শিবসাগর টাউনে ৫০:৫০ টাইম স্লট/স্পেস শেয়ারে রেলওয়ে ম্যাসেজ-এর পাশাপাশি বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগ সহ ৩৩ টি স্টেশনে (৬'X ৪' আকৃতির) ভিডিও ওয়াল সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (আরডিএন) ঠিকা, সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (আরডিএন) ঠিকা। রেট ইউনিট ঃ বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন ঃ ১০৯৬, লট শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০১-১২-২০২৩, ১০.০০.০০ ঘণ্টা, লট সমাপ্তির তারিখ ও সময় ঃ ০১-১২-২০২৩, ১০.৪০.০০ ঘণ্টা, এই নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে ০৯-১১-২০২৩ তারিখে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

ডিসিএম (আইসি)/ তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনে মেল এক্সপ্রেস ট্রেনের বাইরের পৃষ্ঠে মোড়ানোর চুক্তি প্রদান

তিনসুকিয়া ডিভিশনে মেল এক্সপ্রেস ট্রেনের জন্য বাইরের পৃষ্ঠে মোড়ানোর চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। নিলাম ক্যাটালগ নং.: টিএসকে-এডিভিটি-ট্রেন-০৫। লট নিলাম শুরু (সকল লট): ০৪-১২-২০২৩ তারিখে ১১:০০ ঘন্টা; একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; দিন: ১০৯৬; শ্রেণী : বিজ্ঞাপন - ট্রেনের বাইরে (সম্পূর্ণ মুখ)।

ক্রম নং.	লট নং.	বর্ণনা
এএ/১	এডিভিটি-ইএফএফ-১২৮৫৯৩-২২-১	২০৫০৩/২০৫০৪ এবং ২০৫০৫/২০৫০৬ -এ ভিনাইল মোড়ানো
এএ/২	এডিভিটি-ইএফএফ-১৩০০৩৯-২২-১	১৫৯০৩/১৫৯০৪ -এ ভিনাইল মোড়ানোর চুক্তি
এএ/৩	এডিভিটি-ইএফএফ-১২৯৩৫৮-২২-১	২২৫০১/২২৫০২ -এ ভিনাইল মোড়ানোর চুক্তি
এএ/৪	এডিভিটি-ইএফএফ-১৩০০৪২-২২-১	১৫৯৬০/১৫৯৫৯ এবং ১৫৯৬২/১৫৯৬১ -এ ভিনাইল মোড়ানো
এএ/৫	এডিভিটি-ইএফএফ-১২৮৬০০-২২-১	১৫৯৬৮/১৫৯৬৭ এবং ১৫৯২৮/১৫৯২৭ -এ ভিনাইল মোড়ানো
এএ/৬	এডিভিটি-ইএফএফ-১৩০০৪১-২২-১	১৫৯৩৪/১৫৯৩৩ -এ ভিনাইল মোড়ানোর চুক্তি
এএ/৭	এডিভিটি-ইএফএফ-১২৯৩৬১-২২-১	১৫৯৩০/১৫৯২৯ -এ ভিনাইল মোড়ানোর চুক্তি

নিলামের বন্ধের তারিখ/সময়: ০৪-১২-২০২৩ তারিখে ১২:৩০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। টীকা: সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সঙ্গে নতুন ব্যবসা নিয়ে পরিকল্পনা। বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে। চোখের সমস্যা বাড়বে। বৃষ : সৎ কাজে টাকা ব্যয় করে আনন্দ। ভাইয়ের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়ে আনন্দ। মিথুন : কোনও বিতর্কে জড়িয়ে অহেতুক ঝামেলা হতে পারে। ঘরের কথা বাইরে লোককে বলতে যাবেন না। কর্কট : নিজের ভুলে কোনও কাজ নষ্ট করে ফেলবেন। দাম্পত্যে সামান্য ব্যাপারে অশান্তি। সিংহ : অতিরিক্ত কিছু চাইতে যাবেন না। নতুন জমি কেনার সুযোগ। কন্যা : মা ও বাবার সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে আনন্দ। ব্যবসার জন্য ধার করতে হতে পারে। তুলা : জ্বর ও সর্দিতে সমস্যায়। আজ চলাফেরায় সাবধান থাকুন। বৃশ্চিক : অনেকদিন চেষ্টা করেও যে কাজ শেষ করতে পারছিলেন না, আজ তা সম্পূর্ণ হবে। প্রেমে সমস্যা। ধনু : খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকা দরকার। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। মকর : বাবার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। পাওয়া আদায় হবে। কুম্ভ : বিদেশে পড়তে যাওয়া ছেলের জন্য অযথা দুশ্চিন্তা। নতুন জমি কিনতে পারেন। মীন : অফিসে কোনও কাজ নিয়ে সমস্যা বাড়বে। দূরের কোনও আত্মীয়ের সংবাদে বাড়িতে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৯ কার্তিক ১৪৩০, ভাঃ ২৫ কার্তিক, ১৬ নভেম্বর ২০২৩, ২৯ কাতি, সংবৎ ৩ কার্তিক সুদি, ১ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৫ অঃ ৪।৫০। বৃহস্পতিবার, তৃতীয়া দিবা ১২।৫৬। মূলানক্ষত্র রাত্রি ৩।৩৩। সুকর্মাযোগ দিবা ১১।৫৪। গরকরণ দিবা ১২।৫৬ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।১২ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে– ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। রাত্রি ৩।৩৩ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে– দোষ নাই। যোগিনী– অগ্নিকোণে, দিবা ১২। ৫৬ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ২।৬ গতে ৪।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২২ গতে ১।০ মধ্যে। যাত্রা– শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৯।২০ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ১২।৫৬ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৩।৩৩ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম– দিবা ১২।৫৬ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত নিষ্ক্রমণ (দীক্ষা গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ) নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ কুমারীনাসিকাবেধ বাহন ক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)– তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্থীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ – দিবা ৭।৩৪ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ২।৪০ মধ্যে এবং রাত্রি ৫। ৪৩ গতে ৯।১৫ মধ্যে ও ১১।৫৫ গতে ৩।২৯ মধ্যে ও ৪।২২ গতে ৫।৫৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

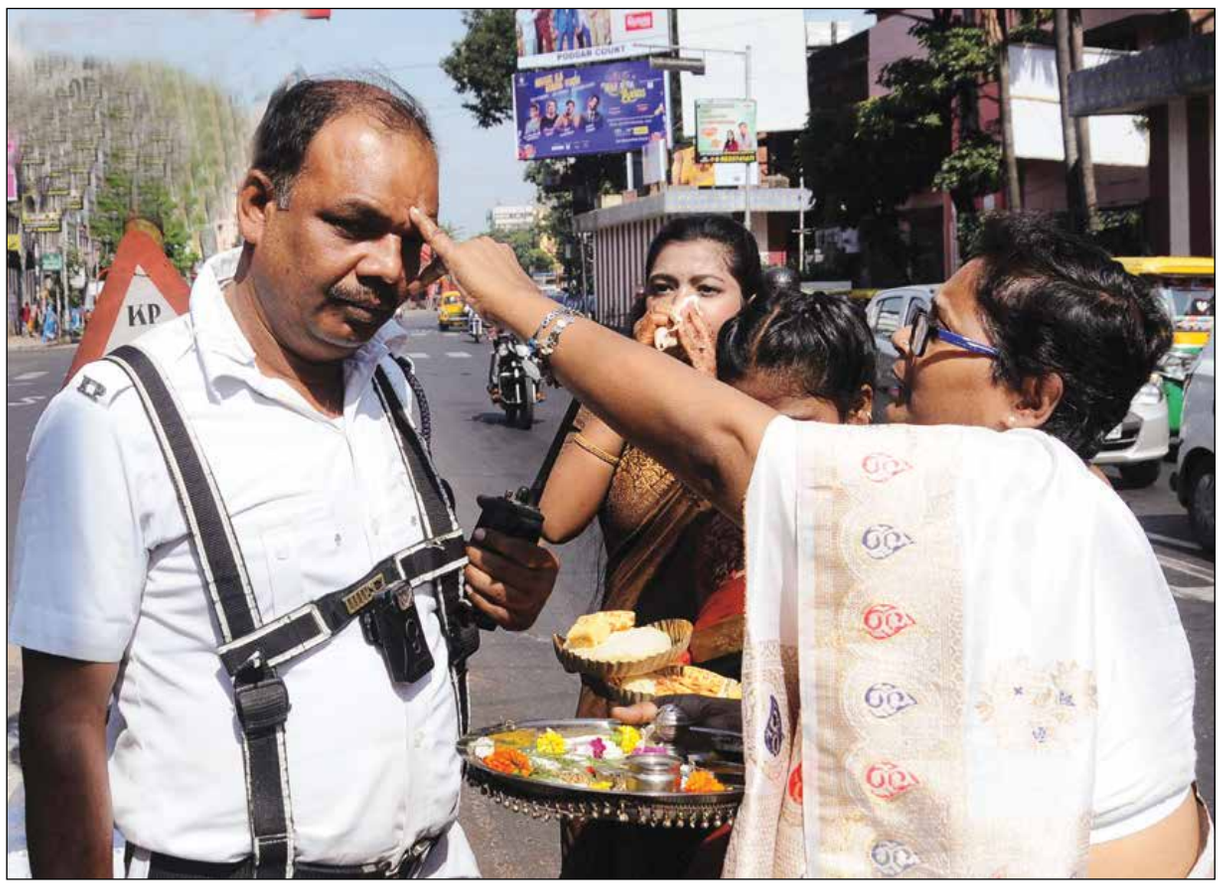

পথ নিরাপত্তার দায়িত্ব যাঁদের হাতে, তাঁদেরই সুরক্ষায় বোনেদের অঙ্গীকার। ভাইফোঁটার দিন কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ভাইফোঁটায় কালীঘাটে কল্যাণ, শান্তনু ও তাপস

দিদিকে শাড়ি উপহার কাননের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : মাঝে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মন কষাকষির জন্য দু'বছর ভাইফোঁটায় কালীঘাটে দেখা যায়নি কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। গত বছর থেকে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে তিনি কালীঘাটে 'দিদি'-র কাছে ভাইফোঁটা নিতে আসতে শুরু করেছেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। তাঁরা ছাড়া এবার কিছু নতুন মুখের দেখা মিলল কালীঘাটে।

প্রতিবার কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বকসি কালীঘাটে মমতার বাড়িতে ফোঁটা নিতে আসেন। এবারও এসেছেন। কিন্তু অন্যান্যবার না এলেও এবার ভাইফোঁটা নিতে এলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন, রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়। বৈশাখীকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাটে এসে দিদিকে শোভন দিলেন ধনিয়াখালির নীল পাড়ের তাঁতের শাড়ি। দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর ধরে ভাইফোঁটায় মমতার বাড়িতে শোভনের আসা নিশ্চিত ছিল। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। তখন থেকেই মমতার সঙ্গে তাঁর 'প্রিয় কাননের' অনেকটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। কিন্তু গত বছর থেকেই পরিস্থিতি অনেকটা বদলে গিয়েছে। গতবছরও বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাটে মমতার বাড়িতে ভাইফোঁটা নিতে হাজির হয়েছিলেন শোভন। যাওয়ার আগে হাসিমুখে জানিয়ে গেলেন কীভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন সংগঠিত হয়ে উঠেছেন।

প্রতি বছর দলীয় নেতারা ছাড়াও টলিউডের বেশকিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী, সাংবাদিককে ভাইফোঁটার দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে দেখা যায়। ২০১৯ সালের ভাইফোঁটায় কালীঘাটে মমতার বাড়িতে দেখা গিয়েছিল শুভেন্দু অধিকারীকে। অবশ্য ২০২০ সালের ভাইফোঁটায় শুভেন্দুকে আর সেখানে দেখা যায়নি। ওইবছরই ১৯ ডিসেম্বর শুভেন্দু দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বেঁচে থাকার সময় প্রতিবছর তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে বোনের কাছে ফোঁটা নিয়েই চলে আসতেন কালীঘাটে মমতার কাছে ফোঁটা নিতে। এমনকি, সুব্রতবাবু যখন কংগ্রেসে ছিলেন, তখনও একবার মমতার কাছে তাঁকে ফোঁটা নিতে আসতে দেখা গিয়েছিল। তখন তিনি জানিয়েছিলেন, 'মমতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।'

> প্রতিবার ফিরহাদ, অরূপরা মমতার কাছে ফোঁটা নিতে আসেন। এবারও এসেছেন
>
> এবার ফোঁটা নিতে এলেন কল্যাণ, শান্তনু এবং তাপসও
>
> বৈশাখীকে সঙ্গে নিয়ে দিদিকে শোভন দিলেন ধনিয়াখালির শাড়ি

সুব্রতবাবুর প্রয়াণে মমতা খুব ভেঙে পড়েছিলেন। মমতার বাড়িতে প্রতিবারই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও ফোঁটা নিতে আসতেন। কিন্তু গতবছর ২২ জুলাই গভীর রাতে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ গ্রেপ্তারের পর তাঁর আর ফোঁটা নেওয়া সম্ভব হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ভাইফোঁটায় কে কে ফোঁটা নিতে আসছেন, তার ওপর রাজনৈতিক জল্পনা আরও বেড়ে যায়। তাই প্রতিবছর ভাইফোঁটায় মমতার বাড়ির দিকে নজর থাকে রাজনৈতিক মহলেরও।

আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন। আগামী লোকসভা ভোটে বেশ কয়েকজন বর্তমান সাংসদ টিকিট পাবেন না বলেই তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে। এবার অন্তত অর্ধেক নতুন মুখ লোকসভার ভোটে নামানো হবে বলে ঘাসফুল শিবিরের খবর। এই পরিস্থিতিতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু সেন প্রমুখের মমতার বাড়িতে আসায় রাজনৈতিক মহলে জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে।

কল্যাণ লোকসভায় যথেষ্ট সোচ্চার। এই মুহূর্তে তিনি দলের চিপ হুইপ পদে আছেন। তাই তাঁর ফের টিকিট পাওয়া নিয়ে সংশয় নেই বলেই অনেকের ধারণা। তবু তিনি কেন এলেন তা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে। ভাইফোঁটায় কল্যাণ, তাপস, শান্তনুর কালীঘাটে উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ বলেই রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

জয়নগর নিয়ে কড়া বার্তা রাজ্যপালের

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পঞ্চায়েত ভোটে আক্রান্তদের বাড়িতেও তিনি পৌঁছে গিয়েছেন। এমনকি তিনি রাজভবনে কন্ট্রোলরুমও খুলেছিলেন। বুধবার রাজ্যপাল জয়নগরের তৃণমূল নেতার মৃত্যু ও তার পরবর্তী হিংসা নিয়ে ফের মুখ খুললেন। এদিন তিনি বলেন, 'আইন আইনের পথে চলবে। রাজভবন তার কর্তব্য পালন করবে। হিংসার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হবে। শুধু আইনি ব্যবস্থাই নয়, সামাজিক পদক্ষেপও করতে হবে।'

জয়নগরের তৃণমূল নেতা খুনের পর সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দু'দিন গ্রামছাড়া ছিলেন বাসিন্দারা। বুধবার বিকালে মহিলা ও শিশুদের একাংশ গ্রামে ফিরলেও এখনও পুরুষশূন্য গোটা গ্রাম। পরিস্থিতি সামাল দিতে গ্রামে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। পুলিশকে আরও সক্রিয় হতে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, 'ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, লুঠ করা হিংসার অংশ। এক্ষেত্রেও কড়া পদক্ষেপ করতে হবে। আইন ও প্রশাসন ঘরছাড়াদের বিষয়টি দেখবে।' তবে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, 'জয়নগরের ঘটনায় পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। খুব শীঘ্রই দোষীরা ধরা পড়বে বলে আমরা মনে করি।'

থানায় পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার ভিতর এক যুবককে পিটিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। ওই যুবককে উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার সন্ধ্যায় উত্তাল হয়ে ওঠে কলেজ স্ট্রিট চত্বর।

স্থানীয় লোকজন মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ থানায় পুলিশের মারধরের চোটে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম অশোক কুমার সিং। তাঁর বিরুদ্ধে চোরাই মোবাইল কেনার অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের পদস্থ কর্তারা এলাকায় গিয়ে রাত পর্যন্ত অবরোধ তোলার চেষ্টা চালান।

গ্রামে ফিরলেন জয়নগরের গৃহচ্যুতরা

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : জয়নগরের তৃণমূল নেতা সৈফুদ্দিন লস্কর খুনের ঘটনায় এখনও অন্ধকারে পুলিশ। সোমবার তিনি খুন হন। এই ঘটনায় বুধবার পর্যন্ত মাত্র একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

তৃণমূল নেতা খুনের পরই উন্মত্ত জনতা সংলগ্ন দলুয়াখাকি গ্রামে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। বেশকিছু বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন থেকেই ঘরছাড়া গ্রামবাসীরা। সিপিএমের অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীদের তাণ্ডবেই তাঁদের কর্মী, সমর্থকরা গ্রামছাড়া হয়েছেন। বুধবার বিকালে ঘরছাড়াদের একাংশ পুলিশি নিরাপত্তায় গ্রামে ফিরলেও তাদের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। মহিলা ও শিশুদের একাংশ গ্রামে ফিরলেও গ্রাম এখনও পুরুষশূন্য। তবে নতুন করে যাতে অশান্তি না হয়, তার জন্য গ্রামে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। পুলিশের পদস্থ কর্তারা এদিনও গ্রামে ঘুরেছেন। যদিও খুনের আসল রহস্য এখনও উদঘাটন হয়নি।

এদিন বিকালে অটোয় চড়ে মহিলা ও শিশুদের একাংশ গ্রামে ফেরে। গ্রামে ঢোকার সময় স্থানীয় সিপিএম নেতারা তাদের সঙ্গে ছিল। তবে গ্রামবাসী ছাড়া অন্য কাউকে পুলিশ ঢুকতে অনুমতি না দেওয়ায় পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীদের বচসা বাধে। কেন সিপিএম নেতৃত্ব গ্রামে ঢুকতে পারবে না, সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন গ্রামবাসীরা। পুলিশ চলে যাওয়ার পরই গ্রামে ফের হামলার আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। যদিও এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস জানিয়েছেন, গ্রামে ২৪ ঘণ্টাই পুলিশ থাকবে।

তদন্তের কাজে আগের দু'দিনের মতো এদিনও ঘটনাস্থলে যান রাজ্য পুলিশের কর্তারা। তাঁরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। ঘটনাস্থল থেকে ২ কিলোমিটার দূরে দুটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাইক দুটির মধ্যে একটির নম্বর প্লেট ছিল, অন্যটি ছিল প্লেটবিহীন। নম্বর প্লেট থাকা বাইকটির মালিক স্থানীয় এক সিপিএম নেতার ঘনিষ্ঠের বলে তৃণমূলের দাবি।

কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম দাবি করেছেন, সিপিএম সুপারি কিলার দিয়ে তৃণমূল নেতাকে খুন করিয়েছে। সিপিএম এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে।

আতঙ্ক কাটেনি এখনও

অটোয় ঘরের পথে। বুধবার দলুয়াখাকি গ্রামে। ছবি : অভীক পুরকাইত

> **বর্তমান অবস্থা**
>
> বুধবার বিকালে ঘরছাড়ারা গ্রামে ফিরেছে
>
> গ্রামে ঢোকার সময় সিপিএম নেতারা সঙ্গে ছিলেন
>
> যদিও গ্রাম এখনও পুরুষশূন্য
>
> অশান্তি রুখতে গ্রামে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে

নিউজিল্যান্ড ও ভারতের ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে উৎসাহীদের ভিড়। বুধবার কলকাতায়। ছবি : অভীক পুরকাইত

সিবিআই দপ্তরে মানিক-ঘনিষ্ঠ বিভাস

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বুধবার সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিলেন মানিক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ বিভাস অধিকারী। দুপুর ২টো নাগাদ নিজাম প্যালেসে আসেন বীরভূমের নলহাটির ২ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি। সিবিআই দপ্তরে প্রবেশের সময় বিভাস বলেন, 'সিবিআই কিছু নথি চেয়েছিল। সেগুলো জমা দিতেই এসেছি।' যদিও দীর্ঘসময় পর হঠাৎ নিয়োগ মামলায় 'পুরোনো চরিত্র' বিভাসের হাজিরা নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে।

বিভাস অধিকারী ধৃত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য ও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ। তাঁর বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় অর্থের বিনিময়ে নিয়োগের অভিযোগ আছে বলে তদন্তকারীদের দাবি। পাশাপাশি বিভাসের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বিভাস বিএড-ডিএলএড কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নলহাটিতে তাঁর শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। বীরভূমে কৃষ্ণপুরে বিভাসের একটি টিচার্স ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষকদের নিয়োগের বিপুল অঙ্কের লেনদেন হত বলে অনুমান তদন্তকারীদের। নিয়োগ মামলায় ধৃত হুগলির বলাগড়ের প্রাক্তন তৃণমূল যুবনেতা কুন্তল ঘোষ ও অপর এক চরিত্র গোপাল দলপতির মুখে বিভাসের নাম শোনা যায়।

গত বছরের ১৫ এপ্রিল তাঁর নলহাটির বাড়ি ও আশ্রমে তল্লাশি চালায় সিবিআই। সেই সময় সেখান থেকে প্রচুর নথি উদ্ধার হয়। বুধবার কার্যত নথি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদেই তাঁকে তলব করা হয় বলে সূত্রের খবর। দীর্ঘদিন নিয়োগ দুর্নীতি তদন্ত বৃত্তের আলোকপাতে ছিলেন না বিভাস। ফের তাঁর নিজাম প্যালেসে হাজিরা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে।

নবদ্বীপেও শো বাতিল

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : নাটকের শো বাতিলের রাজনীতিতে এবার দেবেশ চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত 'ব্যারিকেড'-এর শো। ২৩ জানুয়ারি নবদ্বীপের রবীন্দ্র সাংস্কৃতিক মঞ্চে মঞ্চস্থ হওয়ার কথা ছিল উৎপল দত্তের লেখা 'ব্যারিকেড'।

নাটক প্রযোজনার দায়িত্বে ছিল 'চাকদহ নাট্যজন'। নবদ্বীপ পুরসভার তরফে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে নাটকটি মঞ্চস্থ করা যাবে না। সেইসঙ্গে তারা জানিয়েছে, অন্য নাটক হতে পারে কিন্তু 'ব্যারিকেড' করা যাবে না। পুরসভার সম্মতি না মেলায় বাতিল করা হয়েছে নাটকটির সমস্ত শো। নবদ্বীপ সায়ক সাংস্কৃতিক সংগঠন নাটকটি মঞ্চস্থ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সংস্থার কর্ণধার সুমিতমোহন রায় জানান, পুরসভা তাঁদের জানিয়েছে ওইসময় বইমেলা চলবে। তাই নাটক মঞ্চস্থ করা যাবে না। শো বাতিল নিয়ে নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান কিছুই বলেননি।

কাঁটা দেওয়ার আগে বোনই যমের দুয়ারে

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ১৫ নভেম্বর : যমের হাত থেকে ভাইকে রক্ষা করতে যাওয়ার পথে যমের দুয়ারে পৌঁছে গেলেন বোন। ভাইফোঁটার সকালে এমনই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল বীরভূমের নলহাটি শহরের রাম মন্দির এলাকায়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে সাহু পরিবারে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত গৃহবধূর নাম রীতা সাহু (২৫)। তাঁর দাদার কথায়, 'বোনকে ফোঁটা দেওয়ার জন্য বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার জন্য যমের দুয়ারে কাঁটা দিতে গিয়ে নিজে যমের দুয়ারে পৌঁছে যাবে ভাবতেও পারিনি।'

রীতার বাপের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের মহেশপুর থানার কানিঝোরা গ্রামে। বিয়ে হয়েছিল বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার ছোটচৌকি গ্রামে। বুধবার ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে দাদা কুশেন সাহু বোনকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাইকে চাপিয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন। নলহাটি রেলগেটের কাছে রাম মন্দির সংলগ্ন এলাকায় মিষ্টির দোকানে মিষ্টি কিনে রাস্তা পারাপার করছিলেন রীতা। সে সময় পাথরবোঝাই একটা লরি তাঁকে ধাক্কা মারে। রীতা ছিটকে গিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া চলন্ত একটি ট্র্যাক্টরের নীচে ঢুকে যান। তাঁর মাথার উপর দিয়ে ট্র্যাক্টর চলে যাওয়ায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। চোখের সামনে বোনের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে হতভম্ব হয়ে যান ওই যুবতীর দাদা। খবর পেয়ে নলহাটি থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়। পুলিশ ট্র্যাক্টরটি আটক করেছে।

চোখের সামনে বোনের এমন মর্মান্তিক পরিণতি দেখে বাকশক্তি হারিয়েছেন রীতার দাদা। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না বোন আর নেই। ভাইফোঁটার দিনে এমন দুর্ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অফিস টাইমে বেপরোয়া লরি এবং ট্র্যাক্টর চলাচলের বিরোধিতা করেন এলাকাবাসী।

অ্যাপোলো বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে শলাপরামর্শ

Apollo HOSPITALS

নিউরোলজি ক্লিনিক

ডাঃ জয় ভার্গিজ

এমবিবিএস, এমএস, এমসিএইচ, এফএমভিএস, এফএসএস, এফআইএনআর, জ্যুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়, নিউরো ও স্পাইন সার্জারি বিভাগ, নিউরো ইন্টারভেনশন-এর চিফ কোঅর্ডিনেটর-সিনিয়র কনসালটান্ট নিউরোসার্জন

মৃগী রোগের আক্রমণ, খিঁচুনি, ব্রেন টিউমার, লাম্বার, শিরদাঁড়ার টিউমার, সেরিব্রাল স্ট্রোক, পিঠের ব্যথা, ঘাড়ের ব্যথা, মুখমণ্ডলের ব্যথা, আড়ষ্ট পিঠ ও অন্যান্য নিউরোলজি সমস্যার জন্য পরামর্শ।

তারিখ	স্থান
রবিবার ১৯শে নভেম্বর ২০২৩	অ্যাপোলো হসপিটালস ইনফরমেশন সেন্টার (চেন্নাই) মেসার্স অর্ঘ্য মেডিকেল হল শিল্পসমিতি পাড়া, ওয়ার্ড নং ২৪, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১০১

অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন :
94344 10836 / 73307 67605

ভাইদের পাতে স্পেশাল চন্দ্রযান মিষ্টি

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১৫ নভেম্বর : ইসরোর সফল চন্দ্রাভিযানের দৌলতে এখন হাতের মুঠোয় চাঁদকে পেয়ে গিয়েছে ভারত। বিশ্বের সব দেশকে তাক লাগিয়ে দেওয়া ভারতের এই সাফল্যের ছোঁয়া ভাইফোঁটার মিষ্টিতে থাকবে না তা কী করে হয়! পূর্ব বর্ধমানের কালনার এক মিষ্টান্ন কারিগর চন্দ্রযানের সাফল্যকে তুলে ধরতে তৈরি করে ফেলেছেন চন্দ্রযান স্পেশাল মিষ্টি, যা কেনার জন্য বুধবার সকাল থেকে বোনেরা ভিড় জমান ওই মিষ্টির দোকানে। এমন অভিনব মিষ্টি খেয়ে অভিভূত ভাইরাও।

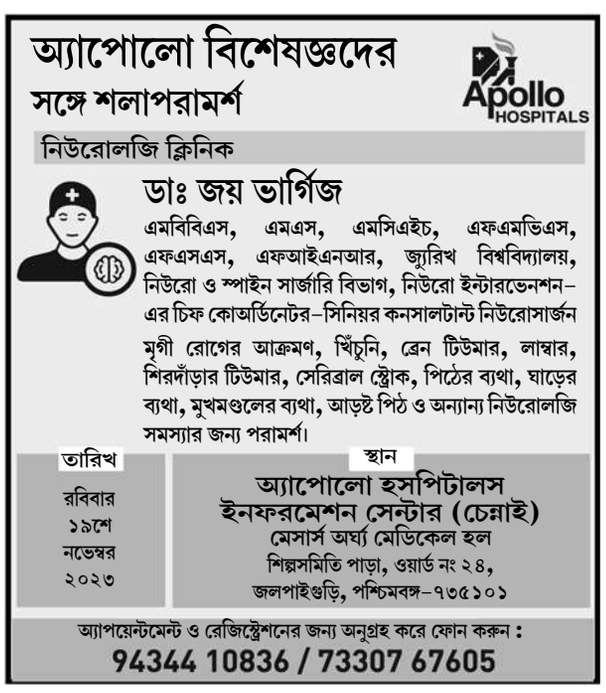

কালনা শহরের ছোট দেউড়ি বাজারে রয়েছে প্রসিদ্ধ একটি মিষ্টির দোকান। সেই মিষ্টির দোকানের মালিক অনির্বাণ দাস বিভিন্ন উৎসবে কারিগরদের দিয়ে নানা ধরনের নজরকাড়া মিষ্টি তৈরি করিয়ে থাকেন। পাশাপাশি দেশ কোনও ক্ষেত্রে সাফল্য পেলে সেই বিষয়টিও মিষ্টান্নে তুলে ধরতে সবসময় তিনি মুখিয়ে থাকেন। সেই পথ ধরেই দেশের চন্দ্রাভিযানের সাফল্যকে তুলে ধরে তিনি এবছরের ভাইফোঁটার স্পেশাল মিষ্টি তৈরি করিয়ে ফেলেছেন। মিষ্টিটি এবছর ভাইফোঁটার বাজারে দারুণ সাড়া ফেলেছে।

চন্দ্রযান স্পেশাল মিষ্টি। ভাইফোঁটায় কালনার একটি দোকানে।

মিষ্টির দাম যাতে সকলের নাগালের মধ্যে থাকে সেই দিকটিও মাথায় রাখতে ভোলেননি অনির্বাণবাবু। চন্দ্রযান স্পেশাল এক পিস মিষ্টির দাম রেখেছেন ৫০ টাকা। এই বিশেষ মিষ্টিটি ক্ষীর, সন্দেশ, কাজু, পেস্তা ও এলাচ সহযোগে তৈরি করা হয়েছে।

অনির্বাণের কথায়, 'আমার দেশ গর্বের কোনও কাজ করলে তাতে আমিও গর্বিত হই। দেশের চন্দ্রাভিযানের সেই সাফল্যকে মিষ্টির মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে ভাইফোঁটার বিশেষ দিনটিকে বেছে নিয়েছি।'

ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে অনির্বাণবাবু প্রায় ৪০ রকমের মিষ্টি তৈরি করেছেন। এর মধ্যে চন্দ্রযান স্পেশাল মিষ্টির চাহিদা সব থেকে বেশি। কালনা লাগোয়া নদিয়া ও হুগলি জেলার খরিদ্দাররাও তাঁর দোকান থেকে এই বিশেষ মিষ্টি কিনে নিয়ে গিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা আরফাত হোসেন আমিন - কে 24.09.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 43A 46726 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার পর আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। মাত্র স্বল্প কিছু টাকা খরচ করে সাধারণ মানুষকে কোটিপতি বানানোর জন্য ডিয়ার লটারির কোন বিকল্প নেই। এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কার এর অর্থ আমাকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করবে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার ও তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দিতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

ভোটের কাজে তেল, পাম্পের বকেয়া সাড়ে ১৮ কোটি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : প্রশাসনের কথামতো গাড়িতে তেল ভরে দিয়ে এখন বিপাকে পড়েছেন উত্তরবঙ্গের পেট্রোল পাম্পের মালিকরা। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় সরকারি গাড়িগুলি বিভিন্ন জেলার পেট্রোল পাম্প থেকে কোটি কোটি টাকার তেল ভরিয়েছে। কিন্তু ভোটের পর প্রায় ৬ মাস কেটে গিয়েছে। এখনও সেই তেলের দাম পাননি পাম্প মালিকরা। সেই বকেয়ার অঙ্কটা আঁতকে ওঠার মতোই। ১৮ কোটি ৪৪ লক্ষ।

আদালতের নির্দেশে গত পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তদারকিতে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা যে গাড়িগুলি ব্যবহার করেছেন, সেগুলির জন্য উত্তরবঙ্গে সমস্ত জেলার পুলিশ বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প থেকে কোটি কোটি টাকার তেল নিয়েছে। তবে শুধু পুলিশই নয়, নির্বাচনে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজকর্ম করার জন্য জেলা শাসক ও বিডিওর দপ্তরগুলিও একইভাবে পাম্পগুলি থেকে কোটি কোটি টাকার তেল বাকিতে নিয়েছে। অথচ পুলিশ বা প্রশাসন আজ পর্যন্ত পাম্পগুলিকে এক পয়সাও দেয়নি। এতে মহাবিপদে পড়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প।

বিষয়টি নিয়ে নর্থবেঙ্গল পেট্রোল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে পদক্ষেপ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রতিটি জেলার পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে টাকা বকেয়া থাকার বিষয়টি জানানো হয়েছে সংগঠনের তরফে। কিন্তু তাঁরা কবে সেই টাকা পাবেন, সে বিষয়ে পুলিশ বা প্রশাসন কেউই এখন পর্যন্ত স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারেনি।

আবার সামনেই তো লোকসভা নির্বাচন। তখন তো আবার ভোটের কাজে গাড়ি লাগবে। তেল লাগবে। এখন থেকেই তাই সিঁদুরে মেঘে ভয় পেতে শুরু করেছেন পাম্প মালিকরা। তবে এবার সংগঠনের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের বকেয়া পরিশোধ না করলে কোনওভাবেই লোকসভা নির্বাচনে তেল বাকিতে দেবেন না।

নর্থবেঙ্গল পেট্রোল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিকাশ আগরওয়াল বলেন, 'মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত ৮টা জেলা নিয়ে আমাদের এই সংগঠন। যা পরিস্থিতি, তাতে অবিলম্বে পুলিশ ও প্রশাসন পেট্রোলের বিল না মেটালে একাধিক পাম্পকে পথে বসতে হবে।

মাথায় হাত

- উত্তরবঙ্গের ৮ জেলাতেই মোটা টাকা বকেয়া
- পুলিশ জানিয়েছে, টাকা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার
- সেই বিল পাঠানো হয়েছে জেলা শাসকের কাছে
- জেলা শাসকরা বলছেন, ফান্ড নেই
- আসলের পাশাপাশি সুদের অঙ্ক কষে মাথায় হাত পাম্প মালিকদের

বিষয়টি নিয়ে আমরা খুবই টেনশনে রয়েছি।' সংগঠনের তরফে আগামী সপ্তাহে এব্যাপারে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। তাঁদের সাফ কথা, অবিলম্বে বিল না মেটালে আন্দোলনে নামা ছাড়া আমাদের কাছে অন্য কোনও পথ নেই।

ওই সংগঠনের সূত্রেই জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য পুলিশের তরফে যে তেল নেওয়া হয়েছে সেই বাবদ আলিপুরদুয়ার জেলায় ৭৫ লাখ, কোচবিহার জেলায় দেড় কোটি, জলপাইগুড়ি জেলায় ৫৯ লাখ, কালিম্পং জেলায় ৫০ লাখ, দার্জিলিং জেলায় ১ কোটি, উত্তর দিনাজপুর জেলায় ১ কোটি, ইসলামপুরে ১ কোটি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১ কোটি ও মালদা জেলায় ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে। অর্থাৎ এই ৮ জেলায় তেল বাবদ পুলিশের কাছে সবমিলিয়ে মোট বকেয়া রয়েছে ৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা।

এর পাশাপাশি আবার প্রশাসনের অন্যান্য অফিসের বকেয়াও রয়েছে। জেলা শাসকের অফিস ও বিডিও অফিসগুলির তরফেও নির্বাচনের জন্য পেট্রোল পাম্পগুলির কাছ থেকে মোট ৯.২৫ কোটি টাকার তেল বাকিতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, এই পাঁচ জেলার প্রতিটিতে ১.২৫ কোটি টাকা করে বকেয়া রয়েছে। এছাড়া আলিপুরদুয়ার জেলার ১ কোটি, কালিম্পং জেলার ৫০ লাখ ও মালদা জেলার দেড় কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।

নর্থবেঙ্গল পেট্রোল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের কোচবিহার জেলার জোনাল সভাপতি দীপঙ্কর বণিক বলেন, 'পুলিশকে বিলটা দেওয়ার সময় কোচবিহার জেলার পুলিশ সুপার বলছেন এই টাকা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই বিল তাঁরা জেলা শাসকের কাছে পাঠিয়েছেন। কেন্দ্র থেকে সেই টাকা এলে তারপর তারা আমাদের দেবে।'

এই বিল পরিশোধের বিষয়টি নিয়ে জানতে কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

এদিকে পাম্প মালিকদের বক্তব্য, যে পরিমাণ টাকা বকেয়া রয়েছে, তার সুদের অঙ্কটাই তো বিশাল। সুদ আর আসল মিলিয়ে তাঁদের লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান হচ্ছে। এমনকি এত বড় অঙ্কের বিল না মেটানোয় বেশ কয়েকটি পাম্প এখন ধুঁকছে। যে কোনও সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী পালনে সাংসদ

খড়িবাড়ি, ১৫ নভেম্বর : সমাজসংস্কারক তথা মুন্ডা বিদ্রোহের বীর নেতা বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী পালন করল খড়িবাড়ি ব্লক আদিবাসী উন্নয়ন কমিটি। বুধবার খড়িবাড়ির ডুমুরিয়া এলাকায় বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ, খড়িবাড়ি ব্লক আদিবাসী উন্নয়ন কমিটির সভাপতি হান্দ্রু ওরাওঁ সহ অন্যরা।

আয়োজক কমিটির তরফে এদিন বীর বিরসা মুন্ডার জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনার সভা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সাংসদ রাজু বিস্ট বলেন, 'আমাদের দায়িত্ব শুধু ফুল দেওয়া নয়, আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের জন্য বীর বিরসার দেখানো পথ অবলম্বন করতে হবে।' আদিবাসী অধ্যুষিত খড়িবাড়ি ব্লকের কোথাও বীর বিরসার মূর্তি না থাকায় তিনি হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি এলাকায় বিরসা মুন্ডার একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন।

সারনার স্বীকৃতি চেয়ে বিক্ষোভ ও গণ অবস্থান

চাকুলিয়া, ১৫ নভেম্বর : সারনা ধর্ম'র সংবিধানে স্বীকৃতির দাবিতে বিক্ষোভ ও গণ অবস্থান করলেন সেঙ্গেল অভিযানের সদস্যরা। বুধবার চাকুলিয়া থানার সামনে এগারোটা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত তাঁদের এই কর্মসূচি চলে। এদিনের অনুষ্ঠানে ইসলামপুর মহকুমার সেঙ্গেল অভিযানের সভাপতি বাবুরাম কিসকু ও চাকুলিয়া ব্লক সভাপতি মনোজ মুর্মু সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি বাবুরাম কিসকু বলেন, সারনা ধর্ম পালনকারীদের প্রকৃতির উপাসক বলা হয়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ এ ধর্মের উপর আজও বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, এ ধর্মকে এখন পর্যন্ত সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। বারবার আন্দোলন করার পরেও কেন্দ্র সরকারের কোনও টনক নড়ছে না।

তাঁর কথায়, আমাদের সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি সালখান মুর্মুর নির্দেশে ভারতের সাত রাজ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন থানার পাশাপাশি চাকুলিয়া থানায় এই কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিষয়টি অবহিত করতে চাইছি। যাতে প্রধানমন্ত্রী অবিলম্বে সাংবিধানিক অধিকার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

ছটের সামগ্রী বিতরণ

খড়িবাড়ি, ১৫ নভেম্বর : ছটপুজো উপলক্ষ্যে বুধবার খড়িবাড়ি ছটপুজো কমিটির উদ্যোগে দুঃস্থ ছটব্রতীদের মধ্যে নতুন জামাকাপড় ও ছটপুজোর সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এদিন দুপুরে খড়িবাড়ি বাজারে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এলাকার ২০০ জনের হাতে এই জিনিসগুলি তুলে দেওয়া হয়।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, খড়িবাড়ি থানার ওসি সুদীপ বিশ্বাস, খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ, কমিটির সভাপতি অবধেশ জয়সওয়াল, সম্পাদক ভরত জয়সওয়াল প্রমুখ ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ভরত বলেন, 'ছটব্রতীদের সুবিধার্থে খড়িবাড়ি গুরুদয়ালজোত ছটঘাট সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া কমিটির তরফে খড়িবাড়ি কদমতলা মোড় থেকে ছটঘাট পর্যন্ত আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

ধান কাটতে হল বেলা...। বুধবার মালবাজারে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে। ছবি : অ্যানি মিত্র

ধৃত মা-ছেলের পাকিস্তানি যোগ

কার্তিক দাস

নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ধৃত মা ও ছেলে। বুধবার।–সংবাদচিত্র

খড়িবাড়ি, ১৫ নভেম্বর : ভারত–নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে পাকিস্তানের বাসিন্দা মা ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃত মহিলার নাম শায়েস্তা হানিফ। তার বয়স ৬৩ বছর। তার ছেলে বছর বারোর মহম্মদ আরিয়ান। তারা পাকিস্তানের করাচির বাসিন্দা। নেপালের কাঁকরিভিটা থেকে হেঁটে মেচি সেতু দিয়ে ভারতের পানিট্যাঙ্কিতে প্রবেশের সময় বুধবার সীমান্তে মোতায়েন জওয়ানরা তাদের আটক করেন।

তাদের তল্লাশি চালিয়ে পাকিস্তানের পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়। তাদের কাছে ভারতে প্রবেশের কোনও ভিসা ছিল না। জিজ্ঞাসাবাদের পর এদিন সন্ধ্যায় মা ও ছেলেকে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, শায়েস্তা আদতে অসমের শিলচরের মেয়ে। করাচির বাসিন্দা মহম্মদ হানিফের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু হানিফ বিয়ের কিছুদিন পর কাজের জন্য সৌদি আরবের জেড্ডায় চলে যায়। কয়েকদিন ধরে পারিবারিক সমস্যার জন্য শায়েস্তা ভারতে নিজের পরিবারে ফিরতে চাইছিলেন।

পাকিস্তান থেকে নেপালে বৈধভাবে এলেও ভারতে প্রবেশের জন্য কোনও অনুমতি ছিল না। গোয়েন্দারাও ধৃতদের জেরা করছে। ওই মহিলার জবানবন্দি আদৌ সত্যি কি না বা কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এদেশে ঢুকতে চাইছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও গোয়েন্দারা।

খড়িবাড়ি থানার ওসি সুদীপ বিশ্বাস জানান, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে দুই পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের সাতদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করবে বলে তিনি জানান।

অনুপ্রবেশের চেষ্টা

- পাকিস্তানি পাসপোর্ট থাকলেও ওই মহিলা অসমের শিলচরের মেয়ে
- করাচির এক বাসিন্দার সঙ্গে তার বিয়ে হয়
- কিন্তু ওই ব্যক্তি বিয়ের কিছুদিন পর কাজের জন্য সৌদি আরবের জেড্ডায় চলে যায়
- পারিবারিক সমস্যার জন্য মহিলা ভারতে নিজের পরিবারে ফিরতে চাইছিলেন
- পাকিস্তান থেকে নেপালে বৈধভাবে এলেও ভারতে আসার ভিসা ছিল না

শ্রিংলাকে ঘুরিয়ে কটাক্ষ বিজেপি সাংসদের

ফ্লেক্স লাগালেই কেউ সাংসদ হবেন না : বিস্ট

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ নভেম্বর : সামনেই লোকসভা নির্বাচন। দার্জিলিং আসনে বিজেপির প্রার্থী হতে পারেন হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, এমন কথা দলের অন্দরে আগেই শোনা গিয়েছিল। বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি ফাঁদেওয়া ব্লকের বিধাননগর এবং ঘোষপুকুর মোড়ে তাঁর ছবি সহ অরাজনৈতিক ফ্লেক্সও দেখা গিয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় হাঁসখোয়াতে একটি অনুষ্ঠানে এসে দার্জিলিংয়ের সাংসদ তথা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র রাজু বিস্ট অন্য দাবি করে গেলেন।

২০২৪–এর লোকসভা নির্বাচনে তাঁর প্রার্থী হওয়া নিয়ে রাজু বিস্টের মন্তব্য, 'পোস্টার লাগিয়ে দিলেই কেউ সাংসদ হয়ে যাবেন, এমন ভুল ধারণায় কারও থাকা উচিত নয় বলে আমার মনে হয়।' তাঁর কথায়, 'আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, আমি গত পাঁচ বছর এখানকার মানুষের সঙ্গে থেকে তাঁদের কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এই চেষ্টা আমি লাগাতার করব। সাধারণ মানুষ সবসময় আমাকে পাশে পাবেন।'

দলের অন্দরে কিছুদিন আগে পর্যন্তও মণিপুরে রাজু বিস্টকে প্রার্থী করা হতে পারে এমন কানাঘুষো চলছিল। মণিপুরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতেই সেই বিষয়ে আলোচনায় দলের মধ্যে ভাটা পড়ে। সেই সময় থেকেই হর্ষবর্ধন শ্রিংলাকে বিজেপি দার্জিলিং লোকসভা আসনে প্রার্থী করতে পারে বলে খবর ছড়িয়েছিল। হর্ষবর্ধন শ্রিংলা দেশের প্রাক্তন বিদেশসচিব, আমেরিকায় ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। খুব সম্প্রতি তিনি জি২০ সামিটের চিফ কোঅর্ডিনেটরের ভূমিকাও পালন করেছেন।

সম্প্রতি পাহাড়ের কৃতী সন্তানকে রাজভবনে কলাক্রান্তি গভর্নর এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করেন বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ইউনাইটেড স্টেটস ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ফোরামের সদস্যদের উপস্থিতিতে হর্ষবর্ধন শ্রিংলা পুরস্কারটি দার্জিলিংয়ের জনগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন। তবে, কে হবেন প্রার্থী সেই জল্পনাকে খানিকটা জিইয়ে রেখে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট যা বললেন তাতে ধোঁয়াশা আরও বাড়ল।

হাঁসখোয়ার চার্চ মোড়ে বিরসা জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে রাজু বিস্ট। বুধবার।

> আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, আমি গত পাঁচ বছর এখানকার মানুষের সঙ্গে থেকে তাঁদের কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এই চেষ্টা আমি লাগাতার করব। সাধারণ মানুষ সবসময় আমাকে পাশে পাবেন।
>
> – রাজু বিস্ট
> *দার্জিলিংয়ের সাংসদ*

অজ্ঞাতপরিচয়ের দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : বুধবার ফুলবাড়ি–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামরাঙ্গাগুড়ি এলাকায় একটি অজ্ঞাতপরিচয় দেহ উদ্ধার হল। এদিন বিকেলে রেললাইনের ধারে দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে এলাকায় আসে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ এবং নিউ জলপাইগুড়ির রেলপুলিশ। এরপর দেহটিকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ

খড়ে আগুন

গোয়ালপোখর, ১৫ নভেম্বর : খড়ের গাদায় আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার গোয়ালপোখর থানার মহম্মদপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে গোয়ালপোখর থেকে দমকলবাহিনীর একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তাদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছানোর আগেই খড়ের গাদাটি পুড়ে ছাই হয়ে যায় বলে অভিযোগ। আগুন লাগার কারণ কেউ জানাতে পারেনি। গোয়ালপোখর থানার পুলিশ জানিয়েছে, আগুন লাগার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ছটের গম বিলি

চোপড়া, ১৫ নভেম্বর : চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ছটপুজো উপলক্ষ্যে গম বিলি করা হল বুধবার। পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান জানান, এলাকায় এবার অন্তত ৩০০ পরিবারে গম দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এলাকার নৈনিতাল কলোনি, রবীন্দ্রনগর কলোনি, বাজারগছ সহ মোট চারটি এলাকায় ঘাট সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

গঙ্গারাম চা বাগানে হাতির পাল। বুধবার।–সংবাদচিত্র

তাড়া খেয়ে গাড়িতে ধাক্কা, মৃত্যু বাইসনের

সোনাপুর, ১৫ নভেম্বর : সাতসকালে লোকালয়ে জোড়া বাইসনের হানা। বুধবার কুয়াশামাখা সকালে আলিপুরদুয়ার–১ ব্লকের তপসিখাতা এলাকায় হুলুস্থুলু। বাইসনের হানায় এদিন এলাকাবাসীর বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি ঠিকই, তবে প্রাণ খোয়াতে হয়েছে একটিকে। আরেকটি বাইসন অবশ্য স্থানীয়দের তাড়া খেয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

প্রথমে বাইসন দুটির দৌড়াদৌড়ি। পরে আবার একটি বাইসনের মৃত্যু। এই ঘটনা নিয়ে এদিন চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে আলিপুরদুয়ার–কোচবিহার জেলার সীমানা সংলগ্ন এলাকায়। শেষপর্যন্ত ওই বাইসনের দেহ মেলে প্রতিবেশী কোচবিহার জেলার দলদলি গ্রামে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এদিন যখন গ্রামবাসী তাড়া খেয়ে সেটি দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়াচ্ছিল, তখন একটি দুর্ঘটনা ঘটে। পালাতে গিয়ে সেই বাইসন একটি চলন্ত গাড়িতে জোর ধাক্কা মারে।

তার জেরে, সেই দুর্ঘটনার 'শকেই' হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হয়ে সেই বাইসনের মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যদিও সেটির মৃত্যুর কারণ নিয়ে এখনই কোনও স্পষ্ট মন্তব্য করতে চাননি বনকর্তারা। ময়নাতদন্তের পরই মুখ খুলবেন তাঁরা। আপাতত বাইসনটির দেহ উদ্ধার করে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে নিয়ে আসা হয়েছে। এবিষয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও সন্দীপকুমার বেরওয়াল বলেন, 'বাইসনটির ময়নাতদন্ত করা হবে। তারপরই মৃত্যুর কারণ বলা যাবে।'

গঙ্গারামের লামটি জঙ্গলে হাতির পাল

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৫ নভেম্বর : হাতিরা বর্তমানে নতুন আস্তানায় ঘাঁটি গাড়ছে। বুধবার ভোরে বাগডোগরার অদূরে গঙ্গারাম চা বাগানের পাশে সেনাছাউনির পিছনে লামটি জঙ্গলে ১১টি হাতির দল ঘাঁটি গেড়েছে। বন দপ্তরের তরফে হাতির পালের প্রতি নজর রাখা হচ্ছে। কার্সিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার প্রমিত লালের বক্তব্য, 'বুধবার রাতে হাতিগুলিকে লামটি জঙ্গল থেকে উত্তমচাঁদের ছাট জঙ্গলে ফেরানোর ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। কারণ এদিন এলাকায় বিরসা মুন্ডার জন্মদিন পালন উপলক্ষ্যে প্রচুর মানুষ যাতায়াত করছেন। সেজন্য আমরা আজ রাতে হাতিগুলিকে ওখানেই রাখার চেষ্টা করছি। বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি দেখে ব্যবস্থা নেব।'

টুকুরিয়া রেঞ্জের উত্তমচাঁদের ছাট জঙ্গল থেকে ১১টি হাতির দল রাতভর গ্রামে ঘুরে বুধবার সাড়ে চারটে নাগাদ গঙ্গারাম চা বাগানের মধ্যে দিয়ে সেনাছাউনির পিছনে লামটি জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। এরপরেই চা বাগানের শ্রমিকরা দলে দলে হাতি দেখতে সেখানে ভিড় করেন। গঙ্গারাম চা বাগানের শ্রমিক সঞ্জয় সবারের বক্তব্য, 'হাতির দল এখানে আসার পর থেকেই আমরা হাতি দেখতে চলে এসেছি।'

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ঐরাবতের কোঅর্ডিনেটর অভিযান সাহার বক্তব্য, 'হাতিরা বর্তমানে নিত্যনতুন করিডর এবং ঘাঁটির জায়গা বেছে নিচ্ছে। গত বছরও এই লামটি জঙ্গলে এসে হাতিরা এসে ঘাঁটি গেড়েছিল। একটি হাতি শাবকের জন্মও দিয়েছিল।' তাঁর কথায়, এখান থেকে হালাল, বানুরছাট, তারাবাড়ি, চৌপুকুরিয়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমিতে হানা দেওয়া সহজ হবে বলে এই জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়েছে। এছাড়া এখান থেকে জাতীয় সড়ক পার হয়ে ফাঁসিদেওয়া ব্লক এলাকায় গেলেও বিঘার পর বিঘা ধানের খেত। সেখানে গেলে হাতিদের নিয়ন্ত্রণ করতে বন দপ্তরকে হিমসিম খেতে হবে।

এদিকে বন দপ্তরের তরফে মাইকিং করে গ্রাম ও চা বাগান এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে। হাতিকে বিরক্ত না করার পাশে সেগুলির চলার পথে কোনও বাধা তৈরি না করার জন্যও আবেদন জানাচ্ছেন বনকর্মীরা।

দুর্ঘটনায় আহত

চোপড়া, ১৫ নভেম্বর : বুধবার চোপড়া থানার তিন মাইল এলাকায় জাতীয় সড়কে গ্যাসের ট্যাংকারের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন এক সাইকেল আরোহী বৃদ্ধ। পরবর্তীতে তাঁকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাস্তার পাথর থেকে পা বাঁচাতে ভরসা বুট

মহম্মদ হাসিম

সাতভাইয়ায় এক বছরেও শেষ হয়নি কাজ

নকশালবাড়ির সাতভাইয়ার রাস্তায় ছড়িয়ে রয়েছে পাথর।–সংবাদচিত্র

নকশালবাড়ি, ১৫ নভেম্বর : রাস্তা সংস্কার করার জন্য পাথর ফেলা হয়েছিল। সাধারণ রেললাইনে যেমন আকারের পাথর ফেলা হয়, তেমনই আকারের পাথর। কিন্তু তারপর রাস্তার কাজ আর এগোয়নি। ফলে রাস্তাজুড়ে পড়ে থাকা পাথর এখন আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নকশালবাড়ির সাতভাইয়ায়। এমনই অবস্থা যে পাথর থেকে বাঁচতে বাসিন্দাদের এখন শক্তপোক্ত জুতো পরে বের হতে হচ্ছে। তাই এমন জুতোর চাহিদা এখন তুঙ্গে সাতভাইয়া, বাদলবস্তি, বুধকরণজোত এলাকার বাসিন্দাদের।

এসজেডিএ'র টাকায় এই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল। অভিযোগ, এক বছর হতে চললেও রাস্তার কাজ শেষ হয়নি। যা নিয়ে বাসিন্দারা প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। দ্রুত রাস্তায় পিচের প্রলেপ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে ভোলা বস্তি পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিমি রাস্তাটি গত এক বছর ধরে বেহাল। এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, গোটা রাস্তা কাটা পাথরে ভরে গিয়েছে। বাধ্য হয়ে তার ওপর দিয়েই যাতায়াত করতে গিয়ে আহত হচ্ছেন অনেকে। স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় পণ্ডিতের অভিযোগ, গত বছর ধরে রাস্তায় কালো পাথর বিছানোর পরেও পিচ হচ্ছে না। সাধারণ জুতো পরে বাইরে যাওয়া যায় না। তাঁর কথায়, 'বুট পরে বাইরে বেরোতে হচ্ছে। আমার আইসক্রিমের ঠ্যালাগাড়ি রয়েছে। রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে গাড়ির চাকা বেঁকে যাচ্ছে। রাস্তার জন্য পুরো ব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

সুশান্ত গোস্বামীও জানান, সাধারণ জুতো পরে হাঁটলেই পাথরে জুতো ঘষে ছিঁড়ে যাচ্ছে। তাই এলাকায় সকলেই বুট পরে হাঁটাচলা করছেন। আরেক বাসিন্দা গোপাল আগরওয়াল জানান, 'রাস্তার পিচের প্রলেপ দেওয়ার কাজ কেন আটকে রয়েছে, আমরা বুঝতে পারছি না। কিন্তু রাস্তার এমন দশায় সবাই সমস্যায় পড়ছে। এসজেডিএ যে এতটা ঢিলেমি করবে, আমরা কেউই আশা করতে পারিনি। কাজের ঠিকাদার পুজোর আগে বাড়ি গিয়ে ফেরেননি।'

সাতভাইয়া এলাকায় রাস্তার পাশেই এসজেডিএ'র বোর্ড লাগানো হয়েছে। যেখানে পরিষ্কার লেখা রয়েছে, এক কোটি টাকা খরচ করে গত ২১ নভেম্বর রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল। চলতি বছরের ৩১ জুলাই কাজ শেষ হবে। কিন্তু তা হয়নি।

দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার রতন সরকারের দাবি, 'রাস্তার জন্য স্টোন চিপস আনতে দেরি হয়েছিল। এই পাথর একমাত্র ঝাড়খণ্ডে পাওয়া যায়। সেখান থেকে পাথর আসতে দেরি হয়েছে। তাই রাস্তার কাজ সময়মতো করা যায়নি। ছটপুজো পেরোলেই রাস্তায় পিচের প্রলেপ পড়বে।'

এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী জানান, সাতভাইয়ার ওই রাস্তায় নিকাশিনালা এবং কালভার্ট নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কোনও এক ব্যক্তি সেই কাজে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাই কাজটি আটকে রয়েছে। সরকারিভাবে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।

উদ্ধার হওয়া হাতির দাঁতের অংশ।

হাতির দাঁতের টুকরো উদ্ধার পানিট্যাঙ্কিতে

খড়িবাড়ি, ১৫ নভেম্বর : নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে হাতির দাঁতের ভাঙা টুকরো উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। উদ্ধার হওয়া হাতির দাঁতের টুকরোটি স্থানীয়রা বন দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছেন।

পানিট্যাঙ্কির উত্তর রামধনজোত এলাকার বাসিন্দারা জানান, সোমবার এই এলাকার কয়েকজন মহিলা টুকরিয়া বনাঞ্চলে ছাগল চরাতে যান। সেই সময় দীপিকা বর্মন নামে এক মহিলা জঙ্গলে পায়ে হোঁচট খেতেই হাতির দাঁতের ভাঙা অংশটি দেখতে পান। বাড়িতে নিয়ে এলে পরিবারের সদস্যরা সেটি চিনতে পারেন। বুধবার খবর চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও টুকরিয়ার বিট অফিসার বিদেশ বিশ্বকর্মা সহ অন্যান্য বনকর্মী ঘটনাস্থলে পৌঁছান। জঙ্গলে হাতির দাঁতের টুকরো পাওয়ার জায়গাটিও বনকর্মীরা খুঁটিয়ে দেখেন। তবে জঙ্গলের মধ্যে হাতির দাঁতের ভাঙা অংশ কীভাবে এল, তা নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠেছে। যদিও টুকরিয়ার বিট অফিসার বিদেশ বিশ্বকর্মা বলেন, 'অনেক সময় হাতিরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে থাকে। ফলে সেই সময় কোনও হাতির দাঁত ভেঙে থাকতে পারে। তবে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

পাচারের আগে ৭৫টি গোরু উদ্ধার, ধৃত পাঁচ

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ নভেম্বর : অসমে পাচারের আগে ৭৫টি গোরু উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। বুধবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন মুরালিগঞ্জ এবং বিজলিমুনি চা বাগান এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুটি পৃথক অভিযান চালিয়ে সাফল্য মিলেছে। ঘটনায় বিজলিমুনিতে আটক করা দুটি চারচাকা পণ্যবাহী গাড়ি থেকে ৪০টি এবং মুরালিগঞ্জে আটক করা একটি লরি থেকে ৩৫টি গোরু উদ্ধার হয়েছে। পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নাবির আলি (২৫), আবদুল রসিদ (১৯), রফিজুল ইসলাম (৩৮), রামজান আলি (৩২) এবং মহম্মদ সাবিরুদ্দিন (৩১) সকলেই উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘির বাসিন্দা। কোনও ঘটনাতেই চালকদের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ নথি ছিল না। গোরুবোঝাই গাড়ি সহ চালকদের আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা উত্তর দিনাজপুর থেকে অসমে গোরু পাচারের কথা স্বীকার করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তারপরই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হওয়া গোরু খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে।

পাশাপাশি, পাচারে ব্যবহৃত গাড়িগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

গম বিলি

নকশালবাড়ি, ১৫ নভেম্বর : ছটপুজো উপলক্ষ্যে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে গম বিলি করা হল। বুধবার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বাসিন্দাদের গম দেওয়া হয়। এদিন ৩০ কুইন্টাল গম ৬৪৫ জনকে দেওয়া হয়। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান, আগামী দু'দিন এই গম বিলি চলবে। প্রতিবছর ছটপুজোয় গম প্রয়োজন পড়ে। র‍্যাশনে গম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে।

পুলিশ পরিচয়ে তোলাবাজি

গ্রেপ্তার সিভিক ভলান্টিয়ার সহ ৩

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় গাড়ি থামিয়ে তোলাবাজি করছিল কয়েকজন যুবক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় এনজেপি থানার পুলিশ। বেপরোয়া ওই যুবকরা পুলিশের সঙ্গেও একইভাবে অভব্যতা, গালিগালাজ এবং হেনস্তা করে বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনায় ফুলবাড়ির এক তৃণমূল নেতার ভাইপো, এক সিভিক ভলান্টিয়ারের স্বামী এবং এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

মঙ্গলবার রাতে ফুলবাড়ির সুপার মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় এমন ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে এনজেপি থানা থেকে আরও ফোর্স ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ দেখেই অভিযুক্তরা এলাকা থেকে পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ অভিযুক্তদের মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। বুধবার বিকেলে থানা থেকেই ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়া হয়েছে তিনজনকে।

ধৃতদের মধ্যে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে কর্মরত বলে জানা গিয়েছে। শিলিগুড়ির এডিসিপি সুভেন্দ্র কুমার ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

মঙ্গলবার রাত ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ পুলিশের কাছে খবর আসে ফুলবাড়ি সুপার মার্কেট এলাকায় কয়েকজন গাড়ি দাঁড় করিয়ে টাকা তুলছে। মূলত ছোট গাড়িগুলি ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করে। অভিযোগ, পুলিশ পরিচয় দিয়েই ওই যুবকরা গাড়ি দাঁড় করিয়ে টাকা তুলছিল। এক গাড়ির চালক বিষয়টি ফোন করে পুলিশকে জানায়। ফোন পেয়েই এনজেপি থানার টহলদারি ভ্যান ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ ভ্যান যাওয়ার পরেও অভিযুক্তরা এতটুকু সংযত হয়নি। বরং পুলিশের সঙ্গেও তারা খারাপ ব্যবহার শুরু করে দেয়। প্রথমে পুলিশের সঙ্গেও বচসা শুরু হয় তাদের। অভিযোগ, এরপর মত্ত অবস্থায় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে অভিযুক্তদের কয়েকজন। খবর পেয়ে থানা থেকে আরও পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এর পরেই এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে তুলে নিয়ে আসে।

অভিযুক্তদের থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানা যায় একজন সিভিক ভলান্টিয়ার পদে কর্মরত। একজনের স্ত্রী আবার সিভিক ভলান্টিয়ার এবং একজন স্থানীয় তৃণমূল নেতার ভাইপো। এই ঘটনার পর বিভিন্ন মহল থেকে চাপ আসতে শুরু করে পুলিশের ওপর। যদিও অভিযুক্তদের রাতে ছাড়েনি পুলিশ। বুধবার বিকেলে ব্যক্তিগত জামিনে থানা থেকে ছাড়া হয়েছে তিনজনকে।

অভিযুক্তদের পক্ষ থেকেও আত্মীয়রা এদিন থানায় গিয়েছিলেন। তাঁরাও এদিন সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

বিসর্জনের পর কাঠামো তোলার ব্যস্ততা। মহানন্দা ঘাটে। বুধবার তপন দাসের তোলা ছবি।

বিরসার মূর্তি প্রতিষ্ঠার আশ্বাস

নকশালবাড়ি, ১৫ নভেম্বর : আদিবাসীদের ভোটে জিতে আদিবাসী জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের কল্যাণের জন্য কোনও কাজ করেন না। এদিন মঞ্চে উঠে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের দার্জিলিং জেলার সভাপতি নিকোটিন মিঞ্জ এমনই অভিযোগ তোলেন। বুধবার দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। দার্জিলিং জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ, নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ প্রমুখ এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, বিভিন্ন সংগঠনের আদিবাসী নেতৃত্বও এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল।

অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্বলন জেলা শাসকের। নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে।

জেলা শাসক মঞ্চে উঠে রাজ্য সরকার আদিবাসীদের জন্য যে প্রকল্পগুলি তৈরি করেছে তার খতিয়ান তুলে ধরেন। এরপর সভাধিপতি অরুণ ঘোষ নকশালবাড়িতে দুটি জায়গায় বিরসা মুন্ডার মূর্তি তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দেন। অনুষ্ঠানের মাঝপথেই সভাধিপতি অরুণ ঘোষ এবং জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল মঞ্চ ছাড়েন। যদিও গাড়িতে ওঠার আগে জেলা শাসক সাংবাদিকদের জানান, আদিবাসী চা বাগান এলাকায় যে ৫ ডেসিমাল জমি দেওয়ার কথা রাজ্য সরকার দিয়েছিল, তা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। তাই পুনরায় সমীক্ষা শুরু করতে বলা হয়েছে। ত্রিহানা চা বাগানের বোনাস নিয়ে আগামী ২২ নভেম্বর মিটিং করে দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

এদিকে নিকোটিন বলেন, রাজ্য সরকার আদিবাসীদের জন্য যে প্রকল্পগুলি এনেছে অধিকাংশ আদিবাসীই তার সুযোগসুবিধাগুলি পাচ্ছেন না। এইজন্য দায়ী আদিবাসী জনপ্রতিনিধিরা। জনপ্রতিনিধিদের অনেকেই সরকারি কাজ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ফলে তাঁরা আদিবাসীদের ভোটে জিতেও আদিবাসীদের জন্য কোনও কাজ করতে পারেন না। তাঁদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভোটার তালিকার কাজ

চোপড়া, ১৫ নভেম্বর : ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে বুধবার চোপড়া ব্লকের একাধিক বুথে উৎসবের আমেজে ভোটার তালিকায় নতুন নাম তোলা ও সংশোধনের কাজ করা হল। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন এলাকার ১৭৫, ১৯২ ও ১৯৩ নম্বর বুথে প্রধানত নতুন ভোটারদের উৎসাহিত করতে বিশেষ এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। ওই তিন বুথে বিএলওদের পাশাপাশি ব্লকের কর্মীরা উৎসবের আমেজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে যথারীতি ভাইফোঁটা নিয়ে, মিষ্টি বিতরণ সহ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া রীতি পালন করেন। সাধারণ মানুষকে ভোটার তালিকায় নতুন নাম তোলা ও সংশোধনের ব্যাপারে সচেতন করার পাশাপাশি মহিলাদের ক্ষেত্রে তালিকায় নাম তোলার ব্যাপারে বেশি করে জোর দেওয়া হয়। বিডিও সমীর মণ্ডল বলেন, এই বিশেষ কর্মসূচিতে এদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পালনের সঙ্গে সচেতনতায় ব্যাপক সাড়া মিলেছে।

খড়ের গাদায় আগুন

ধূপগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : ফের খড়ের গাদায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল ধূপগুড়িতে। বুধবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি ব্লকের হরি মন্দির এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়দের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কীভাবে আগুন লাগল সেই সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। খবর পেয়ে দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। তবে দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। স্থানীয়দের কথায়, কীভাবে আগুন লেগেছিল তা জানা নেই।

ভাইবোনেদের জন্য বিশেষ মেনু, অফার

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : বুধবার বোনকে নিয়ে শহরের বিধান রোডে পৌঁছে গিয়েছিলেন রাজ সরকার। বলছিলেন, 'বোন অনেকদিন ধরে বায়না করছিল, তাই এদিন ওর পছন্দের রেস্তোরাঁয় খাওয়াতে নিয়ে এসেছি। ভিড় অনেকটাই রয়েছে। অপেক্ষা করছি, কখন জায়গা ফাঁকা হবে।'

এদিন শুধু রাজ কিংবা তাঁর বোন নন, অনেকেই ভিড় জমিয়েছিলেন শহরের রেস্তোরাঁগুলিতে। ভাইফোঁটা মানে ভাইবোনের স্পেশাল দিন। সকালে ফোঁটা দেওয়ার পর মিষ্টিমুখ, তারপর উপহার বিনিময় এইদিনের অঙ্গ। সবশেষে দুপুরে সবাই মিলে জমজমাট খাওয়াদাওয়া। আগে বাড়িতেই রান্না করে দাদা-ভাইকে খাওয়ানোর চল ছিল। এখন অবশ্য ভাইবোনের এই স্পেশাল দিনে দিদি-বোনরা হেঁশেলে ঢুকতে চান না। আর এই সুযোগকে লুফে নিয়েছে শহরের রেস্তোরাঁগুলি। ভাইফোঁটার স্পেশাল মেনুর সঙ্গে রয়েছে দারুণ সব অফার। কোথাও আবার বাঙালিয়ানা খাবারের সঙ্গে রাখা ছিল ভাইফোঁটার ডালা। জমিয়ে আড্ডা দেওয়ার সঙ্গে জমাটি খাওয়াদাওয়ার মধ্যে দিয়ে ভাইফোঁটা সারলেন শহরবাসী।

মঙ্গলবার ও বুধবার এই দু'দিনই ভাইদের কপালে বোনেরা ফোঁটা দিয়েছেন। দু'দিনই শহরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় বিশেষ এইদিন

> বোন অনেকদিন ধরে বায়না করছিল, তাই এদিন ওর পছন্দের রেস্তোরাঁয় খাওয়াতে নিয়ে এসেছি। ভিড় অনেকটাই রয়েছে। অপেক্ষা করছি, কখন জায়গা ফাঁকা হবে।
>
> –**রাজ সরকার**, *শহরবাসী*

উপলক্ষ্যে বিশেষ পদের আয়োজন করা হয়। অনেকেই ভাইকে, বোনকে ভাইফোঁটার ট্রিট দিতে পৌঁছে যান রেস্তোরাঁগুলিতে। শহরের এক রেস্তোরাঁয় খাবারের পাশাপাশি ভাইফোঁটার ডালা দেখে ভীষণ অবাক হয়ে শ্রেয়া পাল বলছিলেন, 'আমাদের বাঙালিদের কাছে ভাইফোঁটার আলাদাই তাৎপর্য রয়েছে। এই রেস্তোরাঁয় দেখলাম বাঙালিয়ানা খাবারের বাহার তো রয়েইছে। সেইসঙ্গে এত সুন্দর আয়োজন দেখে সত্যিই ভালো লাগছে। খাওয়ার সঙ্গে আরও একবার ভাইফোঁটাটা সেরে ফেললাম।'

জানা গিয়েছে, বেশিরভাগ রেস্তোরাঁতেই এই দু'দিন স্পেশাল থালির আয়োজন ছিল। ৫০০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন দামের এই থালিগুলি দেদারে বিকোচ্ছে। শহরের এক রেস্তোরাঁর মালিক রণজিৎ সাহার কথায়, 'আমরা ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে স্পেশাল পোলাও, মাটন রাজবাড়ি, চিংড়ি মালাইকারি সহ আরও কয়েকটি পদের আয়োজন করেছি। সাড়া ভালোই পাচ্ছি।'

একই কথা বললেন বিধান মার্কেট সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁর মালিক অতনু পাল। তাঁদের রেস্তোরাঁতেও মঙ্গলবার থেকে স্পেশাল মেনুর আয়োজন করা হয়েছিল। তাঁদের রেস্তোরাঁতেও ভিড় হয়েছিল বলে জানান তিনি। এককথায়, শহরের রেস্তোরাঁয় মনপসন্দ লাঞ্চ ও পছন্দের গিফট পেয়ে ভাইফোঁটার দিনটা ভালোই কাটল শহরের ভাইবোনদের।

কাঠ মিলের সামনে মজুত গাছের গুঁড়ি। ছবি : মনজুর আলম

১০টি কাঠ মিল বন্ধ রাখার নির্দেশ

চোপড়া, ১৫ নভেম্বর : বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই এলকায় দিব্যি চলত একাধিক কাঠ মিল। এ ব্যাপারে স্থানীয় বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ ছিলই। অবশেষে অভিযানে নেমে চোপড়া ব্লকের কয়েকটি কাঠ মিল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নির্দেশ দিল বন দপ্তর। এলাকার কাঠ মিল মালিকদের একাংশের কাছে প্রয়োজনীয় নথি দেখতে চেয়ে মঙ্গলবার বন দপ্তরের চোপড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে তাঁদের ডাকা হয়। বন দপ্তরের জেলা আধিকারিকের উপস্থিতিতে মিল মালিকদের নথি খতিয়ে দেখা হয়। এর মধ্যে একাংশ মিল মালিক বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁদের কাঠ মিল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে কমবেশি কাঠ মিল রয়েছে। স্থানীয় অনেকেরই অভিযোগ, নিয়মের তোয়াক্কা না করে অনেকেই ঘনবসতি এলাকায় মিল খুলে বসেছেন। দু'-একটি এলাকায় প্রতিবেশীরা জোরালো আপত্তি জানালেও কোনওভাবে কাজ আটকানো যায়নি বলে অভিযোগ। বৈধ মিল মালিকরাও এব্যাপারে সরব হন। এলাকায় অবৈধ মিল বাড়তে থাকায় প্রচুর হারে গাছ চুরি বেড়েছে। রাস্তার বিভিন্ন রুটের অধিকাংশ সরকারি গাছ অনেক আগেই চুরি গিয়েছে। এবার চা বাগানের ছায়াগাছ চুরি বাড়তে শুরু করেছে। অভিযোগ, বন দপ্তর সহ প্রশাসনের উদাসীনতায় এমনটা হচ্ছে।

গত অক্টোবরে বন দপ্তর থেকে ব্লকের বিভিন্ন কাঠ মিলগুলিতে অভিযান চালানো হয়। বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই বেশ কয়েকটি মিল মালিককে নোটিশ ধরানো হয়। বন দপ্তরের চোপড়া রেঞ্জ অফিস সূত্রে খবর, আপাতত এলাকার ১০টি কাঠ মিল বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পরেও যদি নির্দেশ অমান্য করে কেউ মিল চালু করেন তাহলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

ছয় পরিবারের ছটপুজো এবার পঞ্চাশ বছরে

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : বছর পঞ্চাশ আগের ঘটনা। সন্তোষীনগর এলাকায় বিহার থেকে আসা ছয়টি পরিবার মিলে এলাকার মহানন্দা নদীর চরে শুরু করেছিল ছটপুজো। রোশনাই তখন ছিল না। উঁচু উঁচু ইমারতও তখন নেই। পুজোর উদ্যোক্তারাও এখন আর বেঁচে নেই। তবে বংশপরম্পরায় এখনও তাঁদের পরিবার ছটপুজোকে ধরে রেখেছে। শুধু তাঁরাই নয়, সময়ের সঙ্গে সন্তোষীনগর, গঙ্গানগর ও নয়াবাজার এলাকায় জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গেই মা সন্তোষী ঘাটও হয়ে উঠেছে শহরের অন্যতম বড় ঘাট। এবারে সন্তোষীনগর ঘাটে আয়োজিত হতে চলা ছটপুজো এবারে পঞ্চাশ বর্ষে পা দিয়েছে। যাকে কেন্দ্র করে এবারে সন্তোষীনগরজুড়ে উৎসবের আবহ আরও কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে।

প্রথম থেকে এই পুজো জনসেবা সমিতির তরফে হলেও এখন ওই সমিতির সঙ্গে নব যুবক বৃন্দ ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে এই ছট উৎসব আয়োজিত হয়ে আসছে। পঞ্চাশ বছর

> আগে আমাদের নিজেদেরই ঘাট তৈরি হত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও এত হত না। এখন তো এসজেডিএ, পুরনিগম থেকেই ঘাট বানিয়ে দেওয়া হয়।
>
> –**প্রকাশ মাহাতো**, *স্থানীয় বাসিন্দা*

উপলক্ষ্যে ছটপুজোর দিনজুড়ে একাধিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। কমিটির সহ সভাপতি রাজেশকুমার রায় বলছিলেন, 'একসময়ে একশো ডালা দিয়ে পুজো হলেও এখন কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার ডালা এই ঘাটে চড়ানো হয়। পাটনা থেকে এবারে পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে বিশেষ সংগীতশিল্পীদের নিয়ে আসছি। এছাড়া ছটপুজোর দিন ঘাটে রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হবে।' সংগীত প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে রাজেশ বললেন, 'কিছুদিন আগে আমরা সংগীত প্রতিযোগিতার জন্য অডিশনও করেছি। সেখান থেকে পাঁচজনকে নির্বাচিত করা হয়েছে।'

ঘুরেফিরে আসছিল, সময়ের সঙ্গে ছটপুজোর জৌলুস বাড়তে থাকার কথাও। এলাকার বাসিন্দা বছর সত্তরের প্রকাশ মাহাতোর কথায়, 'আগে আমাদের নিজেদেরই ঘাট তৈরি হত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও এত হত না। এখন তো এসজেডিএ, পুরনিগম থেকেই ঘাট বানিয়ে দেওয়া হয়।'

নেপথ্যে আলাদা রাজ্যের প্রসঙ্গ

শক্তি প্রদর্শনে সভা গুরুংয়ের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : ফের পৃথক রাজ্যের দাবিতে শান। লোকসভা নির্বাচন কড়া নাড়ছে। আর সেইসঙ্গে আলাদা রাজ্যের দাবিদাররা সম্মিলিতভাবে নতুন করে আওয়াজ তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যার সলতে পাকানো শুরু হচ্ছে ১৮ নভেম্বর, কালিম্পং থেকে। সেদিন উত্তরবঙ্গের পৃথক রাজ্যের দাবিদাররা কালিম্পংয়ের ১০ মাইলে জমায়েত হচ্ছেন বলে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সূত্রে খবর। তবে জনসভার আয়োজক গোর্খা জনমুক্তি যুবমোর্চা হলেও, এই কর্মসূচিকে দলীয় সুপ্রিমো বিমল গুরুংয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়ার লড়াই হিসেবে দেখছে পাহাড়।

তবে মোর্চা নেতৃত্বের দাবি, নতুন করে তাদের শক্তির প্রমাণ দেওয়ার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। গুরুংপন্থী মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি বলেন, 'কেউ যদি ভাবে আমাদের শক্তি নেই, তবে তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। আমাদের শক্তি যে পাহাড় ও ডুয়ার্সে অটুট রয়েছে, তা কয়েকদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হবে।'

লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসতেই পাহাড়ে নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চাইছেন বিমল। লোকসভা

> কেউ যদি ভাবে আমাদের শক্তি নেই, তবে তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। আমাদের শক্তি যে পাহাড় ও ডুয়ার্সে অটুট রয়েছে, তা কয়েকদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হবে।
>
> –**রোশন গিরি**, *সাধারণ সম্পাদক, গুরুংপন্থী মোর্চা*

নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, পাহাড়ে দর কষাকষি ততই বাড়বে। সেদিকে নজর রেখে নিজের শক্তির প্রমাণ দিতে চাইছেন গুরুং। সেজন্য কালিম্পংয়ের ১০ মাইলে এই জনসভার আয়োজন বলে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলের ধারণা। মোর্চার একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের আগে শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাক্তন অনুগামীদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ রক্ষা করতে তৎপর হয়ে উঠেছেন গুরুং। ইতিমধ্যে কয়েকজন কাউন্সিলার ১০ মাইলের জনসভায় উপস্থিত থাকার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছেন। তবে নতুন করে কারা গুরুং শিবিরে নাম লেখাতে চাইছেন, কৌশলগত কারণে এখনই প্রকাশ্যে আনতে চাইছে না মোর্চা নেতৃত্ব। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির এক নেতা বলেন, 'তিনদিনের মধ্যে সমস্তটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

একসময় গোর্খাল্যান্ড দাবিকে সামনে রেখে পাহাড়ে নিজের উত্থান ঘটান গুরুং। কয়েকবছরের মধ্যে পাহাড়ের রাজনীতিতে সর্ব শক্তিমান হয়ে ওঠেন তিনি। ২০১৭ সালের আন্দোলনের জেরে পাহাড়ছাড়া হতে হলেও, তাঁর শক্তি যে অনেকটাই অটুট, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে। মূলত গুরুং বাহিনীর সমর্থনে দার্জিলিং কেন্দ্রে অনায়াসে জয়ী হয়ে প্রথমবার সংসদে পা রাখেন বিজেপির রাজু বিস্ট। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নিজের শক্তি ধরে রাখতে পারেননি গুরুং। বরং তাঁর শক্তিক্ষয় হয়েছে অনীত থাপার গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার উত্থানে। বর্তমানে প্রশাসনিক সমস্ত ক্ষমতাতেই রয়েছেন অনীতরা। কিন্তু পরের বছর লোকসভা নির্বাচন। ফলে ফের নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চাইছেন গুরুং। যদিও এবার আর সরাসরি গোর্খাল্যান্ডের দাবি তুলছেন না গুরুং। পরিবর্তে পৃথক রাজ্যের দাবিদারদের এক ছাতার তলায় এনে উত্তরবঙ্গের বড় অংশে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছেন তিনি। তাই আরও অনেকের সঙ্গে জোট গড়ে তুলেছে ইউনাইটেড ফ্রন্ট ফর সেপারেট স্টেট। এখন দেখার ১০ মাইলে পৃথক রাজ্যের কতজন দাবিদার উপস্থিত থাকেন। পুরোনো অনুগামীদের মধ্যে কতজন গুরুংয়ের হাত নতুন করে ধরেন, নজর রয়েছে সেদিকেও।

জামতাড়ার প্রতারণায় যুক্ত জটেশ্বরের সিম

জটেশ্বর, ১৫ নভেম্বর : কুখ্যাত জামতাড়া গ্যাংয়ের কথা কে না জানে! সাইবার প্রতারণার কথা উঠলে জামতাড়ার প্রসঙ্গ আসবেই। ঝাড়খণ্ডের সেই জামতাড়া আর জটেশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক কোথায়? সেই সম্পর্ক খুঁজতেই বুধবার আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরে হানা দিল ভিনরাজ্যের পুলিশ। জামতাড়া-জটেশ্বরের যোগের কথা উঠছে কেন? কারণ সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের পুলিশ একটি সাইবার প্রতারণার তদন্ত করতে গিয়ে দেখে, সেই ঘটনায় যে তিনটি সিম ব্যবহার করা হয়েছে, তিনটিই জটেশ্বরের তিন বাসিন্দার নামে ইস্যু করা হয়েছে। তাই তদন্ত করতে তারা জটেশ্বরে আসে। এখানে আসার পর রহস্য কমার বদলে বেড়ে যায়। দেখা যায়, যে তিনজনের নামে ওই তিনটি সিম ইস্যু করা হয়েছিল, যা দিয়ে পরে প্রতারণা করা হয়, সেই তিনজন সম্পূর্ণ অন্ধকারে। আর যে দোকান থেকে সিম তিনটি বিক্রি করা হয়েছিল, সেই দোকানের মালিক পলাতক।

বুধবার বিকেলে ঝাড়খণ্ড পুলিশের একটি দল ফালাকাটা ও জটেশ্বরের পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে নানা জায়গায় তল্লাশি চালায়। পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই বিক্রেতার বাড়ি জটেশ্বর উচ্চবিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায়। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২২ সালে জটেশ্বর বাজারের একটি বেসরকারি মোবাইল সিম কোম্পানির সেলস পয়েন্ট থেকে ওই সিমগুলি বিক্রি করা হয়েছিল। জটেশ্বর বাজার লাগোয়া কাঁঠালবাড়ির যুবক শুভঙ্কর বৈশ্য একটি সিম কেনেন। হরিনাথপুরের এক বাসিন্দা ও ময়রাডাঙ্গা তালুকেরটারির এক বাসিন্দা সিম কার্ড নেওয়ার জন্য জটেশ্বরে আসেন। তাঁরা প্রথমে আধার কার্ড ও আঙুলের ছাপ দিয়েও সিম কার্ড পাননি। বাধ্য হয়ে আরও একবার আঙুলের ছাপ ও আধার কার্ড দিয়ে অবশেষে সিম কার্ড নেন। এদিকে যে তিনজনের দু'বার

> ঝাড়খণ্ড থেকে তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তারা আমাদের এলাকায় এসেছিলেন। আমরা তাঁদের তদন্তের কাজে সহযোগিতা করেছি।
>
> –**অমিত শর্মা**, *ওসি, জটেশ্বর ফাঁড়ি*

করে আঙুলের ছাপ ও আধার কার্ড নেওয়া হয়েছিল, তা লাগানো হয়েছে অন্য কাজে। সেই তিনটি সিম ব্যবহার করা হত ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া থানা এলাকায়। সাইবার প্রতারণার কাজে।

সিমের সূত্র ধরে পুলিশ খোঁজ পায় শুভঙ্করের। জটেশ্বরের বাসিন্দা সেই যুবক কলেজ পড়ুয়া। শুভঙ্করের বক্তব্য, 'এক বছর আগে জটেশ্বরে গিয়েছিলাম সিম কার্ড পোর্ট (নম্বর একই রেখে অন্য কোম্পানির সিম নেওয়া) করতে গিয়ে আঙুলের ছাপ ও আধার কার্ড দিয়েছিলাম।' একবার সেসব দেওয়ার পর তাঁকে জানানো হয়, সিম কার্ড এন্ট্রি করা হয়নি। তাই তাঁকে আবার আঙুলের ছাপ সহ নথি দিতে হবে। এখন তাঁর আশঙ্কা, সেদিন তাঁর নামে দুটি সিম কার্ড ইস্যু করা হয়েছিল। মনে করা হচ্ছে, বাকিদের ক্ষেত্রেও একই কাণ্ড হয়েছে।

জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মার বক্তব্য, 'ঝাড়খণ্ড থেকে তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তারা আমাদের এলাকায় এসেছিলেন। আমরা তাঁদের তদন্তের কাজে সহযোগিতা করেছি।'

আর ঝাড়খণ্ড পুলিশ জানিয়েছে, ওই সিমগুলি ব্যবহার করে লোন পাইয়ে দেওয়া, লটারির টিকিট জয়ী হওয়া সহ নানা টোপ দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করা হত। একটা সময় প্রতারিতরা সাইবার সেলের দ্বারস্থ হন। সাইবার ক্রাইমের তরফে সিম কার্ড যে নামে এন্ট্রি করা হয়েছিল তার খোঁজ শুরু হয়। অবশেষে জটেশ্বরেই তিন মালিকের খোঁজ মেলে। তবে এই ঘটনায় কোন চক্র জড়িত, এর মূল মাথা কোথায় রয়েছে, তা তদন্ত শেষ হলেই জানা যাবে, দাবি পুলিশের।

মামির 'বিকৃত' ছবি ছড়িয়ে ধৃত, পরে জামিন

নকশালবাড়ি, ১৫ নভেম্বর : মামির ছবি অশ্লীলভাবে এডিট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ভাগ্নের বিরুদ্ধে। থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরেই পুলিশ অভিযুক্ত ভাগ্নেকে গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার নকশালবাড়ি থানায় মামির পরিবারের পক্ষ থেকে খালপাড়া এলাকার এক বাসিন্দার নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়েই পুলিশ অভিযুক্তকে খালপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।

অভিযুক্ত মাঝেমধ্যেই মামার বাড়িতে আসত। সম্প্রতি তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মামির পরিবারের বিবাদ হয়। তারপরেই বদলা নিতে অভিযুক্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় মামির ছবি বিকৃত করে ছড়িয়ে দেয়। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠালে তাকে জামিন দেওয়া হয়।

১৯৩০ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সপ্তসিন্ধুজয়ী সাঁতারু মিহির সেন।

আফ্রিকান আধুনিক সাহিত্যের জনক চিনুয়া আচিবের জন্ম ১৯৩০ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বৃহস্পতিবার, ২৯ কার্তিক ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৭৭ সংখ্যা

ক্রিকেটের স্পিরিটই হয়তো শেষে টাইমড আউট হল বিশ্বকাপে

অতনু বিশ্বাস

আসলে খেলোয়াড়ি মানসিকতার ভূত তাড়া করতেই থাকবে। পালাবার জায়গা নেই। উঠে আসবে ক্রিকেটের আত্মা নিয়ে চিরায়ত বিতর্কও। ক্রিকেটের জনক বলে পরিচিত অতিসম্মানিত ডব্লিউজি গ্রেস-ও খেলায় প্রতারণা করেছেন বারবার।

শুধু একটা দলই খেলাটার 'স্পিরিট' অনুসারে খেলছিল। ২০০৮ সালের সিডনি টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার তথাকথিত অখেলোয়াড়োচিত আচরণে স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট ভারত-অধিনায়ক অনিল কুম্বলের এই কথাগুলো ক্রিকেটের ইতিহাসের অংশ হয়ে গিয়েছে। নাকি এটাই ক্রিকেটের এক চিরায়ত ফল্গুস্রোত, যা খেলাটাকে করে রেখেছে অন্য খেলার চাইতে কিঞ্চিৎ আলাদা, খানিক বেশি রোমান্টিক?

এবারের বিশ্বকাপ প্রায় শেষ ধাপের কাছে। কে চ্যাম্পিয়ন ঠিক হবে, এই প্রশ্নের মাঝেও বড় হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার আপাত-গুরুত্বহীন খেলাটা। ক্রিকেট দুনিয়া বিস্মিত হয়ে দেখল এমন কিছু যা ক্রিকেটের ইতিহাসে ঘটেনি কখনও। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনও ব্যাটারের টাইমড আউট হওয়া। কোনও ক্রিকেটার আউট হলে পরের ব্যাটারকে মাঠে নামতে হয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। তার মধ্যে মাঠে নেমে পরের বল খেলার জন্য প্রস্তুত না হলে ব্যাটার আউট হয়ে যাবেন, কোনও বল না খেলেই। সেদিন শ্রীলঙ্কার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ মাঠে নেমে আবিষ্কার করলেন, তাঁর হেলমেটে গণ্ডগোল আছে। সেই হেলমেট বদলাতে গিয়ে পেরিয়ে গেল নির্দিষ্ট সময়। আউটের আবেদন করে বসলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। ব্যাস, তৈরি হয়ে গেল ইতিহাস। বিতর্কিত, অনভিপ্রেত, অনুজ্জ্বল এক ইতিহাস।

বাংলাদেশের সেমিফাইনালে উঠবার সম্ভাবনা ছিল না। তবু ঠিক কেন সাকিবের মতো ক্রিকেটার এমন একটা অখেলোয়াড়োচিত আউটের আবেদন করলেন, এমনকি আম্পায়ার বলা সত্ত্বেও সেই আবেদন ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করলেন, সে নিয়ে কাটাছেঁড়া বিস্তর হয়েছে। এ পর্যালোচনা হতে থাকবে সুদূর ভবিষ্যতেও। এটা ঠিক, এই বিশ্বকাপে হারতে হারতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেটার এবং তাঁদের অধিনায়কেরও। দেশের ক্রিকেটপ্রেমী জনতার প্রবল সমালোচনাই কি তাঁদের এমন কাজ করতে উৎসাহ জুগিয়েছে? চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলবার যোগ্যতা অর্জনের একটা তাগিদ হয়তো ছিলই।

কিন্তু সেই খণ্ড-মুহূর্তে মাঠে চলমান খেলার উত্তেজনার মধ্যে এতকিছু ভেবে কি টাইমড আউটের আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সাকিব?

আসলে ক্রিকেটে রুলবুক অক্ষরে অক্ষরে মেনে খেললেও অনেক সময়ই কোনও খেলোয়াড়কে দাগিয়ে দেওয়া হয় 'প্রতারক' কিংবা অখেলোয়াড়োচিত মানসিকতার অধিকারী বলে। শুধু ক্রিকেট নয়, অন্য যে কোনও খেলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কিংবা জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রেই কোনও কাজ যদি নিরপেক্ষতা, সততা বা নীতির পরিপন্থী হয়, তাকে দাগিয়ে দেওয়া হয় 'ইটস নট ক্রিকেট' বলে। একটা খেলার পক্ষে নীতির মাপকাঠির এমন উচ্চসীমায় পৌঁছানো বড় সহজ কথা নয়। এর পিছনে রয়েছে ক্রিকেটের শুরুর দিকের তীব্র শ্রেণিবৈষম্য।

প্রথম দিকে ইংল্যান্ডে ক্রিকেট খেলা প্রতিযোগিতার আবহে হত নিশ্চয়ই, তবে তা হত সৎ এবং নীতিনিষ্ঠভাবে এবং তা খেলতেন সচ্ছল সম্প্রদায়ের মানুষ, যাঁদের বলা হত 'জেন্টলম্যান' বা 'ভদ্রলোক'। ক্রিকেটের শ্রেণিগত এই দেওয়ালটা অবশেষে ভাঙে। উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে পেশাদার খেলোয়াড়রা শুরু করেন ক্রিকেট খেলা। এঁদের বলা হত 'প্লেয়ার'। এঁরা প্রধানত ছিলেন শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের এবং এঁরা উপার্জন করতেন ক্রিকেট খেলেই। 'ভদ্রলোক'রা ক্রিকেট খেলে তাঁদের খরচটুকুর বাইরে অন্য কিছু রোজগার করতেন না। এর প্রেক্ষিতে আজকের ছবিটা অবশ্যই একেবারে ভিন্ন। আজকের দিনে গরিষ্ঠ-সংখ্যক খেলোয়াড়ই ক্রিকেট খেলেন পেশাদারি মানসিকতায় এবং রোজগার করেন সেখান থেকে।

'স্পিরিট অফ ক্রিকেট' শব্দবন্ধটা বেশ পরিচিতি পায় '৯০-এর দশকের শেষদিকে, যখন এমসিসি'র ক্রিকেটের আইনকানুনে পরিবর্তন হয় ২০০০ সাল থেকে। একটা প্রস্তাবনা যোগ হয় : 'ক্রিকেটের বেশিরভাগ আবেদন এবং দেখার আনন্দ এই বিষয়ের মধ্যে যে তা নিয়ম অনুসারে খেলা উচিত নয়, বরং খেলা উচিত এর 'স্পিরিট' বা আত্মার সীমারেখার মধ্যে।' 'ফেয়ার প্লে' যাতে হয় তা দেখার মূল দায়িত্ব ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সব খেলোয়াড়ের, ম্যাচের কর্মকর্তাদের এবং বিশেষ করে জুনিয়ার ক্রিকেটে যারা জড়িত, শিক্ষক, কোচ এবং বাবা-মা'দের। স্পিরিটের বিস্তার তাই নিয়মের দিগন্ত ছাপিয়ে এবং স্পিরিট আর আইনের সীমানা সব সময়ই আবছায়ায় ঘেরা হতে বাধ্য।

সাকিব বলেছেন, তিনি নাকি মনে করছিলেন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন এবং দেশকে জেতাবার জন্য তিনি যা করতে পারতেন তাই করেছেন। দেশ-বিদেশের এমনকি বাংলাদেশেরও প্রথম সারির সংবাদপত্রগুলি ঘাঁটছিলাম। অনেকেরই তীব্র অস্বস্তি, ক্রিকেটের চেতনাকে এভাবে আঘাত করার জন্য। এমনকি বাংলাদেশেও।

আসলে খেলোয়াড়ি মানসিকতার ভূত তাড়া করতেই থাকবে। পালাবার জায়গা নেই। উঠে আসবে ক্রিকেটের আত্মা নিয়ে চিরায়ত বিতর্কও। ক্রিকেটের জনক বলে পরিচিত অতিসম্মানিত ডব্লিউজি গ্রেস-ও খেলায় প্রতারণা করেছেন বারবার। ১৯৩২-'৩৩-এর সিরিজে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 'বডিলাইন' বল করার জন্য লেলিয়ে দিয়েছিলেন হ্যারল্ড লারউডকে। উদ্দেশ্য ছিল ডন ব্র্যাডম্যানকে আটকানো। জেফ টমসন বলেছিলেন তিনি ব্যাটসম্যানদের রক্ত দেখতে চান। ডেনিস লিলি বনাম জাভেদ মিয়াঁদাদ, মাইক গ্যাটিং বনাম শকুর রানা, রশিদ প্যাটেল বনাম রমন লাম্বা, অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস এবং হরভজন সিংকে নিয়ে 'মাংকিগেট' বিতর্ক, এমন প্রচুর অনুজ্জ্বল ঘটনাই অংশ হয়ে গিয়েছে ক্রিকেটের রূপকথার এবং এসব ঘটনার কথা বারবার ওঠে মূলত নতুন কোনও 'স্পিরিট'-এর পরিপন্থী কাজকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্যই। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা কথা ভুলে যাওয়া হয় যে এই ঘটনাগুলো নিন্দিত। তা আদৌ 'ক্রিকেট নয়'-- 'নট ক্রিকেট'-- বলেই মনে করে ক্রিকেট দুনিয়া।

অবশ্যই ক্রিকেটের আবহমান ইতিহাসের অংশ হয়ে রয়েছে অজস্র স্লেজিং, বেটিং, ডোপিং, ঘুষ, স্পট-ফিক্সিং, ম্যাচ ফিক্সিং, আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক, বিপক্ষকে অবমাননার মতো ঘটনাসমূহ। যার পরিমাণ বাড়তেই থাকে সময়ের সঙ্গে। অনেকেই মনে করেন, খেলার মধ্যে প্রচুর টাকার অনুপ্রবেশ এসবের বাড়বাড়ন্তের একটা কারণ। তবে টাকা-উপচে-পড়া প্রতিযোগিতাগুলির ঘাড়ে পুরো দোষ চাপিয়ে দেওয়াটাও বোধকরি ঠিক হবে না।

ক্রিকেটের স্পিরিট-সংক্রান্ত আলোচনায় ঘুরেফিরে আসে 'মানকাড' আউট। বোলারের বল করার সময় নন-স্ট্রাইকার ব্যাটার নিয়মবহির্ভূতভাবে আগেই ক্রিজ ছেড়ে রান নিতে এগিয়ে গেলে বোলার কর্তৃক সেই ব্যাটারকে রানআউট করা। ১৯৪৭-'৪৮-এর সিরিজে ভিনু মানকড় অস্ট্রেলিয়ার বিল ব্রাউনকে এভাবে আউট করার পর থেকে এ ধরনের আউটের নাম 'মানকাড' আউট। অন্যায্যভাবেই-- ভিনু মানকড়ই প্রথম বোলার নন যিনি এমন আউট করেছেন ইতিহাসে। (যেমন, আজ যদি 'টাইমড আউট'-এর নাম বদলে 'সাকিব' করে দেওয়া হয় তাহলে যেমন হবে আর কি!) অনিল কুম্বলে থেকে দীপ্তি শর্মা, বিপক্ষ ব্যাটারকে মানকাড আউট করেছেন অনেকেই। এদের যুক্তি-- সংশ্লিষ্ট নন-স্ট্রাইকার ব্যাটারটি ক্রিজ ছেড়ে আগে বেরিয়ে গিয়ে অন্যায় সুযোগ নিচ্ছেন। তাই তাঁকে প্রতিহত করার প্রয়োজন আছে। এটা সাকিবের ম্যাথিউজকে 'টাইমড আউট' করার চাইতে অবশ্য ঢের বেশি যুক্তিসংগত। তবু মানকাড আউটের স্পিরিট নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। আসলে খেলাটা ক্রিকেট তো, তাই।

বিশ্বকাপের এই টাইমড আউট ক্রিকেটের স্পিরিটের ক্ষেত্রে হয়তো একটা পরিবর্তন-বিন্দু। আচ্ছা, ক্রিকেটের স্পিরিটই টাইমড আউট হল অবশেষে? হয়তো সেটাও অতি সরলীকরণ। ক্রিকেটে স্পিরিট অনুসারে খেলার উদাহরণও অজস্র। ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, কোর্টনি ওয়ালশ, এমএস ধোনি, আরও অনেক। বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে কম। যাই হোক, আপাতত ক্রিকেটের আত্মা নিয়ে টানাপোড়েনটুকু জারি থাকবে। আর থাকবে বলেই ক্রিকেটের স্পিরিটও জ্বলবে টিমটিম করে। একটা বিষয় কিন্তু পরিষ্কার। ক্রিকেট এখনও খেলেন বা উপভোগ করেন দু'ধরনের মানুষই। একদল এখনও 'জেন্টলম্যান', আর অন্য দল শুধুই 'প্লেয়ার'।

(লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক)

জলের যে দাগ মোছা যায় না কোনও দিন

শৌভিক রায়

জলের দাগ যদি একবার লাগে, মোছা যায় না আর।

সত্যটি যে বুঝেছে, সে খুঁজে চলে নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বালকটিকে। কেননা ওই বালকের দৃষ্টিতেই আমরা দেখি দুনিয়াদারি। মাঝবয়সে চোখে চালশে পড়লেও, সে দেখা বদলায় না।

তাই নীলকণ্ঠ পাখির ডানায় ভর করে দিনগুলি চলে গেলে, মন খারাপটা হয় একান্ত নিজস্ব। কেন চলে যায় এসব দিন! কেন অপেক্ষায় কাটাতে হয় আস্ত একটা বছর! উত্তর পাব না জেনেও, জাগে প্রশ্ন।

শুরু হত সেই রথযাত্রা থেকে। তখনও টিনের চালে বৃষ্টি রিমঝিম। টানা বৃষ্টির ফাঁকে কখনও রোদ। জল থইথই চারধার।

অবশেষে থামত বৃষ্টি। দীর্ঘদিন স্নান করে করে সবুজ চা বাগান সাদা কাশ উপহার দিত। উত্তর আকাশে ঝকঝক করত ঘন নীল পাহাড়। কামরূপ এক্সপ্রেসে বাসি খবরের কাগজ পৌঁছালে হুমড়ি খেয়ে দেখা যেত পুজো সংখ্যা প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ। দোকানিদের 'মাল' বুক করতে যাওয়ার ব্যস্ততা বলে দিত, দিন বদল হচ্ছে।

সাবেকি পুজোর চলটাই ছিল বেশি। স্থায়ী মণ্ডপে মায়ের প্রতিমা। সে মা দুর্গাই হোক অথবা মা কালী। অস্থায়ী মণ্ডপগুলিও ছিল সাবেকিয়ানায় ভরা। নিষ্ঠা ছিল। পংক্তি ভোজন ছিল। বিজয়া দশমীর পর দীপাবলি পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রণামের চল ছিল। ছিল কোলাকুলি। মিষ্টিমুখ। প্রীতি সম্ভাষণ। হলুদ পোস্ট কার্ডে চিঠি লেখা। মায়ের পায়ে ছুঁইয়ে আনা বেলপাতাকে যত্ন করে বইয়ের ভেতর রাখা।

অনুভূতিগুলি হয়তো একই আছে। বিশেষ পালটায়নি। কিন্তু সবেতেই যেন বড্ড দেখনদারি। এই বিশ্বায়নের যুগে মহানগরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে তথাকথিত মফসসল। মিশে যাচ্ছে সীমান্ত, জেলা সদরের সঙ্গে। স্পনসরদের দাপটে বিরাট বিরাট হোর্ডিংয়ে শুভেচ্ছার ডালি নিয়ে হাজির পোস্টার বয়রা। ডিজের দাপটে যেমন বুক দুরুদুরু করে, তেমন চেনা মানুষও অচেনা হয়ে যায় আলোর মায়াখেলায়। প্রতি ঘণ্টার ভিড় বলে দেয়, জনপ্লাবন হারিয়ে দিচ্ছে গঙ্গা দিয়ে বয়ে যাওয়া হাজার হাজার কিউসেক জলকেও।

আজকাল চটুল উন্মাদনায় ভাসান মিশে যায় কার্নিভালে। 'হ্যাপি দশেরা' বা 'হ্যাপি দেওয়ালি' বলে দেয় 'শুভ বিজয়া'র সঙ্গে সঙ্গে 'শুভ দীপাবলি'ও বোধহয় শেষ হতে চলল জেন ওয়াইয়ের হাত ধরে, ধনতেরাসের উন্মাদনায়!

তবু সবটাই আপেক্ষিক। বইয়ের পাতা ওলটানোর মতো। সেই বইয়ের কোনও পাতা ধূসর, কোনওটা রঙিন। তবে সবেতেই স্পষ্ট জলের দাগ। আর সে দাগ রয়েছে বলে, অতীতের সঙ্গে বর্তমান মিলেমিশে এক কোথাও। পরিবর্তনের এই বাস্তবতায় এটুকু তো হওয়ার কথা। কিন্তু তাতে কি অস্পষ্ট হবে জলের দাগ? মুছে যাবে অতীতের সব দেওয়া-নেওয়া? পুরোনো দিন হাত না ধরলে কি এগোবে বর্তমান?

উত্তরটি না বলেই, পরম্পরা তাই সেই একই। শরতের শিউলিকে, দাগিয়ে যাবে হেমন্ত শিশিরের মৃদু স্পর্শ। আর নিঃসঙ্গ বালক, প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে বুঝবে, চলে যায় যা তাই-ই সত্য। প্রতিবিম্বে মাতৃমুখের ভাস্বর হয়ে থাকবার মতো, সেই সত্য বলে এমন এক জলের দাগের কথা, যা মোছা যায় না কখনও।

(লেখক কোচবিহার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক)

বিন্দু বিসর্গ

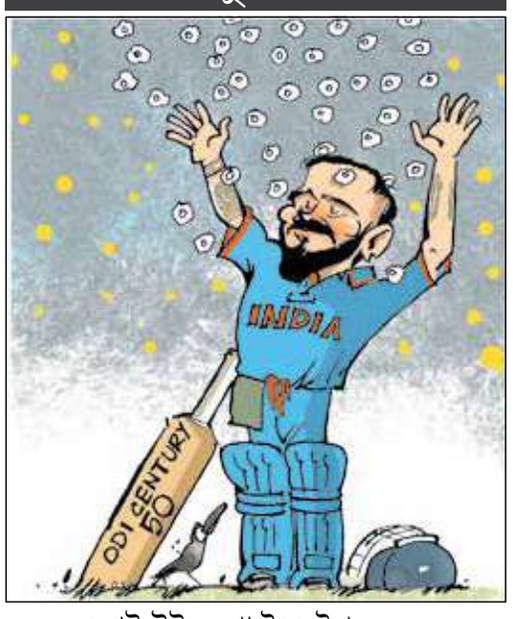

আই উইল গো টু দ্য টপ... দ্য টপ... দ্য টপ!

অভি

অমৃতধারা

বৈষ্ণবের রসতত্ত্ব সাধনে বিকার আসতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী নির্বিকার। তাঁর সম্মুখে অনন্ত মিলনের খেলা চলছে, কিন্তু আমিত্ব না থাকায় তাঁর কোনো বিকার নাই। তাই জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। ফুলকে আদর্শ কর। ফুল আপনি ফোটে আবার আপনিই ঝরে পড়ে- দেব সেবায় দিলেও আপত্তি নাই, আবার নারকীয় সেবায় দিলেও আপত্তি নাই। সেবাই তার ধর্ম। রূপের উৎকর্ষ ফুলে রয়েছে, তবুও তার স্বভাব পরকে আনন্দ দেওয়া- নিজের কিন্তু কিছুই নাই — নীরবে ফুটছে,নীরবেই ঝরে পড়ছে। তোমরাও ফুলের আদর্শ নাও- ফুলের মতো সকলকে অবিচারে আনন্দ দাও — সেবা কর, নিজের জন্য কিছুই রেখো না — সবই পরের জন্য বিলিয়ে দাও।

– স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

আলোচিত

ভারতের হরভজন সিং একসময় প্রায় মুসলমান হয়েই যাচ্ছিল। ও দেখা করে মৌলানা তারিক জামিলের সঙ্গে। জামিল তখন পাক টিমের সঙ্গে নমাজ পড়তেন। ওই সময় ভাজ্জি ওর ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

–ইনজামাম উল হক

ইয়ে কোন সা নেশা পী কর বাত কর রহা হ্যায়? আমি একজন গর্বিত ভারতীয়, গর্বিত শিখ। ইয়ে বকওয়াস লোক কুছ ভি বকতে হ্যায়।

– হরভজন সিং

আজ

১৯৪৫ সালে আজকের দিনে তৈরি হয় ইউনেসকো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। ঠিক হয়, বিশ্বজুড়ে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নয়নে রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ এজেন্সি হিসেবে কাজ করবে তারা। কাজ করবে মানবিক অধিকার নিয়ে। ইউনেসকোর প্রধান দপ্তর হয় প্যারিসে।

ভাইরাল

বিশেষভাবে সক্ষম দাদা-ভাইদের সঙ্গে ভাইফোঁটা পালন করার ছবি পোস্ট করেছিলেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। সেই ছবি দেখে মুর্শিদাবাদের এক পরিবার খুঁজে পেল তাদের হারানো ছেলেকে। যাকে পাওয়া যাচ্ছিল না দীর্ঘদিন। সেই রিল ভিডিও এখন ভাইরাল।

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৮১

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। প্রতিভা বা শপথ ৩। বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ৪। মৌচাকের মোম ৫। পরিমিত খাওয়া ৭। ক্ষান্তি বা স্থগিত ১০। বৈঠক বা সমিতি ১২। অবমাননা ১৪। যে মাঠে গোরু চরায় ১৫। অবসাদগ্রস্ত ১৬। দুরূহ বা কষ্টকর।

উপর-নীচ : ১। ন্যায্য বক্তব্য ২। জীবাশ্ম ৩। আরম্ভকালীন ৬। ছলছল চোখের জল ৮। জানা বা ধারণা ৯। পেটের ভাত ১১। যা ভেসে বেড়াচ্ছে ১৩। তাপে দুধ উথলে ওঠা।

সমাধান ■ ৩৬৮০

পাশাপাশি : ২। সুশীতল ৫। প্রদীপ্ত ৬। জয়পতাকা ৮। পর্দা ৯। ঠাসা ১১। বাজনদার ১৩। ভাবনা ১৪। গজরাজ।

উপর-নীচ : ১। সপ্রতিভ ২। সুপ্ত ৩। তন্ময় ৪। চরকা ৬। জর্দা ৭। পয়সা ৮। পবন ৯। ঠার ১০। ছুতোনাতা ১১। বায়না ১২। দারুজ ১৩। ভাজ।

জনমত

বাংলার হলে টাইগার-৩ এবং বাংলা ছবি নিয়ে কিছু কথা

১৪ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের তারাদের কথা পাতায় প্রকাশিত শবরী চক্রবর্তীর লেখা 'টাইগার বাংলা রয়ে গেল বাংলাতেই' শীর্ষক প্রতিবেদনটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রতিবেদনটি পড়ে বাঙালি হিসেবে নিজেকে বড়ই ছোট এবং অপমানিত মনে হচ্ছে।

হিন্দি ছবি টাইগার-৩ মুক্তি পেয়েছে মুম্বইতে। এর আগে পরিচালক যশরাজ পাঠান নামক অন্য একটি হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে ফতোয়া জারি করেছিলেন যে, পাঠান যে হলে আসবে সেখানে কোনও আঞ্চলিক ছবি চলবে না। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের হলগুলিতে বাংলা ছবি চালানো যাবে না। এবারও সেই একই পথে হাটছেন যশরাজ। যদিও শোনা যাচ্ছে, এই ধরনের আপত্তিকর ফতোয়ার বিরুদ্ধে বাংলা ছবির পরিচালকরা একজোট হওয়ার চেষ্টা করছেন।

এখানে আরও বলা হয়েছে, বাঙালির হিন্দি প্রীতির কথা। বাঙালির সত্যিই জাত্যাভিমানের অভাব। পুজো উপলক্ষ্যে অনেকগুলি বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছিল। সেগুলি কেন হল থেকে সরানো হবে? বাংলা ভাষা ও বাঙালির উপর জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আপামর বাঙালি কেন তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তুলবেন না?

একই প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে টাইগার-৩ ছবির মুক্তির দিনেই আয় ৪৪.৫০ কোটি টাকা।

এরমধ্যে হিন্দি ভার্সন থেকেই আয় হয়েছে ৪৩ কোটি টাকা। কিন্তু তামিল ও তেলুগু ভার্সন থেকে প্রথম দিনে আয় মাত্র ১.৫০ কোটি টাকা। এর থেকে বোঝা যায় দক্ষিণের রাজ্যগুলি কীভাবে হিন্দি ছবি বয়কট করে। অথচ বাংলায় টাইগার-৩ চলবে রমরমিয়ে!

বাঙালির কাছে আবেদন, নিজের ভাষা, জাতি ও আত্মসম্মানের কথা ভাবুন। বয়কট করুন টাইগার-৩। বাংলার হলে বাংলা ছবিই চলবে – এই স্লোগান উঠুক সর্বত্র।

স্মৃতিকণা মজুমদার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

নাম কা ওয়াস্তে চলছে শিলিগুড়ি বেতারকেন্দ্র

উত্তরবঙ্গের মানুষজনের হাতে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার একটা করে ললিপপ ধরিয়ে দিলেই উত্তরবঙ্গের মানুষ চুপ থেকে যান- এর উদাহরণ অনেক দেখলেও উত্তরবঙ্গের শান্তিপ্রিয় মানুষ সব দেখেশুনে প্রতিবাদে যান না।

কয়েক যুগ ধরে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে আকাশবাণী শিলিগুড়ি নামে একটি হাফডান বেতারকেন্দ্র খুলে রাখা হয়েছে। বর্তমানে এই বেতারকেন্দ্র শুধুমাত্র জোড়াতালি দিয়ে চালানো হচ্ছে। এই বেতার কেন্দ্রটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বেতারকেন্দ্রের মর্যাদা দেওয়া তো দূরের কথা, বেতারকেন্দ্রে আজ আর থাকেন না একজন স্টেশন অধিকর্তা। স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে স্টেশন অধিকর্তার কাজ চালানো হচ্ছে।

কয়েক যুগ ধরে উত্তরবঙ্গের মতো একটি বিশাল এলাকায় বেতারকেন্দ্র থাকলেও সেই বেতারকেন্দ্রে আজ পর্যন্ত কোনও স্থানীয় সংবাদ প্রচার করার ব্যবস্থা নেই। সংবাদের জন্য আমাদের উত্তরবঙ্গের মানুষদের আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। মনে হয় উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের এসবের কোনও প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় সরকার কথায় কথায় বলে থাকে সব কা সাথ সব কা বিকাশ। এই কি তার নমুনা?

কেন কয়েক যুগ ধরে একটি বেতারকেন্দ্র স্থাপন করা হলেও সেই কেন্দ্রটিকে গুরুত্বহীন করে রাখা হয়েছে? কেন এই কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সংবাদ প্রচার করার ব্যবস্থা আজও করা হয়নি? তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর কি এ ব্যাপারে কোনও সদুত্তর দিতে পারবেন? কেন শিলিগুড়ি বেতারকেন্দ্রে আগের মতো মর্মস্পর্শী অনুষ্ঠানগুলি বন্ধ করে দিয়ে বাংলা গানের পরিবর্তে হিন্দি গান বাজানো হচ্ছে? উত্তরবঙ্গের মানুষজন কি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে আজও মানুষের পর্যায়ে পড়েন না?

তাই যদি না হবে তাহলে রায়গঞ্জের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত এইমস হাসপাতালের মতো একটি হাসপাতাল রায়গঞ্জ থেকে রাজ্য সরকার হাইজ্যাক করে কল্যাণীতে নিয়ে যেতে পারে! একইভাবে নাম কা ওয়াস্তে শিলিগুড়ি বেতারকেন্দ্র নামে একটি বেতারকেন্দ্র উত্তরবঙ্গবাসীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপন করেছে যা উত্তরবঙ্গের মানুষজনের কোনও উপকারে আজ পর্যন্ত লাগে না।

এভাবে উত্তরবঙ্গের মানুষজনের হাতে আর কতদিন ললিপপ ধরিয়ে রাখা হবে? সময় হয়েছে, এখনও যদি কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরবঙ্গের মানুষের স্বার্থে আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্রকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বেতারকেন্দ্র হিসাবে চালু না করে তাহলে আগামীতে তার যোগ্য জবাব উত্তরবঙ্গের মানুষ অবশ্যই দেবেন।

তপন চক্রবর্তী
কালিয়াগঞ্জ।

প্রিয়াংকাকে কমিশনের নোটিশ, ক্ষুব্ধ কংগ্রেস

রায়পুর ও নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : ৫ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের পারদ চড়ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কার্যত সম্মুখসমরে নেমেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের এক জনসভায় রাহুলকে ‘মুর্খদের সর্দার’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন মোদি। বুধবার ছত্তিশগড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর কটাক্ষের জবাব দিলেন রাহুল। মোদির মন্তব্যকে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ। আদানি প্রসঙ্গ টেনে তাঁর পালটা চ্যালেঞ্জ মোদি আদানিকে যত টাকা দেবেন তিনিও গরিবদের কাছে তত টাকা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

ছত্তিশগড় বিধানসভার দ্বিতীয় দফার ভোট প্রচারের শেষ দিনে বেমেতারা জেলায় কংগ্রেসের জনসভায় রাহুল বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী যেখানেই যান আমাকে গালি দেন। এটা ভালো। আমি পাত্তা দিই না। আমি ইতিমধ্যে আমার লক্ষ্য স্পষ্ট করে দিয়েছি, তা হল প্রধানমন্ত্রী মোদি আদানিকে যে পরিমাণ অর্থ দেন আমার

দলীয় সমাবেশে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। মধ্যপ্রদেশের দাতিয়ায় বুধবার।

লক্ষ্য সেই পরিমাণ টাকা গরিবদের দেওয়া।’ রাহুল বলেন, ‘আপনি যদি আদানিকে এক টাকা দেন তাহলে আমিও গরিবদের এক টাকা দেব।’ উপজাতি প্রভাবিত ছত্তিশগড়ে ফের জাতিগত সমীক্ষার দাবিকে সামনে এনেছেনতিনি। কংগ্রেস নেতার কথায়, ‘যেদিন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) ও উপজাতিরা তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে অবগত হবেন সেই দিন দেশ চিরকালের জন্য বদলে যাবে।’

প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে রাহুল বলেন, ‘মোদিজি ১২ হাজার কোটি টাকার বিমানে চড়েন এবং প্রতিদিন নতুন পোশাক পরেন। তিনি ওবিসি শব্দটি ব্যবহার করে নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু যখন ওবিসিদের অধিকার দেওয়ার সময় এসেছে তখন বলছেন কোনও ওবিসি নেই, গরিবরাই একমাত্র জাতি। নরেন্দ্র মোদি জাতিগত সমীক্ষা করুন বা না করুন আমরা বার করব দেশে ওবিসিদের সংখ্যা কত। ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে।’

রাহুল–মোদি দ্বৈরথের মধ্যে প্রিয়াংকা গান্ধিকে নির্বাচন কমিশনের পাঠানো নোটিশকে সামনে রেখে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করেছে কংগ্রেস। বিরোধী দলের দাবি, প্রিয়াংকা বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। মধ্যপ্রদেশের সানওয়ারে এক জনসভায় প্রিয়াংকা দাবি করেছিলেন, রাষ্ট্রয়াত্ত সংস্থা ভারত হেভি ইলেক্ট্রিকাল লিমিটেডকে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ‘বন্ধুদের’ হাতে তুলে দিয়েছেন। প্রিয়াংকার বিরুদ্ধে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানান বিজেপি নেতা হরদীপ সিং পুরী, অনিল বালুনি এবং ওম পাঠক। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রিয়াংকাকে নোটিশ কমিশনের। কংগ্রেস নেতা মনিকম ঠাকুরের বক্তব্য, প্রিয়াংকার প্রচারে ভয় পেয়েছে বিজেপি।

মোদির প্রশংসায় প্রাক্তন ছাত্র নেতা

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং এআইএসএ–এর প্রাক্তন সদস্য শেহলা রশিদ বরাবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কড়া সমালোচক হিসেবে পরিচিত। কাশ্মীরকে দু’টুকরো করে দু’টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তিনি। সেই শেহলা রশিদের মুখে শোনা গেল মোদির প্রশংসা। জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কৃতিত্ব দিয়েছেন।

শেহলা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা–র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য রক্তপাতহীন এক রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছোতে চাইছেন তাঁরা। গাজার সঙ্গে কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতির কোনও তুলনা করা যায় না। কাশ্মীরে কিছু বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ছিল। অনুপ্রবেশের বিক্ষিপ্ত ঘটনার সঙ্গে কাশ্মীর জড়িত। কিন্তু এখন এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, কাশ্মীর গাজা নয়।

জেএনইউ–এর প্রাক্তনী তথা প্রাক্তন ছাত্রনেতা শেহলাকে একটি আন্তর্জাতিক বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম জিজ্ঞাসা করেছিল, শেহলা একসময়ে ভূস্বর্গে পাথর ছোড়ার ঘটনার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন কিনা। উত্তরে শেহলা জানিয়েছেন, হ্যাঁ তিনি ছিলেন। সেটা ২০১০ সাল। কিন্তু কাশ্মীরের আজকের পরিস্থিতির জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁরা দু’জনে ভূস্বর্গে পরিবর্তন এনেছেন।

ইজরায়েলের বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত উত্তর গাজাস্ট্রিপ। বুধবার।

বয়স ১৬ হলেই সন্দেহের তালিকায়

গাজার হাসপাতালে ইজরায়েলি সেনা

গাজা, ১৫ নভেম্বর : হাসপাতালের ভিতরে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে হামাস জঙ্গিরা। রোগী, চিকিৎসক ও আবাসিকদের হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য ১২ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁরা সেখানেই রয়ে গিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে আল শিফা হাসপাতালে ঢুকে তল্লাশি চালানো ছাড়া তাদের সামনে কোনও রাস্তা নেই।

বুধবার ইজরায়েলি সেনা একথা জানাতেই আতঙ্ক ছড়ায় গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতালের অন্দরে। ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যে হাসপাতালে ঢুকে পড়ে তাদের বিশাল বাহিনী। হাসপাতাল চত্বরে মোতায়েন করা হয়েছে বেশ কয়েকটি ট্যাংক। ওয়ার্ডগুলিতে ঢুকে তল্লাশি শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনা কমান্ডোরা। তল্লাশি চলাকালীন ১৬ বছরের বেশি বয়সি সবাইকে হাত ওপরে তুলে রাখতে বলা হয়েছে।

হাসপাতালের কয়েক জায়গা থেকে গুলির শব্দ শোনা গিয়েছে। মূল ভবনের সদর দরজায় হামাস জঙ্গিদের সঙ্গে ইজরায়েলি সেনার গুলির লড়াই চলেছে বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি করা হয়েছে। হাসপাতালে জ্বালানী সরবরাহ এবং ওষুধ–অক্সিজেনের ব্যবস্থা করার কোনও উদ্যোগ ইজরায়েলের তরফে চোখে পড়ছে না বলে অভিযোগ। আল শিফার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘ। তাদের হিসাব অনুযায়ী, এখনও হাসপাতালের ভিতরে ২,৩০০ মানুষ রয়েছেন। শতাধিক শিশুর চিকিৎসা চলছে। ইনকিউবেটরের মধ্যে থাকা ৩৬টি সদ্যজাতকে সাধারণ ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কয়েকদিন ধরে জ্বালানীর অভাবে আল শিফার ইনকিউবেটর কাজ করছে না। মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৭টি শিশুর।

হাসপাতালের এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, রোগীদের অজ্ঞান করার মতো সাধারণ পরিকাঠামো তাঁদের কাছে নেই। ফলে চেতনানাশক ছাড়াই অনেক রোগীর শল্যচিকিৎসা করছে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। অন্যদিকে ইজরায়েলি সেনার মুখপাত্র দাবি করেছেন, আল শিফার নীচে সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে হামাস। সেখানে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিরা ইজরায়েলিদের ওপর হামলার ছক কষছে। জঙ্গিদের ধরতে হাসপাতালে ঢুকেছে তাদের বাহিনী।

হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্যদপ্তর আবার গোটা পরিস্থিতির জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে দায়ী করেছে। তাদের বক্তব্য, ‘আল শিফা মেডিকেল কমপ্লেক্সে হামলার জন্য আমরা দখলদার (ইজরায়েল) এবং প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করছি।’

গাজায় ইজরায়েলি স্থল অভিযানে মহিলা ও শিশুদের মৃত্যুর প্রতিবাদ জানিয়েছে বহু দেশ।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, ‘গাজায় শিশুদের মৃত্যুমিছিল অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।’ কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিচেপ তায়েপ এর্দোগান। ইজরায়েলকে সরাসরি সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র তকমা দিয়েছেন তিনি। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়েএর্দোগান বলেন, ‘সন্ত্রাসবাদী দেশ ইজরায়েল যুদ্ধ অপরাধী। ওরা আন্তর্জাতিক আইন ভেঙেছে।’ হামস জঙ্গি সংগঠন নয় বলেও জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড়। তিনি বলেন, ‘ইজরায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক লোকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে না। এটা করে হামাস। ওরা হলোকাস্টের পর ইহুদিদের ওপর সবচেয়ে বড় হামলা সংগঠিত করেছে। নৃশংসভাবে নিরীহ মানুষের মাথা কেটেছে, পুড়িয়ে মেরেছে এবং গণহত্যা চালিয়েছে।’ এদিন রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে গাজায় ২৪ হাজার লিটার ডিজেল সরবরাহে ছাড়পত্র দিয়েছেন তিনি।

৭ অক্টোবর থেকে গাজায় জ্বালানী সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের অধীনস্থ একটি সংগঠনের কমিশনার জেনারেল ফিলিপ লাজারিনি। তাঁর কথায়, ‘গাজায় ত্রাণসামগ্রী শেষের পথে। অদূর ভবিষ্যতে আরও বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এবং সম্ভবত মারা যাবেন।’

বেহাল চিকিৎসা

- ওয়ার্ডগুলিতে তল্লাশি
- হাসপাতালের নীচে সুড়ঙ্গ রয়েছে বলে সন্দেহ
- শেষের পথে ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম
- নেই অজ্ঞান করার ব্যবস্থা

সাহারার আমানত ফিরে পাওয়া নিয়ে সংশয়ের মেঘ

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : মৃত্যু হয়েছে সাহারা গ্রুপের প্রধান সুব্রত রায়ের। কিন্তু সাহারার ২৫ হাজার কোটি টাকা এখনও রয়ে গিয়েছে বাজার অর্থনীতির নিয়ামক সংস্থা সেবি–র জিম্মায়। সেই টাকার কী হবে, তা নিয়েই এবার প্রশ্ন উঠেছে। ওই টাকা সাহারায় বিনিয়োগকারী বা আমানতকারীদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে কিনা, জল্পনা শুরু হয়েছে তা নিয়েই। এ নিয়ে একাধিক মামলাও চলছে সাহারার বিরুদ্ধে। সাহারা কর্তার মৃত্যুর পর সেইসব মামলার কী হবে, তা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে।

পঞ্জি প্রকল্পের মাধ্যমে বাজার থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা তুলে তা আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে সাহারা সংস্থা তথা সুব্রত রায়ের বিরুদ্ধে। যদিও সাহারা আগাগোড়া সেই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে।

২০০২ সালে সেবি সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছিল, সাহারা গ্রুপ কোম্পানিজ বেআইনিভাবে বাজার থেকে ৩৫০ কোটি ডলার (প্রায় ৩০ হাজার কোটি ভারতীয় টাকা) তুলেছে। সাহারা কর্তৃপক্ষ যদিও দাবি করেন, যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় ব্যাংকিং পরিষেবার বাইরে ছিলেন, তাঁদের বিনিয়োগের সুযোগ করে দিয়েছিলেন তাঁরা। তবে যে তালিকা সাহারা দিয়েছিল, তার মধ্যে বহু বিনিয়োগকারীর হদিসই মেলেনি। ২০১৪ সালের মার্চে জেলে পাঠানো হয় সুব্রত রায়কে। প্রায় দু’বছর জেলে থাকার পর ২০১৬ সালে প্যারোলে বেরিয়ে আসেন তিনি। সেই থেকে তিনি জেলের বাইরেই ছিলেন।

দীর্ঘ অসুস্থতা ও রোগভোগের পর মাত্র ৭৫ বছর বয়সে গত মঙ্গলবার রাতে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতালে সাহারা স্রষ্টার মৃত্যু হয়। বহুদিন ধরেই তিনি ক্যানসার, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, মধুমেহ ছাড়াও হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন।

প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী শংকরাইয়া

চেন্নাই, ১৫ নভেম্বর : চলে গেলেন প্রবীণ সিপিআইএম নেতা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী এন শংকরাইয়া। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০২ বছর। শারীরিক অসুস্থতার কারণে গত সোমবার চেন্নাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। বুধবার সকালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। টি নগরের সিপিআইএম অফিসে শেষশ্রদ্ধা জানানোর জন্য তাঁর দেহ শায়িত রাখা হবে। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি ও অন্যান্য বামনেতৃবৃন্দ।

১৯২২ সালের ১৫ জুলাই তুতুকুডি জেলার কোভিলপাট্টিতে জন্মগ্রহণ করেন শঙ্করাইয়া। স্থানীয় অঞ্চলে প্রাথমিক পাঠ শেষে তিনি মাদুরাই আমেরিকান কলেজে ভর্তি হন এবং ইতিহাসে স্নাতক হন। অল্প বয়সেই তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪১ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে প্রথম জেলে যান। জেল থেকে মুক্তির পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং সিপিআই–এর ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬৪ সালের ১১ এপ্রিল যে ৩২ জন সদস্য সিপিআই–এর ন্যাশনাল কাউন্সিল মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে এসে সিপিআইএম গঠন করেন এন শংকরাইয়া ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

বাংলাদেশে ৭ জানুয়ারি ভোট

ঢাকা, ১৫ নভেম্বর : বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হল। বুধবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউলাল জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে এই নির্বাচনের দিন এবং নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেন। তিনি জানান, আগামী ৭ জানুয়ারি ৩০০ আসনের ভোট গ্রহণ করা হবে। বিএনপিসহ একাধিক বিরোধী দলের আপত্তির মধ্যেই এদিন ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, বুধবার সন্ধ্যা থেকেই নির্বাচন বিধি চালু করা হচ্ছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর। ১ ডিসেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করে দেখা হবে। মনোনয়নপত্র জমা নিয়ে কোনও বিরোধ বা আপত্তি এলে তা ‘আপিল নিষ্পত্তি’ করা হবে ৬ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর। তারপরের দিন, ১৮ ডিসেম্বর প্রার্থীদের প্রতীক ঘোষণা করা হবে।এবার বাংলাদেশে মোট ভোটার ১১ কোটি ৯৬ লাখ ৯১ হাজার ৬৩৩ জন।

খাদে বাস পড়ে হত ৩৮

ভূস্বর্গ ভয়ংকর

- জম্মু কাশ্মীরের ডোডা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় বাস
- ৬০ যাত্রীর মধ্যে ৩৮ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি আহত অনেকে
- নিহতদের মাথাপিছু ২ লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা ঘোষণা
- স্বরাষ্টমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেলে শোকবার্তা

উদ্ধারে ব্যস্ততা। বুধবার শ্রীনগরের ডোডায়।

শ্রীনগর, ১৫ নভেম্বর : জম্মু–কাশ্মীরে বাস দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল অন্তত ৩৮ জন যাত্রীর। জখম ১৯ জন । বুধবার জম্মু–কাশ্মীরের ডোডা জেলায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বুধবার সকালে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে উদ্ধারকাজ চলছে। উদ্ধারকাজ যতই এগিয়েছে, ততই বেড়েছে মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধির আশঙ্কা। আহত কয়েকজনের শারীরিক পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক।

জম্মু–কাশ্মীর প্রশাসন সূত্রে খবর, অভিশপ্ত বাসটিতে ৬০ জনের মতো যাত্রী ছিলেন। বাসটি জাতীয় সড়ক দিয়ে কিস্টোয়ার থেকে জম্মুর দিকে যাচ্ছিল। ডোডার একটি খাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে বাসের চাকা পিছলে যায়। যাত্রীদের নিয়ে প্রায় ৩০০ ফুট গভীর খাদে বাসটি (জেকে০২সিএন–৬৫৫৫) পড়ে যায়।

খবর পেয়ে দ্রুত পৌঁছে যান প্রশাসনের লোকজন। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। জখম যাত্রীদের উদ্ধার করে তাঁদের ডোডা ও কিস্টোয়ালের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। গুরুতর জখম কয়েকজনকে হেলিকপ্টারে শ্রীনগর হাসপাতালে পাঠানোর চেষ্টা চলছে।

এই দুর্ঘটনার খবরে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন জম্মু–কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। তিনি শোকবার্তায় বলেন, ‘ডোডায় মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি এবং দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসন এবং অন্যান্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং প্রমুখ নিহতদের পরিবারের প্রতি শোকবার্তা দেন। তিনি বলেন, ‘বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু খুবই দুঃখজনক। শোকপ্রকাশের ভাষা নেই।’ নিহতদের পরিবারকে মাথাপিছু ২ লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী।

শা এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘যেখানে বাসটি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে সেখানে উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা, আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’

ভাইদের মঙ্গল চেয়ে...

ভাইদুজ উপলক্ষ্যে যমুনার তীরে জনসমাগম। মথুরায় বুধবার। –পিটিআই

আদিবাসী উন্নয়নে ২৪ হাজার কোটি

লোকসভা ভোটের অঙ্ক

খুন্তি, ১৫ নভেম্বর : বীরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকীতে ঝাড়খন্ডে তাঁর স্মৃতিধন্য খুন্তি থেকে আদিবাসী উন্নয়নে ২৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প চালু করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ৫ রাজ্যে বিধানসভা ভোট চলছে। ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশের ভোট সমীকরণে উপজাতিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দু’রাজ্যে আদিবাসী ভোটারের অনুপাত ৩০ শতাংশ এবং ২১ শতাংশ।

এছাড়া বছর ঘুরলেই লোকসভা ভোট। এমন সময় কেন্দ্রের আদিবাসী উন্নয়নে বড় অঙ্কের বরাদ্দ ঘোষণা স্বাভাবিকভাবে বাড়তি তাৎপর্য পাচ্ছে। এর ফলে বিশেষভাবে দুর্বল উপজাতি গোষ্ঠীগুলি উপকৃত হবে বলে জানান মোদি। প্রকল্পের অর্থে দুর্গম এলাকায় অবস্থিত আদিবাসী বসতিগুলিতে রাস্তা, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, শৌচালয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

বুধবার খুন্তির জনসভায় দাঁড়িয়ে পিএম কিষান প্রকল্পের ১৫ তম কিস্তি বাবদ ১৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেন মোদি। এই প্রকল্পের উপভোক্তা ৮ কোটি কৃষক। এদিন ৪টি অমৃত স্তম্ভকে শক্তিশালী করার ডাক দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা যদি আগামী ২৫ বছরের অমৃতকালে জাতির উন্নয়ন চাই তাহলে ৪টি অমৃত স্তম্ভকে শক্তিশালী করতে হবে। এই স্তম্ভগুলি হল, দেশের নারী, কৃষক, যুবসমাজ এবং মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষ।’ তাঁর দাবি, অমৃত স্তম্ভকে মজবুত করতে গত একদশকে যে কাজ হয়েছে তা আগে কখনও হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এসেছিল স্বতন্ত্র ঝাড়খণ্ড রাজ্য তৈরির প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, আজ আমরা ঝাড়খণ্ড প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করছি। এই রাজ্য শুধু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর চেষ্টার ফলে গঠিত হয়েছিল।

’২৪–এর ভোটের আগে মোদি সরকার ও বিজেপির তরফে যেভাবে আদিবাসীদের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। ইন্ডিয়া জোটের প্রধান শরিক কংগ্রেস জাতিগত সমীক্ষার পক্ষে সুর চড়াচ্ছে। একই নীতি নিয়েছে জেডিইউ, আরজেডি’র মতো দল। বেশ কয়েকটি রাজ্যে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ভোট ইন্ডিয়া জোটের বাক্সে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এবার মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের শক্ত ভোটব্যাংক বলে পরিচিত আদিবাসীদের নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা শুরু করল বিজেপি।

এদিন ঝাড়খণ্ডে মোদিকে আদিবাসীদের সাবাই ঘাসের টুপি, শাল ও বীরসা মুন্ডার একটি ছবি উপহার দেন কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা। বীরসা মুন্ডার জন্মস্থান উলিহাতু গ্রাম ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী।

সুড়ঙ্গে এখনও আটকে শ্রমিকরা

দেরাদুন, ১৫ নভেম্বর : উত্তর কাশীতে সুড়ঙ্গ–দুর্ঘটনার পর ৪ দিন অতিক্রান্ত। এখনও ধসের ওপারে আটকে রয়েছেন ৪০ জন শ্রমিক। দিন–রাত চেষ্টা করেও তাঁদের কাছে পৌঁছোতে ব্যর্থ উদ্ধারকর্মীরা। সূত্রের খবর, পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে বুঝে এবার কেন্দ্র ও উত্তরাখণ্ড সরকারের তরফে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পেশাদার উদ্ধারকারী সংস্থাগুলির পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। এই তালিকায় রয়েছে থাইল্যান্ডের একটি সংস্থা। যারা ২০১৮–য় সেদেশের চিয়াং রাই প্রদেশের জলমগ্ন গুহাজাল থাম–লুয়াং–নাংনন–এ আটকে পড়া একদল কিশোর ফুটবলারকে উদ্ধার করেছিল। এছাড়া সুড়ঙ্গে ভিতরে কীভাবে অভিযান চালানো যায় সেই ব্যাপারে নরওয়েজিয়ান জিওটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের উদ্ধার অভিযানে শামিল হয়েছে রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড, রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক সার্ভিসের মতো সংস্থা। এদিকে উদ্বেগ ছড়িয়েছে আটক শ্রমিকদের পরিজনদের মধ্যে। এদিন দুর্ঘটনাস্থলের বাইরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভে যোগ দেন সুড়ঙ্গে কর্মরত অন্যান্য শ্রমিকদের একাংশ।

দেশে রেকর্ড পরিমাণ কমল বেকারত্বের হার

রিপোর্ট দিল এসবিআই

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর : পাঁচ রাজ্যে ভোটের আবহে বিরোধীদের দিকে তাক করার আরও একটি অস্ত্র পেয়ে গেল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার!

ভারতে রেকর্ড পরিমাণ কমল বেকারত্বের হার। মঙ্গলবার এমনটাই রিপোর্ট দিয়েছে এসবিআই রিসার্চ। দেশে সাম্প্রতিককালে ব্যবসা বা স্ব–উদ্যোগে কর্মসংস্থান বেড়েছে এমনটাই জানানো হয়েছে ওই রিপোর্টে।

এসবিআই রিসার্চের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের শ্রমবাজার একটি গভীর পরিকাঠামোগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কারণ, আরও বেশি সংখ্যক মানুষ উচ্চশিক্ষার সঙ্গে নিজ উদ্যোগে কিছু করা বা নিজ উদ্যোগে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এককথায়, ভারতীয়রা আরও বেশি করে ব্যবসা শিখছে। আর এই ব্যবসায়িক কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই দেশজুড়ে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে।

ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস থেকে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে বলা হচ্ছে, ২০১৮ সালে যেখানে বেকারত্বের হার ছিল ৬.১ শতাংশ, সেটাই ২০২৩ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৩.২ শতাংশে। তবে এই বেকারত্বের হার যখন কমেছে, সেইসঙ্গে জোগান বেড়েছে শ্রমেরও। আগে যেখানে শ্রমবাহিনী অংশগ্রহণের হার ছিল ৩৬.৯ শতাংশ, সেটাই এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২.৪ শতাংশ। একইসঙ্গে ভারতে বেড়েছে মহিলা শ্রমবাহিনীর বহরও।

সম্প্রতি কেন্দ্রের মুদ্রা যোজনা এবং ছোট বিক্রেতাদের জন্য ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যদিও ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে বেকারত্ব সর্বদা একটি বিতর্কিত এবং রাজনৈতিক সমস্যা এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির বাজারে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এগুলিকে দেখানো হয়। ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, দেশে যুবকদের বেকারত্বের হারও অনেকটা কমেছে। পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে (পিএলএফএস)–র সাম্প্রতিক সমীক্ষায় এই বেকারি গত তিন বছরে ১২.৯ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে নেমে এসেছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করেন, দেশের ৫টি রাজ্যে বিধানসভা ভোটের মধ্যে এবং লোকসভা ভোটের আগে এমন পরিসংখ্যান সামনে আসায় যথেষ্ট স্বস্তিতে মোদি সরকার। বেকারত্ব যেখানে একটি জাতীয় ইস্যু, সেক্ষেত্রে এই ইস্যুকে পালটা ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে নির্বাচনি ময়দানে নামতে পারে বিজেপি।

কাশ্মীরি পণ্ডিতের শেষকৃত্যে মুসলিমরা

শ্রীনগর, ১৫ নভেম্বর : কাশ্মীর মানে শুধু সন্ত্রাস নয়। রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এক ধর্মান্ধ ইসলামি সন্ত্রাসের বাইরে অন্য এক কাশ্মীরও আছে। যেখানে একই পাড়ায় সংখ্যালঘু হিন্দু, শিখের সঙ্গে সংখ্যাগুরু মুসলিমরা পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে বসবাস করেন। তাঁরা একে অপরের সাহায্যে নিবেদিত প্রাণ। সম্প্রতি এমনই এক উজ্জ্বল ছবি দেখা গেল পুলওয়ামা জেলার পাম্পোর শহরের দ্রাঙ্গাবলে।

দ্রাঙ্গাবলের মুসলিমরা এক কাশ্মীরি পণ্ডিতের শেষকৃত্য করলেন। অশোক কুমার ওয়াংগু নামে ওই কাশ্মীরি পণ্ডিত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মারা যান। পণ্ডিত সম্প্রদায় মৃতের দেহ জম্মুতে নিয়ে যেতে চাননি। একথা জানার পর দাহকার্যে মহল্লার মুসলিমরা এগিয়ে আসেন। মুসলিমদের এই সহায়তাপ্রদানই হল কাশ্মীরিয়ৎ, যা কাশ্মীরের নিজস্ব সম্পদ। স্থানীয় মুসলিমরা তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

মৃত কাশ্মীরি পণ্ডিত অশোক কুমারের শেষকৃত্য নিয়ে পড়শি রাজু ভাট জানিয়েছেন, অশোকবাবুর পারলৈকিক ক্রিয়া উদযাপনের সমস্ত ব্যবস্থা মুসলিমরাই করেছেন। ওয়াংগুর শৈশবের সতীর্থ মহম্মদ ইউসুফ মালিক ও এক মুসলিম প্রতিবেশী তাঁদের এলাকার সম্প্রীতির কথা তুলে ধরেন। তিনি জানিয়েছেন, তাঁদের এলাকা বরাবর হিন্দু, শিখ মুসলিম ঐক্যের জন্য পরিচিত। এখানে কোনওদিন কোনও সমস্যা হয়নি। হিন্দু, মুসলিম, শিখেরা মিলেমিশে বসবাস করে। তাঁরা একে অপরের দুঃখ ভাগ করে নেন।

কাশ্মীরে নিহত দুই জঙ্গি

শ্রীনগর, ১৫ নভেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন উরি সেক্টরে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের এক তুমুল সংঘর্ষে সম্প্রতি দুই জঙ্গি নিহত হয়েছে। একইসঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনী বানচাল অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল করেছে।

সূত্রের খবর, উরির পরিগাম এলাকায় জঙ্গিদের গতিবিধির খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিগাম ঘিরে ফেলে। তারপর শুরু করে তল্লাশি অভিযান। শুরুতে সংক্ষিপ্ত গুলি বিনিময় হয়েছিল দু’তরফে। কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হয় জোর তল্লাশি। শেষপর্যন্ত নিকেশ হয়েছে দুই জঙ্গি। তাদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। পরিগামের ঘটনাটি ১১ নভেম্বরের। নিহতরা কোন জঙ্গি গোষ্ঠীর তা জানা যায়নি। দুদিন আগে পুলওয়ামায় এক জঙ্গি নিহত হয়েছে। নিহত জঙ্গি ছিল দ্য রেজিসট্যান্স ফোর্সের।

চিনা সেনা নয় মালদ্বীপে

মালে, ১৫ নভেম্বর : ভারত বান্ধব ইব্রাহিম মহম্মদ সোলিহকে নির্বাচনি লড়াইয়ে পরাজিত করে অক্টোবরে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন মোহামেদ মুইজু। মুইজু শুক্রবার প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নিচ্ছেন। তাঁর নির্বাচনি প্রচারাভিযানে গুরুত্ব পেয়েছিল দ্বীপরাষ্ট্র থেকে ভারতীয় সেনাদের অপসারণের বিষয়টি। শপথবাক্য পাঠের দু’দিন আগে এক বিশেষ বার্তা দিলেন তিনি।

মুইজু জানিয়েছেন, ভারতীয় সেনাদের মালদ্বীপ ছাড়তে হবে। কিন্তু ভারতীয় সেনার বিকল্প হিসেবে পিএলএ–কে তাঁরা চান না। চিনা বাহিনী এনে আঞ্চলিক ভারসাম্য পুনরুদ্ধারে তাঁরা মোটেই প্রয়াসী নন।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রভাত পট্টনায়েক। শিলিগুড়ি তথ্যকেন্দ্রে বুধবার। ছবি : তপন দাস

দেশের অর্থনীতিতে ফ্যাসিবাদের ছায়া, মত পট্টনায়েকের

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : দেশে কায়েম হয়েছে নিউ লিবারেল ইকনমি পলিসি, যা ফ্যাসিজমেরই নামান্তরমাত্র। দিশা দেখাতে পারছে না সরকার। দেশের বিকল্প অর্থনীতি প্রসঙ্গে এমনই অভিমত অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়েকের। দেশের সাধারণ নাগরিকদের খাদ্য, শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিষেবা ও কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গেও নিজের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন জওহরলাল নেহরু ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃতী অধ্যাপক।

বুধবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে রতনলাল ব্রাহ্মণ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের তরফে 'ধান্দার ধনতন্ত্র ও নয়া ফ্যাসিবাদ' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে একমাত্র বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয় পট্টনায়েককে। সেই সভাতেই নিজের বক্তব্যে বিকল্প অর্থনীতি নিয়ে সুর চড়ান অধ্যাপক পট্টনায়েক। এদিন তিনি বলেন, 'দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণমাধ্যমে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

আসলে সমস্যা আরও গভীরে। দেশের বেশিরভাগ সম্পদ মাত্র এক শতাংশ মানুষের দখলে রয়েছে। অন্যদিকে সেই সমস্ত পুঁজিপতিকে বিভিন্ন সময় অর্থনৈতিক সুবিধা দিচ্ছে এ দেশের সরকার। অথচ সামান্য অর্থের কারণে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। এসবের বদল দরকার।'

অধ্যাপক পট্টনায়েক বলেন, 'প্রতিবছর বড় পুঁজিপতিদের যে পরিমাণ কর ছাড় দেওয়া হয় সেই অর্থে ওয়েলফেয়ার স্টেট গঠন করা যেতে পারে। ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি দেখাচ্ছে সরকার। অথচ গত কয়েক বছরে বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের অবস্থান ক্রমাগত নামতে শুরু করেছে।'

এদিন নিউ লিবারেল ইকনমি পলিসি নিয়ে দেশের সরকারি নীতির কঠোর সমালোচনা করেন প্রবীণ অর্থনীতিবিদ। এদিন ট্রাস্টের তরফে আলোচনা সভার আয়োজন করা হলেও মূল উদ্যোক্তা ছিলেন দার্জিলিং জেলা সিপিএম নেতারা।

ট্রাস্টের সম্পাদক জীবেশ সরকার বলেন, 'রতনলাল ব্রাহ্মণ শীর্ষক আলোচনা সভা প্রতি বছরই হয়ে থাকে। মাঝে করোনা অতিমারির জন্য এক বছর সেটা করা যায়নি। এছাড়া রাজনৈতিক কারণেও গত দু'বছর বন্ধ ছিল এই আলোচনা সভা। তবে আজকের সভায় হলভর্তি মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করছে, মানুষের মধ্যে প্রবাদপ্রতিম এই শ্রমিক নেতার প্রতি ভালোবাসা আজও অটুট রয়েছে।' অশোক ভট্টাচার্য সহ অন্য সিপিএম নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

হাতির হানায় নাগরাকাটায় ছিন্নভিন্ন রংমিস্ত্রির দেহ

নাগরাকাটা, ১৫ নভেম্বর : রিসর্টে ঢুকে সেখানে কাজ করতে আসা এক ব্যক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিল দলছুট দাঁতাল। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে নাগরাকাটার সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডাঙ্গাপাড়ায়। ওই রাতে আরেকটি ঘটনায় ওই পঞ্চায়েতেরই হাজিপাড়ায় ধানখেতে প্রহরারত ৪ জন যুবক হাতির আক্রমণে জখম হয়েছেন। সব মিলিয়ে হাতির হামলায় হতাহত হওয়ার ঘটনা থামার কোনও লক্ষণই নেই নাগরাকাটায়।

গত দেড় মাসের হিসেব বলছে, এ পর্যন্ত এই ব্লকে চারজনের এমন মর্মান্তিক মৃত্যু হল। জখমের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। রিসর্ট থেকে দেহ আনতে গেলে বুধবার বন দপ্তর ও পুলিশকে স্থানীয় উত্তেজিত জনতার রোষের মুখে পড়তে হয়। এদিন বিকেলে সুলকাপাড়ায় আসেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী। তিনি হাতি উপদ্রুত এলাকাটিতে গিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন।

বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'লোকালয়ে ঢুকে পড়া হাতির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে বনকর্মীদের প্রচেষ্টায় কোনও খামতি নেই। বৃহস্পতিবার ডাঙ্গাপাড়ায় এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে একটি বৈঠক হবে।'

বন দপ্তর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাতির হামলায় নিহতের নাম সুনীল দাস (৪১)। তাঁর বাড়ি নদিয়ার পলাশির উত্তর হাজরাপোঁতায়। কিছুদিন আগে তিনি জলঢাকা নদী থেকে কিছুটা দূরে ওই রিসর্টে রংয়ের কাজ করতে এসেছিলেন। দিন দুয়েক পরেই তাঁর কাজ শেষ করে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। মঙ্গলবার রাতে দাঁতালটি ওই রির্সটের ভিতর ঢুকে পড়লে তিনি টের পেয়ে পালাতে যান। হাতিটি সেসময় তাঁকে সামনে পেয়ে পা দিয়ে পিষে দেয়। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় গোটা শরীর। খবর পেয়ে এদিন সকালে বনকর্মীরা দেহ উদ্ধারে গেলে স্থানীয়দের রোষের মুখে পড়েন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাকবিতণ্ডা চলতে থাকে। পরে পুলিশ, বনকর্মী ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের বুঝিয়ে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। মৃতদেহ এদিনই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এলাকার প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মাসুম আখতার বলেন, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। হাতির আতঙ্কে বাসিন্দাদের টিকে থাকাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।' বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষ্মণ হাঁসদা বলেন, 'হাতির সমস্যা ভয়ংকর পরিস্থিতিতে পৌঁছে গিয়েছে। যেখানে সেখানে হাতি ঢুকে পড়ছে। ফসল ও ঘরবাড়ির ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নেই। বন দপ্তরের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও মিলছে না। নজরদারিও আরও চাঙ্গা করা প্রয়োজন। বাসিন্দাদের ক্ষোভের এসবও একটা বড় কারণ।'

মঙ্গলবার রাতে সুলকাপাড়ার টানাটানি ব্রিজ লাগোয়া হাজিপাড়াতে ধানখেত পাহারা দেওয়ার সময় হাতির হামলায় খয়েরবাড়ির চার যুবক জখম হন। তাঁদের নাম অসব ওরাওঁ, বিশাল ওরাওঁ, সাকিলাল ওরাওঁ ও শুভান ওরাওঁ। তাঁরা অন্য রাতের মতো মঙ্গলবারও টংঘরে ছিলেন। জমিতে একপাল হাতি দেখতে পেয়ে সার্চলাইট ও পটকা নিয়ে তাঁরা তাড়াতে নামেন। পালের একটি হাতি তাঁদের দিকে তেড়ে আসে। বিশালের কোমরে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে প্রায় ধরেও ফেলে। কোনওরকমে তিনি পালিয়ে যান। একে একে হাতিটির হামলায় জখম হন বাকি তিনজন। বর্তমানে অসব ও বিশাল মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ও সাকিলাল সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুভানকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

এসিপি আক্রান্ত হওয়ায় অভিযান, বিসর্জনে মহিলারা

পুলিশের ভয়ে পুরুষশূন্য গ্রাম

শুভাশিস বসাক ও জিষ্ণু চক্রবর্তী

আংরাভাসা, ১৫ নভেম্বর : দূর থেকেই নজরে পড়ে পুলিশের ভ্যান গ্রামে ঢুকছে। আর তা দেখতে পেয়েই একে একে রাস্তাঘাট শুনসান হয়ে গেল। মঙ্গলবার রাতের পর এমনই অবস্থা ধূপগুড়ি থানার আংরাভাসা ও ধীরেন দোকান এলাকায়।

পুলিশকে ভয় কেন? কারণ এলাকার বাসিন্দারা বিলক্ষণ জানেন, মঙ্গলবার রাতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ওয়াংদেন ভুটিয়াকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার পর এলাকায় পুলিশের অভিযান বাড়বেই। সেই ভয়েই গ্রাম ছেড়ে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বা অন্য কোনও পরিচিতের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন এলাকার পুরুষ বাসিন্দারা।

মঙ্গলবার রাতে ধীরেন দোকান এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ে আটকে চাঁদা তুলছিল স্থানীয়রা। তারই প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খান এএসপি ও তাঁর নিরাপত্তারক্ষী। তাঁদের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। তারপর সেই রাতেই এলাকায় চলে আসে পুলিশের বাহিনী। রাত থেকেই দফায় দফায় টহলদারি চালাচ্ছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশের দল। কখনও আইসি সুজয় তুঙ্গা, আবার কখনও অপর কোনও অফিসার বাহিনী নিয়ে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রাতেই বিশাল পুলিশবাহিনী স্থানীয় কালীপুজোর আয়োজন করা ক্লাব নেতাজি সংঘ ও পাঠাগার চত্বর ঘিরে ফেলে। রাতেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনায় যুক্ত বাকিদের খোঁজেই বুধবার দফায় দফায় পুলিশ গ্রামে ঢুকছে।

ধূপগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন ধৃত তিনজনকে আদালতে তোলা হয়। তাদের সাতদিনের পুলিশ রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। তবে বিচারক ছয়দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

পুলিশের ভয়েই যাঁরা ঘটনায় যুক্ত নন, তাঁরাও ঘটনার পর রাতারাতি বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। এদিকে, কালীপুজোর প্রতিমা বিসর্জন দেবে কে? পুজো কমিটির সঙ্গে যুক্ত পুরুষরা তো এলাকাছাড়া। বাধ্য হয়ে কালী প্রতিমা বিসর্জনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে দেখা গেল পাড়ার মহিলাদের। তাঁদের সাহায্য করতে আবার এগিয়ে এলেন পাশের পাড়ার যুবকরা।

ধৃতদের নিয়ে আদালতের পথে পুলিশ। বুধবার।

বুধবার সকাল থেকেই পুজোমণ্ডপ চত্বরে মোতায়েন ছিল ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। সেখানে ছিলেন ধূপগুড়ি থানার আইসিও। সন্ধ্যায় ক্লাব চত্বরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। তা বাতিল করা হয়েছে।

মহিলারাও যে একেবারে ভয়মুক্ত, তা মোটেই নয়। মঙ্গলবার রাতের ঘটনার জেরে তাঁদের চোখেমুখেও আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। বাড়ির পুরুষ সদস্যদের বিপদে পড়তে হবে না তো? এটাই তাঁদের প্রশ্ন। সেই আতঙ্কেই সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনওভাবেই মুখ খুলতে চাননি তাঁরা।

বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় সদস্য জাফর আলি এদিন ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, 'ক্লাবের পুরুষ সদস্যরা এলাকায় নেই। সাধারণ মানুষ খুবই আতঙ্কিত। তাই এদিন পাড়ার মহিলাদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের ডেকে প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা করি।'

ক্লাবের পুজো কমিটির সভাপতি গোপাল চক্রবর্তী চিকিৎসার জন্য বর্তমানে চেন্নাইয়ে রয়েছেন। তিনি অবশ্য শুনেছেন ঘটনার কথা। তার নিন্দাও করেছেন। পাশাপাশি দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

দিল্লি-দ্বারভাঙ্গা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে আগুন। ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি কামরা। বুধবার উত্তরপ্রদেশের এটাওয়াতে সরাই ভূপথ স্টেশনের কাছে এই ঘটনা ঘটে। কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। একটি কামরা থেকে বাকিগুলোয় আগুন ছড়ায়। রেলকর্মীদের তৎপরতায় ওই তিন কামরা বিচ্ছিন্ন করা হয়। সম্প্রতি পরপর বেশ কয়েকটি রেল দুর্ঘটনায় আশঙ্কা ছড়িয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে বিতর্ক।- পিটিআই

আপ্তসহায়কদের লগ-ইন আইডি ব্যবহার নিষেধ

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : লোকসভা বা রাজ্যসভার কোনও সাংসদের আপ্তসহায়ক বা অনুমোদিত ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট সাংসদের হয়ে সংসদের ওয়েবসাইটে আপাতত লগ-ইন করতে পারবেন না। এমনকি সাংসদের যাবতীয় বিল, প্রশ্ন বা সংসদীয় কোনও নোটিশও অনলাইনে জমা করতে পারবেন না তাঁরা।

সংসদের লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড এই মুহূর্তে শুধু একজন সাংসদ নিজে ব্যবহার করতে পারবেন। যদিও এই মর্মে এখনও কোনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি কিন্তু অলিখিত নির্দেশ বলবৎ হয়ে গিয়েছে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে বিভিন্ন সাংসদের টিএ বিল, প্রশ্ন এবং সংসদীয় পর্বের নোটিশ জমা দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে আপ্তসহায়ক এবং অনুমোদিত ব্যক্তিরা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। দ্রুত এই নিয়ে সরকারি নির্দেশিকা জারি করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সংসদের উভয় সচিবালয়।

কেন এমন করা হয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বেশ কয়েকজন সাংসদের আপ্তসহায়ক। উত্তরে সংসদের সচিবালয় থেকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে ক্যাশ ফর কোয়েশ্চেন এবং আদানি বিতর্কের জেরেই এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সংসদের লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড দুবাইবাসী শিল্পপতি দর্শন হীরানন্দানীকে ব্যবহার করতে দিয়ে জাতীয় সুরক্ষানীতি লঙ্ঘন করেছেন মহুয়া মৈত্র, এহেন অভিযোগ তুলে চাঞ্চল্য ফেলেছিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। মহুয়া স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কাজের সুবিধার জন্য লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড তিনি হীরানন্দানীকে দিয়েছিলেন। তার পরেই শুরু হয়ে যায় তুমুল বিতর্ক।

রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, সংসদীয় সচিবালয়ের এই সিদ্ধান্তের ফলে সমস্যায় পড়তে পারেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সংসদীয় প্রতিনিধি বা সাংসদরা। এতদিন তাঁরা নিজেদের বিভিন্ন কর্মসূচি বা দলীয় কর্মকাণ্ডজনিত ব্যস্ততার কারণে আপ্তসহায়ক বা অনুমোদিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে সংসদের সাইটে প্রয়োজনীয় লগ-ইন করে বিভিন্ন তথ্য বা প্রশ্ন জমা দিতে পারতেন। আপাতত তা আর চলবে না।

৩০ টাকার জন্য পেটে কাঁচি

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৫ নভেম্বর : মাত্র ৩০ টাকার জন্য বচসা। তার জেরে মামার দোকানের কর্মচারী কাঁচি ঢুকিয়ে দিল ভাগ্নের পেটে। বুধবার ভাইফোঁটার দিন সকালে হুলুস্থুল কাণ্ড মাথাভাঙ্গা বাজারে। গুরুতর আহত অবস্থায় বছর আটত্রিশের পাপাই শীল নামে ওই যুবককে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালের একমাত্র শল্যচিকিৎসক ছুটিতে থাকায় সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর পাপাইকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। ঘটনার পরেই মূল অভিযুক্ত বছর উনিশের সুভাষ শীল পলাতক। তাকে গ্রেপ্তার করতে তার বাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

বুধবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে মাথাভাঙ্গা শহরের মাছ ও মাংসের বাজার কমপ্লেক্স সংলগ্ন এলাকায়। সেখানে সেলুন রয়েছে শ্যামল বিশ্বাসের। সেলুনের সঙ্গেই দোকানের একাংশে পান, বিড়ি, সিগারেট ও পানমশলা বিক্রি হয়। তাঁর দোকানে কাজ করত সুভাষ। এদিন ভাগ্নে পাপাইকে দোকানে আসতে বলেছিলেন শ্যামল। সেই সময় শ্যামল দোকানে ছিলেন না। পাপাইয়ের সামনে সুভাষ এক ব্যক্তিকে ৬০ টাকার পানমশলা বিক্রি করে। পরে শ্যামল দোকানে এলে সুভাষ তাঁকে জানায়, সে ৩০ টাকার পানমশলা বিক্রি করেছে। তা শুনেই আপত্তি জানায় পাপাই। এরপরই দোকানের মধ্যে সুভাষ ও পাপাইয়ের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে যায়। কথা কাটাকাটির মধ্যেই উত্তেজিত সুভাষ সেলুনের চুল কাটার কাঁচি পাপাইয়ের পেটে ঢুকিয়ে দেয়।

শ্যামল বলেন, 'আমি ক্যানসারে আক্রান্ত। চিকিৎসার জন্য দেড় মাস পরপর মুম্বইয়ে যাই। ট্রেনের টিকিট কাটতে ভাগ্নেকে দোকানে আসতে বলি। ওকে নিয়েই মুম্বইয়ে যাওয়ার কথা। এদিন আমি একটা কাজে দোকানের বাইরে গিয়েছিলাম।' তাঁর সংযোজন, 'ফিরে এসে দেখি পাপাই আর সুভাষের মধ্যে বচসা হচ্ছে। আমি থামানোর চেষ্টা করি কিন্তু ততক্ষণে সুভাষ চুল কাটার কাঁচি পাপাইয়ের পেটে ঢুকিয়ে দেয়।'

পাপাই আর সুভাষ, দুজনেরই বাড়ি পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম বাইশগুড়ি গ্রামে। এই ঘটনায় গ্রামবাসীরাও হতবাক। সুভাষের কাজে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এমন কাণ্ড সুভাষ আগেও ঘটিয়েছে। বছরখানেক আগে এলাকার এক যুবককে হাতুড়ি মেরে জখম করেছিল সুভাষ। পশ্চিম বাইশগুড়ির বাসিন্দা বিকাশ শীল, রিন্টু প্রসাদরা অবিলম্বে সুভাষকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন। পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কল্যাণী রায়ের বক্তব্য, 'অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নিন্দনীয় ঘটনা। অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা উচিত।'

মাথাভাঙ্গা থানা সূত্রে খবর, বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সুরজিৎ মণ্ডলের বক্তব্য, 'মাথাভাঙ্গা বাজারে একজন গুরুতর আহত হয়েছেন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। অভিযুক্ত যুবকের খোঁজে তার বাড়ি সহ সম্ভাব্য স্থানগুলিতে একাধিকবার পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। খুব শীঘ্রই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।'

জখম পাপাই শীলের প্রাথমিক চিকিৎসা মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে। বুধবার। -সংবাদচিত্র

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ শান্ত বর্মন বলেন, 'জখম ওই ব্যক্তির ক্ষত কতটা বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয় এবং হাসপাতালের শল্যচিকিৎসক ছুটিতে থাকায় তাকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়েছে।'

জয়োৎসবের মাঝে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা

প্রথম পাতার পর

একমাত্র সেটিই খোলা রাখা হয়েছিল। সেই গেটেরও সামনে রাখা সারি সারি বাইক। কার্যত বের হওয়ার রাস্তা আটকেই দাঁড়িয়ে পুলিশের একটি গাড়ি। সামনে এগোবার জায়গা নেই। আর পিছন থেকে ঠেলছে ব্যতিব্যস্ত জনতা। বের হতে গিয়ে মোটরবাইকে বাধা পেয়ে অনেকেই হুড়মুড়িয়ে পড়ে যান। যাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন যুবতীও ছিলেন। কার্যত তাঁদের মাড়িয়েই চলে যান পিছনের লোকজন। ধাক্কাধাক্কিতে মহিলাদের জামাকাপড় ছিঁড়ে যায়। বেআব্রু হতে হয়। বিপদ বুঝে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন কয়েকজন যুবক। তাঁদের হাত ধরেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পড়ে গিয়ে জখম হন উত্তরবঙ্গ সংবাদের চিত্র সাংবাদিক শান্তনু ভট্টাচার্য। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে হাসমি চকেও। বাঘা যতীন পার্কের থেকে তো বটেই, বিভিন্ন পাড়া থেকে একের পর এক মোটরবাইক এসে থামে হাসমি চকে। চলতে থাকে দেদার বাজি ফাটানো। বন্ধ হয়ে যায় চারিদিকের রাস্তা, যান চলাচল। থমকে যায় অ্যাম্বুল্যান্স। কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল পুলিশ।

যেহেতু বাঘা যতীনের ওই অনুষ্ঠানে সহায়তা করেছে পুরনিগম, তাই এদিনের বিশৃঙ্খলা নিয়ে খানিকটা ব্যাকফুটে পুর কর্তৃপক্ষও। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'এমনটা হবে আশা করা যায়নি। ফাইনালের দিন বাঘা যতীন পার্কের সমস্ত গেট খোলা রাখা হবে।'

যদি ঠেকে শেখে শিলিগুড়ি। ফাইনালে ভারতের জয়ের পাশাপাশি এখন এটাও চাইছেন শহরের ক্রিকেটপ্রেমীরা।

বিক্ষোভ

কিশনগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : মঙ্গলবার কিশনগঞ্জ শহরের এক নার্সিংহোমে রোগীর পরিজনরা বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বাহাদুরগঞ্জ এলাকায় গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা সংগীতাদেবীর প্রসবযন্ত্রণা ওঠার পরে এই নার্সিংহোমে মঙ্গলবার বিকেলে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। তাঁর স্বামী বিনোদকুমার সিংয়ের অভিযোগ, 'তাঁর স্ত্রী রক্তাল্পতায় ভুগছিলেন। নার্সিংহোমের চিকিৎসককে তা জানানো সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ রক্তের বন্দোবস্ত না করে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে সংগীতাদেবীর সিজার করে দেয়। সিজারের পর প্রসূতির শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে।'

আবহাওয়া
বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২৮.০	২২.০
শিলিগুড়ি	৩৩.০	১৭.০
জলপাইগুড়ি	৩২.০	১৫.০
কোচবিহার	৩১.০	১৫.০
আলিপুরদুয়ার	৩১.০	১৫.০
মালদা	৩১.০	১৯.০
রায়গঞ্জ	৩১.০	১৮.০
গ্যাংটক	২২.০	১১.০

রূপকথার রাতে ভাসল মেরিন ড্রাইভ

প্রথম পাতার পর

জসপ্রীত বুমরাহদের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা গিয়েছে।

হয়তো তখনই বেকহ্যাম টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের তাঁর ফুটবল জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলেন। যা শোনার পর হয়তো কোহলিদের মনে হয়েছিল, ইংল্যান্ড ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ককে ক্রিকেটীয় স্কিল কাকে বলে, দেখাবেন। বোঝাবেন আসমুদ্রহিমাচলের বিরাট জনপ্রিয়তা। বেকহ্যামের সামনেই তাই একদিনের ক্রিকেটের ৫০ নম্বর শতরান করে শচীনকে 'গুরুদক্ষিণাও' দিলেন বিরাট। আরব সাগরের তীরে 'নয়া' আরব্য রজনী উপহার দিলেন তিনি। দোসর হিসেবে পেলেন শ্রেয়সকে। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ম্যাচে শতরান করেছিলেন তিনি। চিন্নাস্বামীর পর আজ ওয়াংখেড়েতেও একই কাজ করে দেখিয়ে শ্রেয়স বুঝিয়ে দিলেন, তিনি যে কোনও পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ নিতে জানেন। সাফল্যের চরৈবেতির চ্যালেঞ্জটা এবার অনেক আগেই নিয়ে ফেলেছে টিম ইন্ডিয়া। একদিনের বিশ্বকাপের মঞ্চে টানা নয় ম্যাচ জিতে অশ্বমেধের ঘোড়া হয়ে উঠে রোহিত শর্মারা প্রমাণ করে দিয়েছেন, ভারত বিশ্বকাপ জিততেই প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

টানা নয় ম্যাচের সাফল্যের চিত্রনাট্যে আজও কোনও বদল হয়নি। ওয়াংখেড়ের শুকনো বাইশ গজে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে বিন্দুমাত্র সময় নেননি অধিনায়ক হিটম্যান। ইনিংসের শুরু থেকেই ভারত অধিনায়কের আগ্রাসী ব্যাটিং, ছক্কা মারার নজির গড়ার মাধ্যমে আরব্য রজনীর 'ভারত শো' শুরু। পরে অধিনায়ক রোহিত ফেরার পর দলের যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিলেন কোহলি। আর বাকিটা ইতিহাস।

রেকর্ড ভাঙাগড়ার মায়াবী খেলার মাধ্যমে কোহলির শতরান। শচীনকে কুর্নিশ জানানো। পরে মাস্টার ব্লাস্টারের বিরাটকে জড়িয়ে ধরে প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়া। আরব সাগরের তীরে এমন আরব্য রজনী তো আগে দেখেনি দুনিয়া।

ঘাট সাফাই

কিশনগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : ছটপুজো উপলক্ষ্যে কিশনগঞ্জ পুরসভা শহরের রমজান নদীর ২৫টি ঘাটে সাফাই অভিযান শুরু করেছে। এছাড়া ঘাটগুলিতে আলো ও ডুবুরির ব্যবস্থা করা হবে। জেলার সবক'টি ঘাটে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো শুরু হয়েছে।

সিমেন্টের গুদাম সিল

কিশনগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : বিহারের পূর্ণিয়া পুলিশ গোলাপবাগ এলাকায় সাতডোম মহল্লার একটি সিমেন্টের গুদামে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে নকল সিমেন্ট ও পাঁচ হাজার খালি সিমেন্টের বস্তা বাজেয়াপ্ত করেছে। অভিযোগ, নামী ব্র্যান্ডের সিমেন্টের বস্তায় নকল সিমেন্ট ভরে বিক্রি করা হত। গুদামের মালিক সঞ্জিত আগরওয়ালের বিরুদ্ধে পুলিশ আভিযোগ দায়ের করেছে। কিন্তু সঞ্জিত পলাতক। গুদামটি প্রশাসন সিল করে দিয়েছে।

তৃণমূলের মিছিলে পুলিশকে নিগ্রহ

প্রথম পাতার পর

সাতদিনের মধ্যে মুস্তাফা গ্রেপ্তার না হলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করব।'

অন্যদিকে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিংকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

গত ২০ সেপ্টেম্বর ভরদুপুরে রাহিকে গুলি করে খুন করেছিল দুষ্কৃতীরা। প্রধানের সুপারি কিলিংয়ের পিছনে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা মুস্তাফার হাত আছে বলে জানায় পুলিশ। সেই খুনের ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হলেও মাস্টারমাইন্ড মুস্তাফা এখনও পলাতক। মুস্তাফার গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন প্রয়াত প্রধানের বাড়ির সামনে থেকে মাথায় ও হাতে কালো কাপড় বেঁধে তৃণমূলের নেতা, কর্মী ও সমর্থক সহ এলাকার সাধারণ মানুষ মিছিল শুরু করেন। 'ফাইট ফর জাস্টিস' লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে প্রচুর সংখ্যায় মানুষ মিছিলে শামিল হন। মিছিলকে সমর্থন করে এদিন এলাকার অধিকাংশ দোকানপাট সেই সময় বন্ধ রাখা হয়েছিল।

সেই মিছিল ফাঁড়ির কাছে পৌঁছাতেই আচমকা আন্দোলনকারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ফাঁড়ির গেট বন্ধ করে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা র‍্যাফ ও পুলিশ অফিসারদের লক্ষ্য করে স্লোগান উঠতে থাকে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগে মিছিলের একাংশ পুলিশের দিকে তেড়ে যায়। সেই সময় প্রণব নামের সেই অফিসার পরিস্থিতি আঁচ করতে সামনে আসতেই বিক্ষোভকারীদের একাংশ তাঁর কলার ধরে বুকের উপর সজোরে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

বেসামাল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তৃণমূল নেতাদের প্রচণ্ড বেগ পেতে হয়। শেষে ব্লক সভাপতি রসুল নিজে ফাঁড়ির কাছে পৌঁছে আন্দোলনকারীদের ধমকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। নেতাদের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভকারীরা শান্ত হয়ে ফাঁড়ি থেকে অল্প দূরে পার্টি অফিসের কাছে জমায়েত হন। তারপর রসুল সহ অন্যান্য নেতা এবং প্রয়াত প্রধানের তিন ছেলে স্মারকলিপি দিতে ফাঁড়িতে যান।

পুলিশকে তো তৃণমূল নেতারা সাতদিনের মধ্যে মুস্তাফাকে গ্রেপ্তার করার সময় বেঁধে দিয়েছে। তা না হলে এবার তৃণমূলের আন্দোলন কোন পথে গড়াবে, তা নিয়ে বর্তমানে এলাকায় চর্চা তুঙ্গে।

ন্যাশনাল ফাস্ট ফুড ডে

ব্যস্ত জীবনের মাঝে চটজলদি সুস্বাদু খাবারে ভরসা কিন্তু ফাস্ট ফুড আউটলেট। বেশিরভাগ মানুষই প্রায় রোজ ফাস্ট ফুডের ওপর নির্ভর করেন। ১৬ নভেম্বর ফাস্ট ফুড ডে পালিত হয়।

ভারত ভাগ্য বিধাতা...

ভারত ফাইনালে যেতেই আনন্দে মাতোয়ারা শহরবাসী। বাঘা যতীন পার্কে জাতীয় পতাকা নিয়ে উচ্ছ্বাস। (ডানদিকে) তুবড়ি জ্বালানো। বুধবার। ছবিগুলি তুলেছেন শান্তনু ভট্টাচার্য ও সূত্রধর।

হাকিমপাড়ায় কঙ্কাল উদ্ধারে নানা প্রশ্ন

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : হাকিমপাড়ার মতো জনবহুল এলাকায় পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে কীভাবে নরকঙ্কাল উদ্ধার হল, তা বুঝতে পারছেন না এলাকার মানুষ। গোটা এলাকায় এখন ঘুরপাক খাচ্ছে নানা প্রশ্ন, এতদিন ধরে যদি মৃতদেহটি ওখানেই থাকে তবে এলাকায় তেমন দুর্গন্ধ বের হল না কেন? যে মৃতদেহ সোমবার উদ্ধার হয়েছে, তা কি বাইরে থেকে এনে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে? অনেকে আবার বলছেন, এটা কোনও ভবঘুরের মৃতদেহ নয় তো? তবে অনেকেই বলছেন মৃতদেহের যা অবস্থা হয়েছিল তাতে কম করেও দুই থেকে তিন মাসের পুরোনো এই মৃতদেহ। কারণ মৃতদেহের অধিকাংশ অংশই কঙ্কালসার অবস্থায় মিলেছে। এলাকার কাউন্সিলার সুজয় ঘটকের বক্তব্য, 'এদিন সকালে ওয়ার্ডের অনেকেই আমাকে টেলিফোন করেছেন। পুলিশ মৃতদেহটি নিয়ে গিয়েছে। তারাই তদন্ত করে দেখছে।'

বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই গোটা শহরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কারণ হাকিমপাড়ার মতো সম্ভ্রান্ত এলাকায় যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, তবে অন্য পাড়াতেও এমন ঘটনা ঘটলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এদিন হাকিমপাড়া থেকে কঙ্কাল উদ্ধারের পর অনেকেই ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুজয় ঘটককে টেলিফোন করে পুরো ঘটনাটি শোনেন। তবে এলাকার মানুষ এই ঘটনার পর কিছুটা আতঙ্কের মধ্যেই রয়েছেন। তাঁরা বলছেন, একজন মানুষ মরে যাওয়ার পর যে গন্ধ বের হয়, তা তো তাঁরা পাননি। একবার মাস দেড়েক আগে দুর্গন্ধ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিলারকে বলার পর তাঁর উদ্যোগে ব্লিচিং পাউডার ছেটানো হয়। কিন্তু পরবর্তীতে আর দুর্গন্ধ বের হয়নি। এই নিয়ে সন্দেহ বাড়ছে এলাকায়।

> আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। কীভাবে মৃতদেহটি ওখানে এল, কিংবা মৃতদেহ ওখানে পড়ে থাকলেও কেন দুর্গন্ধ বের হল না। পুরোটাই রহস্যজনক।
>
> –পার্থ দেব, *তৃণমূল নেতা*

এলাকার বাসিন্দা বুলন ঘোষের বক্তব্য 'আমি তো জানতামই না এরকম ঘটনা ঘটেছে। পরে পাশের বাড়ির একটি ছেলে আমাকে বলল এই ধরনের ঘটনা। আমাদের এলাকায় এই ঘটনায় কিছুটা অবাকই হয়েছি। বুঝতে পারছি না কীভাবে এই ঘটনা ঘটল। তবে ঘটনাস্থলের উলটোদিকের ফ্ল্যাটে থাকলেও আমরা কোনওদিন দুর্গন্ধ পাইনি।'

১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা তৃণমূল নেতা পার্থ দেব বলেন, 'আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। কীভাবে মৃতদেহটি ওখানে এল, কিংবা মৃতদেহ ওখানে পড়ে থাকলেও কেন দুর্গন্ধ বের হল না। পুরোটাই রহস্যজনক।' ওয়ার্ডের বাসিন্দা সন্ধ্যারানি বিশ্বাসের বক্তব্য, 'আমাদের ওয়ার্ডে এরকম কোনওদিন শুনিনি। এখন তো একটু ভয়ই লাগছে। কোথায় যে কী হয়ে যাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

নিষিদ্ধ ডিজে নিয়ে বিসর্জন, নির্বিকার পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : আশঙ্কাই সত্যি হল। বুধবার থেকে শুরু হওয়া কালীপুজোর বিসর্জনের সঙ্গে শিলিগুড়ি শহরজুড়ে ডিজে বক্সের দাপাদাপি শুরু হয়ে গিয়েছে। সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ডিজে বক্স বাজেয়াপ্ত করতে কেন পুলিশ প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করছে না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। নৌকাঘাট, লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাট, চম্পাসারিতে মহানন্দা নদীর ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন চলাকালীন চলেছে ডিজের দাপাদাপি। সাহু নদীতে বিসর্জন চলাকালীনও একই ছবি চোখে পড়েছে। বিগত বছরগুলিতে পুলিশের তরফে বিভিন্ন জায়গায় ডিজে বক্স ভাড়া দেওয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করা হয়েছিল। কিন্তু এবছর পুলিশের তরফে সেভাবে ডিজের বিরুদ্ধে অভিযান হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি রূপক দে সরকারের বক্তব্য, 'পুলিশ প্রশাসন কয়েকটি ডিজে বক্স বাজেয়াপ্ত করে জরিমানা করলেই ডিজে ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাবে। রাজ্য সরকার নিয়ম করে রাস্তায় ডিজে বক্স ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। বক্স থেকে যে বিকট আওয়াজ বের হয়, তা মারাত্মক। তাছাড়া, শহরে কেউ পুলিশের অনুমতি ছাড়া পদযাত্রা বা সভা করতে পারে না। সেখানে নিষিদ্ধ ডিজে বক্স নিয়ে মাতামাতি হলেও কেউ দেখার নেই।'

বৃহস্পতিবারের মধ্যে শিলিগুড়ি শহরের সমস্ত কালী প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ আগামী রবিবার ছটপুজো। সেজন্য তড়িঘড়ি সমস্ত ছটঘাট পরিষ্কার করার তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে, ছটপুজোর সময়ও ব্যাপকভাবে নদীর ঘাটে ডিজে বাজানো হয়। ছটপুজোর জন্য ডিজে বক্সের বুকিংও করা হয়েছে। ছটপুজো চলাকালীন পুলিশের তরফে সেভাবে কোনও পদক্ষেপ করার নজির নেই। এবিষয়ে অবশ্য পুলিশের এক কর্তা জানান, ডিজের বিরুদ্ধে অভিযান হচ্ছে। সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আশিস ব্রহ্মর কথায়, 'সবুজ বাজির বিষয়টি অনেক মানুষ জানতেন না। সেকারণে নিষিদ্ধ বাজি কিনে ফেলেছেন। কিন্তু ডিজে যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ তা সিংহভাগ মানুষের জানা রয়েছে। কালীপুজোর আগে নিষিদ্ধ শব্দবাজি ও ডিজের বিরুদ্ধে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মিলে শহরে মিছিল করেছিলাম। কিন্তু তারপরও পুলিশ প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।'

পুজোর পরেও রাস্তায় জঞ্জাল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : দীপাবলির দু'দিন পেরিয়ে গেলেও শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে এখনও ছড়িয়ে রয়েছে কলা গাছ, ফুলপাতা। পরিস্থিতি এমনই যে একাধিক রাস্তায় ফুল-বেলপাতা ছড়িয়ে থাকায় তার ওপর দিয়েই চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয় মানুষজন। পুরনিগমের ১, ৩, ৪, ৫ সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের শুধু অলিগলিই নয়, বর্ধমান রোড-এসএফ রোডের ফুটপাথেও বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা কলা গাছ, ফুল-বেলপাতা পুর প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। গোটা বিষয়টায় অবশ্য স্থানীয় দোকানদার, বাসিন্দাদের ওপরই দায় ফেলছেন পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে।

মানিকের দাবি, 'অন্যবার দীপাবলির পরেরদিনই দোকানদাররা কলা গাছ, ফুল-বেলপাতা ফেলে দেন। তবে এবারে দেখা গিয়েছে অনেকে দু'দিন পর এদিন সন্ধ্যায় ও সকালে ফেলেছে।' মানিকের সংযোগ, 'এরমধ্যেই কালী ঠাকুরের বিসর্জন শুরু হয়ে যাওয়ায় সাফাইকর্মীদের একটা টিম নদীঘাটে রাখতে হচ্ছে। ছটঘাটও তৈরি করতে হচ্ছে। তাই ওয়ার্ডগুলোতে যে সাফাইকর্মীদের টিম রয়েছে, কাউন্সিলারদের উচিত তাঁদের দিয়ে কাজ করানো।'

সন্তোষীনগরের রাস্তায় এখনও আবর্জনা। বুধবার।

দীপাবলির পরদিনই দোকানের কলা গাছ, ফুল-বেলপাতা ফেলা হলেও ঠিকমতো পরিষ্কারই হয়নি বলে অভিযোগ করছেন স্থানীয় বাসিন্দা-ব্যবসায়ীরা। এদিন পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগর রোড এলাকায় যেতে দেখা গেল, বেহাল পরিস্থিতি। রাস্তার একাংশে ছড়িয়ে রয়েছে ফুল-বেলপাতা। কলা গাছ খাওয়ার চেষ্টা করছে গোরু। যাকে কেন্দ্র করে গোটা রাস্তায় আরও ছড়িয়ে পড়ছে পুজোর ওই সামগ্রীগুলো। কবে ফেলেছিলেন কলা গাছ, ফুল-বেলপাতা? দোকানের সামনে ছড়িয়ে থাকা ওই সামগ্রীগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই ক্ষোভ উগরে দিলেন বিনোদ মাহাতো। তিনি বলছিলেন, 'দীপাবলির পরদিনই দোকানের সামনে রাস্তার ধারে সব ফেলে দিয়েছিলাম। তবে এখনও পরিষ্কারই হল না।' যদিও ওই ওয়ার্ড কাউন্সিলার অনীতা মাহাতোর বক্তব্য, 'আমাদের সমস্ত রাস্তাই পরিষ্কার রয়েছে। সব দীপাবলির পরদিনই পরিষ্কার করে দিয়েছি।' যদিও ওয়ার্ডে থাকা সাফাইকর্মীদের টিমেও কর্মীর অভাবেই এই পরিস্থিতি বলে স্বীকার করে নিচ্ছেন পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক। বুধবার ওই ওয়ার্ডে ঘুরেও রাস্তার যত্রতত্র কলা গাছ, ফুল-বেলপাতা পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। সঞ্জয়ের কথায়, 'আমাদের ওয়ার্ডের সাফাইকর্মীর মোট সংখ্যা ২৩। সেখানে যদি রবিবারের হিসেবই ধরা যায়, তাহলে নয়জনেরও বেশি সাফাইকর্মী অনুপস্থিত ছিল। সেকারণেই এখনও রাস্তার এদিক-ওদিক কলা গাছ, ফুল-বেলপাতা পড়ে রয়েছে।' যদিও এই সামগ্রীর দ্রুত পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, বলছেন অঙ্কিতা মাহাতো, রাজীব শর্মারা। তাঁদের কথায়, 'পুজোর ওই সামগ্রীগুলোও পচতে থাকায় আরও খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।' সবমিলিয়ে, কবে সমস্তটা পরিষ্কার হয়, সেটাই এখন দেখার।

নির্মীয়মাণ মণ্ডপে ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : বুধবার সকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। জগদ্ধাত্রীপুজোর নির্মীয়মাণ মণ্ডপে ওই দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতের নাম রামু দাস (৬৫)। তিনি শিলিগুড়ির ইসকন মন্দির রোড এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতেন বলে জানা গিয়েছে। গত দু'দিন ধরে ওই নির্মীয়মাণ মণ্ডপ দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন। স্থানীয় কাউন্সিলার শ্রাবণী দত্ত বলেন, 'আমাদের এখানে বিভিন্ন বাড়িতে নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতেন একসময়। দু'দিন আগে তিনি ওই মণ্ডপ দেখভালের কাজ নিয়েছিলেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।'

বুধবার সকালে স্থানীয় এক বধূ বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখেন মণ্ডপে ব্যবহৃত বাঁশে একটি দেহ ঝুলছে। খবর চাউর হতেই এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে চলে আসেন। খবর যায় কাউন্সিলারের কাছে। কাউন্সিলার শ্রাবণী দত্ত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এরপর তিনিই খবর দেন পুলিশকে। তারা এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

ছটে চাহিদা বাড়ছে ঝুড়ি, কুলোর

পারমিতা রায় ও মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : একসময় সারাবছর চাহিদা থাকলেও বর্তমানে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাটির উনুন, চালন-কুলো, ঝুড়ির তেমন প্রয়োজন হয় না। তবে ছটপুজো এলেই বাজারে কদর বাড়তে শুরু করে পরিবেশবান্ধব এইসব সামগ্রীর। সেই কারণে একদিকে দোকানগুলোতে জায়গা দখল করতে শুরু করেছে এই সামগ্রীগুলো। অন্যদিকে বাড়তি কিছু উপার্জনের চাহিদায় অনেকেই অস্থায়ী পসরা সাজিয়ে বসেছেন শহর ও শহরতলির বহু জায়গাতেই।

রেওয়াজ রয়েছে ছটপুজোতে মাটির উনুনে রান্নার। ক্রেতাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে শহরের বর্ধমান রোডে নানা আকারের উনুন নিয়ে বসেছেন অনুজ শাহ। এখন আর ব্যবসা ভালো নেই বলে জানান তিনি। অন্য এক ব্যবসায়ী ডলি শাহ'র বক্তব্য, 'একটা সময় উনুন বিক্রি করে দুপুরে খাওয়ার সময় পেতাম না। তবে এখন আর সেই বিক্রির অর্ধেকও নেই।' কয়েক বছর আগেও শহরের চার নম্বর ওয়ার্ডের মহারাজা কলোনির অনেকে মাটির উনুন তৈরি ও বিক্রির পেশায় যুক্ত ছিলেন। এখন অবশ্য সংসার চালানোর দায়ে পেশা বদলেছেন অনেকেই। বলছিলেন অতনু শাহ। অন্যদিকে পেশা আঁকড়ে রয়েছেন পম্পা মাহাতো ও সুধীর মাহাতো। এই দম্পতির কথায়, আগে এই দিনগুলোতে দিনে দু'হাজার উনুন বিক্রি হত, এখন শ-খানেক হয়।

শিলিগুড়ি থানা মোড়ের সামনে বাঁশের সামগ্রীর কেনাবেচা। ছবি : সূত্রধর

> বাঁশের তৈরি এই সমস্ত জিনিসের বেশির ভাগই আমবাড়ি, রাজগঞ্জ, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ির মতো গ্রামীণ এলাকা থেকে আসে।
>
> –অসীম কুণ্ডু, *ব্যবসায়ী*

অন্যদিকে এইসময় বাজারে চাহিদা বেড়েছে বাঁশের তৈরি ঝুড়ি, চালন-কুলোর মতো সামগ্রীর। এমনিতে বছরের অন্যসময় এই সমস্ত সামগ্রী কার্যত প্রয়োজনই হয় না কারও। তবে এগুলো ছাড়া ছটপুজো সম্ভবই নয়, বক্তব্য নিউ জলপাইগুড়ির শর্মিলাদেবীর। বর্তমানে শহরের মহাবীরস্থান, কলাহাটি বাজার, চম্পাসারি, বিধান মার্কেটে এই সমস্ত সামগ্রীতে ছেয়ে গিয়েছে। একই অবস্থা সাউথ কলোনি বাজার, ইস্টার্ন বাইপাসের বহু দোকানের। সাউথ কলোনির অসীম কুণ্ডু বলেন, 'বাঁশের তৈরি এই সমস্ত জিনিসের বেশির ভাগই আমবাড়ি, রাজগঞ্জ, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ির মতো গ্রামীণ এলাকা থেকে আসে।' এছাড়াও প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের বহু শ্রমিক বাঁশ কিনে শিলিগুড়িতেই তৈরি করেন এই সমস্ত সামগ্রী। সেরকমই একজন রামেশ্বর কামতি বলেন, 'বছরের অন্য সময় মশলা, আতপ চাল ইত্যাদি ঘুরে বিক্রি করি। তবে দুর্গাপুজোর আগে থেকেই আমরা কয়েকজন বাঁশ কিনে ঝুড়ি, কুলো এগুলো বানাতে শুরু করি।' এই বছর বাজারে বড় ঝুড়ি গড়ে ১৫০-২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আবার চালন-কুলো আয়তন অনুযায়ী ৬০ টাকা থেকে ১০০ অথবা ১২০ টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে। সুযোগ বুঝে গ্রামের দিকে বাঁশের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেন রুস্তম মহম্মদ। দীর্ঘদিন থেকে গোটা বাঁশ বিক্রির ব্যবসা তাঁর। রাজগঞ্জের বলরাম এলাকার বাসিন্দা রুস্তমের কথায়, 'শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় মূলত রাজগঞ্জ ব্লক ও ধূপগুড়ি এবং ময়নাগুড়ির বাঁশ আসে। উৎসবের এই সময় দাম কিছুটা বাড়িয়েই দেওয়া হয়। এছাড়া ছটঘাট তৈরিতেও কাঁচা বাঁশের প্রয়োজন। সব মিলিয়ে বছরের অন্য সময় কদর না থাকলেও ছটপুজোকে কেন্দ্র করে কিন্তু গ্রাহক টানতে প্রস্তুত এই সমস্ত সামগ্রী।

তিনের লক্ষ্যে

বিরাট কোহলির শতরানের পর উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন শচীন তেন্ডুলকারের। তাঁকেই ৫০ নম্বর শতরান উৎসর্গ বিরাট কোহলির। স্ত্রী অনুষ্কার সাবাশি কিং কোহলিকে। প্রত্যুত্তরে উড়ন্ত চুমু উপহার।

ঐতিহাসিক ৫০তম শতরানের পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ বিরাট কোহলির। বুধবার। ছবি : এএফপি

নজরে পরিসংখ্যান

৫০
ওডিআইয়ে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৫০তম শতরান বিরাট কোহলির। পেরিয়ে গেলেন শচীন তেন্ডুলকারের ৪৯ শতরানের নজির।

৭১১
প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এক বিশ্বকাপে ৭০০ রানের গণ্ডি টপকালেন বিরাট কোহলি। ২০০৩ সালে শচীন তেন্ডুলকার করেছিলেন ৬৭৩ রান।

৮
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিরাট অষ্টম অর্ধশতরান পেলেন। ২০০৩ সালে শচীন ও ২০১৯ সালে সাকিব আল হাসান সাতটি করে পঞ্চাশ করেছিলেন।

১৯
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআইয়ে যুগ্ম সর্বাধিক ১৯ ছক্কা মারার রেকর্ড করল ভারত। ২০১৩ সালে বেঙ্গালুরুতে অস্ট্রেলিয়াও মেরেছিল ১৯ ছক্কা।

৫১
ওডিআই বিশ্বকাপে ৫১ ছক্কা মারলেন রোহিত শর্মা। টপকে গেলেন ক্রিস গেইলের ৪৯ ওভার বাউন্ডারির রেকর্ড।

২
টিম সাউদি দ্বিতীয়বার ওয়ান ডে-তে ১০০ বা তার বেশি রান দিলেন। ২০০৯ সালেও ক্রাইস্টচার্চে ভারতের বিরুদ্ধেও একশোর বেশি রান দিয়েছিলেন।

১৪
চলতি বছরে রোহিত ১৪ বার শুভমান গিলের সঙ্গে পঞ্চাশ বা তার বেশি রানের জুটি গড়লেন।

২৮
এক ওডিআই বিশ্বকাপে রোহিত সর্বাধিক ২৮ ছক্কা মারলেন। এখানেও তিনি টপকেছেন গেইলের (২৬) নজির।

৩৯৭
ওডিআই বিশ্বকাপের নকআউটে সর্বাধিক ৩৯৭/৪ স্কোরের নজির গড়ল ভারতীয় দল। পেরিয়ে গেল ২০১৫ সালে নিউজিল্যান্ডের ৩৯৩/৬ স্কোর।

৬৭
শ্রেয়স আইয়ার ৬৭ বল নিলেন শতরানে পৌঁছাতে। যা ওডিআই বিশ্বকাপের নকআউটে দ্রুততম।

বিরাটপ্রেমে মজে বেকসও

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর : ক্রিকেট খেলাটার নাম শুনেছেন। কিন্তু অতীতে কখনও মাঠে বসে দেখা হয়নি।

ভারত দেশটারও নাম শুনেছেন আগেই। কিন্তু এলেন এই প্রথম।

দুই নতুন অভিজ্ঞতা আজ প্রথম হল কিংবদন্তি ডেভিড বেকহ্যামের। আর নতুন অভিজ্ঞতার মঞ্চেই একসঙ্গে জোড়া প্রেমে পড়ে গেলেন তিনি।

দুই দিন আগে গুজরাটের আহমেদাবাদে হাজির হয়েছিলেন। সেখান থেকে গতকাল বেলার দিকে মুম্বই পৌঁছেছেন বেকহ্যাম। ইউনিসেফের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে প্রথমবার ভারতে হাজির হয়ে ভালো লেগেছে বেকসের। আজ বেলার দিকে একদিনের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের মঞ্চ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছিলেন বেকহ্যাম। ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নিয়ে খেলা শুরুর আগে মাঠে হাজির হলেন। শচীনের সঙ্গে ক্রিকেট থেকে শুরু করে নানা বিষয় নিয়ে আড্ডাও দিয়েছেন তিনি। এমনকি বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, মহম্মদ সিরাজ, জসপ্রীত বুমরাহদের সঙ্গেও তাঁকে কথা বলতে দেখা গিয়েছে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচ শুরুর আগে। এমনকি টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করা টিম ইন্ডিয়ার ইনিংস শেষের পর সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ক্রিকেট ঈশ্বরের সঙ্গে ফুটবল দেবতার টক শো-ও হয়েছে আজ।

ভারত দেশটা কেমন লাগছে? প্রথমবার ক্রিকেট মাঠে হাজির হওয়ার অভিজ্ঞতাই বা কেমন?

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বাছাই করা কিছু সংবাদমাধ্যমের সামনে হাজির হয়ে এমন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন প্রাক্তন ইংরেজ ফুটবল অধিনায়ক। বলেছেন, 'ক্রিকেট খেলার বিষয়ে বিশদে না জানলেও খেলার সম্পর্কে একেবারে অপরিচিত নই আমি। আমাদের দেশে ক্রিকেটের ভালোরকম চল রয়েছে। তবে বিশ্বকাপের আসরে এই প্রথমবার হাজির হলাম। ভারতেও প্রথম আসা। খুব ভালো লাগছে এখানে এসে। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভরা গ্যালারির সামনে ক্রিকেট ম্যাচ দেখে আমি উত্তেজিতও।' ভারতীয় ইনিংসের শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে শচীনের সঙ্গে টক শো-তে দেখা গিয়েছে বেকহ্যামকে। সেখানে লিটল মাস্টারের সঙ্গে জার্সি অদলবদলও করেছেন তিনি। পরে বেকহ্যাম বলেছেন, 'ভারতে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার কথা আমি আগে শুনেছি। প্রথমবার ভারতে হাজির হয়ে ক্রিকেট মাঠে বসে খেলা দেখার পর টের পেলাম এদেশে ক্রিকেট কতটা জনপ্রিয়। দারুণ লাগছে এখানে হাজির হতে পেরে।'

ক্রিকেটের টেকনিকাল বিষয় সম্পর্কে খুব একটা অবহিত নন বেকস। যদিও আজ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ভরা গ্যালারির সামনে বিরাট কোহলির মায়াবী শতরানের ইনিংস তাঁর ভালো লেগেছে। হয়তো আগামীদিনে বেকহ্যাম ফের ভারতে হাজির হয়ে ক্রিকেট দেখবেন। ততদিনে হয়তো শচীন-বিরাটদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

ডেভিড বেকহ্যামের সঙ্গে খোশগল্পে মেতে বিরাট কোহলি। শচীন তেন্ডুলকারকে আলিঙ্গন প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়কের।

সবদিক থেকে সম্পূর্ণ রোহিতরা

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

বিরাট প্রশংসায় মহারাজ

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : এখানে আজ এত ক্যামেরা কেন?

প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়ে নিজেই হেসে ফেলেন। সম্ভবত এই কেন'র উত্তর যেহেতু তাঁরও জানা। তাই প্রশ্নটা যে শুধুই করার জন্য করা, সেটা বুঝেই এই হাসি। এদিনটা ইডেন থেকে দূরে থাকতে চাননি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মুম্বই থেকে দূরে বসেও ম্যাচের উত্তাপ নিতে ক্রিকেটের মাঝে বসেই নেওয়ার চেষ্টা। ক্লাব হাউসে চলে এসেছিলেন সন্ধ্যা নামার অনেক আগেই। তখন বিরাট পঁচাত্তরের কোটায়।

সভাপতির ঘরে বসে বিরাট কোহলির ইনিংস দেখতে বসে আর নড়তে পারেননি।

বাইরে বেরোলেন একেবারে শ্রেয়স আইয়ারের শতরানের পর। বিরাটের ইনিংস নিয়ে যে প্রশ্ন উঠতেই শেষ করতে দেন না, 'দূর্দান্ত! ৫০টা শতরান! ভাবা যায় না। কী অসাধারণ কৃতিত্ব!' প্রশংসাবাক্য যেন শেষ হতে চায় না মহারাজের।

সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ার অনুশীলনে আসার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তাদের আসার কোনও খবর না থাকায় ভারতের ইনিংস শেষ হতেই বেরিয়ে গেলেন। তবে ইডেনে এসে শুধু বিরাট-শ্রেয়সদের ব্যাটিং তাণ্ডব দেখাই নয়। বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে পিচ দেখতে গেলেন সুজন মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে। খানিকক্ষণ কথাবার্তা বললেন ইডেনের প্রবীণ পিচ কিউরেটরের সঙ্গে। স্বাভাবিকভাবেই মুম্বইতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালের আগে তৈরি হওয়া পিচ বিতর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠলই তাঁর সামনে। চারিদিকে লেখালেখি হচ্ছে এই নিয়ে। সৌরভের সটান জবাব, 'কী লেখালেখি হচ্ছে সেটা আমি জানি না। তাই এই নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে পারব না। তবে পিচ তো ভালোই।' এরপর তিনি যোগ করেন, 'পিচ তো ভালোই। যেটায় খেলা হচ্ছে সেটা তো দেখে ভালো বলেই মনে হচ্ছে। দু'দলের জন্য একই হবে। আমার তো কিছু খারাপ মনে হচ্ছে না এই পিচ দেখে।'

বিরাট কোহলির বিরাট কৃতিত্বের পাশাপাশি উঠে এল শ্রেয়সের শতরানের প্রসঙ্গও। নীল-সাদা চেক শার্ট পরা সৌরভের মুখে ঝকঝকে হাসি, 'শ্রেয়সও দূর্দান্ত খেলল। শ্রেয়স, রোহিত, গিল, প্রত্যেকে অসাধারণ খেলছে। স্পিনার-ফাস্ট বোলাররা দারুণ ছন্দে আছে। ভালো বল করছে। গোটা দলটাই অসম্ভব প্রতিভাবান। বলা যেতে পারে একটা সম্পূর্ণ দল। কোথাও খামতি নেই।' এসব বলার পরেও তাঁর সময়ের ২০০৩-এর দলটার সঙ্গে কোনও তুলনায় যেতে রাজি হলেন না মহারাজ। একইভাবে বারবার প্রশ্নের পরেও রোহিত শর্মার হাতেই কাপটা দেখতে পাচ্ছেন কি না তা নিয়েও ভাসা ভাসা উত্তর এল তাঁর কাছ থেকে, 'একটা একটা করে হোক না। আগে আজকের ম্যাচটা জিতুক। সেমিফাইনালের পরেই না হয় ফাইনাল নিয়ে ভাবা যাবে।'

বারবার আইসিসি ট্রফির সামনে থেকে ফিরতে হয়েছে ভারতকে। আর তেমন কিছু না হোক, প্রতিটি ভারতবাসীর মতো তিনিও এটা চাইছেন বলেই হয়তো আগাম কিছু না বলে আনন্দটা তুলে রাখতে চাইলেন রোহিত-বিরাটদের হাতে কাপ ওঠা পর্যন্ত।

ইডেন গার্ডেন্সের পিচ কেমন হল? দেখছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছবি : ডি মণ্ডল

বিরাট-শ্রেয়সের ব্যাটে 'মানরক্ষা' আইসিসি-র

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর : ইঙ্গিত ছিল আগেই। ভারতীয় দলেরও চাহিদা ছিল।

কিন্তু সেটা নিয়ে এমন ধুন্ধুমার বিতর্ক তৈরি হবে, বোঝা যায়নি।

'হোম অ্যাডভান্টেজ'। ক্রিকেটে খুব চালু একটি কথা। 'রূপকথাও' বলা যেতে পারে। ইতিহাস বলছে, যখন যে দেশে খেলা হয়, সেই দেশ পিচ ও পরিবেশের বাড়তি সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে। এমন ভাবনা, পরিকল্পনা সঠিক না ভুল, তর্ক কম হয়নি দুনিয়ায়। কিন্তু তারপরও প্রথাটা বদলায়নি।

দিন দুয়েক আগে মুম্বইয়ে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের সেমিফাইনাল ম্যাচ কভার করার জন্য মুম্বই পৌঁছানোর পরই ওয়াংখেড়ের পিচ নিয়ে কিছু তথ্য সামনে এসেছিল। ইঙ্গিত ছিল, টিম ইন্ডিয়া ওয়াংখেড়ের 'ফ্রেশ' পিচে খেলতে চাইছে না। আগের ম্যাচে ব্যবহার হওয়া বাইশ গজ চাইছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। শুধু তাই নয়, টার্নারের আবদারও ছিল টিম ইন্ডিয়ার তরফে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এমন সম্ভাবনার প্রতিবেদন প্রকাশিতও হয়েছিল। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র পিচ কমিটির প্রধান অ্যান্ডি অ্যাটকিনসনের সঙ্গে স্থানীয় কিউরেটরের পিচ নিয়ে মতের অমিল, বিলেতের এক অভিজাত দৈনিকে আজ এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হতেই হইচই। দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে আইসিসি। আর সবশেষে বিরাট কোহলির ওয়ান ডে ক্রিকেটে ৫০তম শতরানের মাধ্যমে মানরক্ষা আইসিসির।

পিচ বিতর্ক

সঙ্গে নিজেদের ঘাড় থেকে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার চেষ্টাও!

ভারতীয় দলের চাহিদা অনুযায়ী ওয়াংখেড়েতে সেমিফাইনাল শুরুর পরই আইসিসি-র তরফে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়, 'শেষ সময়ে পিচ বদল ক্রিকেটে নতুন নয়। আগেও অনেকবার হয়েছে। আইসিসির পিচ পরামর্শদাতার সঙ্গে আলোচনা করেই স্থানীয় কিউরেটর পিচ বদল করেছেন। আশা করা হচ্ছে, পিচ খারাপ আচরণ করবে না।' ওয়াংখেড়ের বাইশ গজে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে কোহলি-শ্রেয়স আইয়ারদের দাপটে রানের এভারেস্ট গড়ে পিচ বিতর্ক পিছনের সারিতে পাঠিয়ে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। বিরাট ধামাকায় তাই পিচ বিতর্ক এখন অতীত।

শতরানের পর শ্রেয়স আইয়ার। বুধবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

সেরা ক্রিকেট খেলছে ভারত : উইলিয়ামসন

ক্যাচ মিস করে মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছিল সামির

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর : স্বপ্নের রাত। স্বপ্নপূরণের রাত। খেতাবের দিকে এগিয়ে চলার রাত!

লকি ফার্গুসনের ক্যাচ উইকেটের পিছনে লোকেশ রাহুলের তালুবন্দি হতেই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামজুড়ে উচ্ছ্বাস। সেমিফাইনালের 'অভিশাপ' পার করে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত। টিম ইন্ডিয়ার ফাইনালে ওঠার জন্য বিরাট কোহলি যেমন ইনিংস গড়ার কাজ করে ৫০ নম্বর শতরান করেছেন, তেমনই বিশ্বকাপে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সেরা পারফরমেন্স করে দলের জয় নিশ্চিত করেছেন মহম্মদ সামি।

৬ ম্যাচে ২৩ উইকেট। বিশ্বকাপে সামি ম্যাজিক চলছে। পুনেতে বাংলাদেশ ম্যাচে হার্দিক পান্ডিয়া চোট না পেলে প্রথম একাদশে সুযোগই পেতেন না সামি। ধরমশালায় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম সুযোগেই বাজিমাত করেছিলেন তিনি। তারপর থেকে ভারতের বিশ্বজয়ের সম্ভাবনার মূল কারিগর হয়ে উঠেছেন সামি। ওয়াংখেড়েতে আজ সহজ ক্যাচ মিসের পর বল হাতে ভেলকি দেখিয়েছেন। নিয়েছেন মোট ৭ উইকেট। হয়েছেন ম্যাচের সেরা। পরে ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিয়ে সামি বলেছেন, 'কে জানে পরে আবার কবে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার সুযোগ আসবে। তাই আজ যখন আমরা ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছি, তখন খেতাবের সুযোগ আর হাতছাড়া করতে চাই না।' ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও সামির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ম্যাচ শেষে রোহিত বলেছেন, 'সামি অসাধারণ। যেভাবে বল হাতে নিয়মিত আমাদের ভরসা দিচ্ছে, উইকেট নিচ্ছে, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। শুধু সামি কেন, ক্রিকেটের সব বিভাগেই ধারাবাহিকভাবে ভালো করছি আমরা। যদিও ফিল্ডিং আজ বিশেষ ভালো হয়নি। কিছু ক্যাচ হাতছাড়া করেছি আমরা।'

চলতি ওডিআই বিশ্বকাপের সর্বাধিক উইকেট শিকারি মহম্মদ সামির গর্জন। বিশ্বকাপে প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি ৭ উইকেট নিলেন।

কেন উইলিয়ামসনের সহজ ক্যাচ মিস করে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়েছিলেন সামিও। পরে বল হাতে ভুল শুধরে নিয়েছেন। সামির কথায়, 'ক্যাচ মিস করা উচিত হয়নি আমার। মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছিল। পরে বল হাতে সামলে নিয়েছি। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম আমি। সেটাই কাজে লাগিয়েছি।' সামি যখন বল হাতে সুযোগ কাজে লাগিয়ে ম্যাচের সেরা হওয়ার পর খেতাবের স্বপ্ন দেখছেন, তখন সেমিফাইনালে হেরে কিউয়ি অধিনায়ক উইলিয়ামসন স্বীকার করে নিয়েছেন, সেরা দল হিসেবে সেরা ক্রিকেট খেলছে ভারত। নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'সেরা দল হিসেবে সেরা ক্রিকেট খেলছে ভারত। ওদের হারানো খুব কঠিন।'

ফাইনালে ওঠার ম্যাচে পিচ অঙ্ক দুই শিবিরে

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

বিশ্বকাপে আজ দ্বিতীয় সেমিফাইনাল
অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
দুপুর ২টা, কলকাতা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : রাত ফুরোলেই মেগা ম্যাচ।

ফাইনালের টিকিট আদায়ের দ্বৈরথ। যদিও চব্বিশ ঘণ্টা আগে ইডেন গার্ডেন্স-মহড়াতে তার কোনও তাপ-উত্তাপ নেই!

ভারত-নিউজিল্যান্ড প্রথম সেমিফাইনালে চোখ গোটা ক্রিকেট দুনিয়ার। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মেন ইন ব্লু ব্যাটারদের দাপট, বিরাট কোহলি-ম্যানিয়া, শ্রেয়স আইয়ার-রোহিত শর্মাদের রণহুংকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকল।

মেগা যুদ্ধের আগে নিরুত্তাপ ইডেন

দ্বিতীয় সেমিফাইনালের যুযুধান দুই শিবির অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকাও কি আচ্ছন্ন সেই ম্যানিয়ায়?

বৃহস্পতিবারের ইডেন-ডুয়েলের আগের দিন চূড়ান্ত প্রস্তুতির হালহকিকতে অন্তত তারই প্রতিফলন। আধা-দল নিয়ে দুপুরে দায়সারা অনুশীলন দক্ষিণ আফ্রিকার। দ্রুত সেই পাট চুকিয়ে হোটেলের পথে। অস্ট্রেলিয়া দলের গোটা দিনের ইডেন-সূচি আরও অবাক করবে।

চলতি বিশ্বকাপের প্রথা ভেঙে সকাল সাড়ে দশটায় সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য নন্দনকাননে হাজির প্যাট কামিন্স। দুপুর তিনটে নাগাদ অজি সাপোর্ট স্টাফদের চার-পাঁচজন উপস্থিত পিচ পর্যবেক্ষণে। দল বেঁধে পিচের নাড়ি টিপে হালহকিকত বোঝার চেষ্টা অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড, ড্যানিয়েল ভেত্তোরিদের। সন্ধে ৬টায় অনুশীলন করার কথা থাকলেও, সাতটা নাগাদ এলেন মাত্র দুই-তিনজন!

মিনিট তিরিশের গয়ংগচ্ছ অনুশীলনে ইতি প্রাক-সেমিফাইনালের প্রস্তুতি!

ফাইনালের টিকিট আদায়ের আগেই কি খেতাবি যুদ্ধে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে দেখে নেওয়ার তাগিদ! প্রশ্ন উঠতেই পারে। দুই দলের বদলে বরং অনেক বেশি তৎপরতা দেখা গেল মাঠকর্মীদের মধ্যে। আলাদাভাবে নজর কাড়ছিল একাধিক সুপার সপারের ড্রেস রিহার্সাল! সৌজন্যে আগামীকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাস।

বুধবার থেকেই নিম্নচাপের প্রভাব ইডেনের আকাশে। মেঘের আনাগোনায় অশনিসংকেত। বৃষ্টি বিঘ্ন ঘটাতে পারে। আগাম প্রস্তুতিতে রাতের ইডেনে সুপার সপার নিয়ে মাঠে অবিরাম চক্কর।

দুই শিবিরের নিরুত্তাপহীন মানসিকতার মধ্যে সন্ধের ইডেনের মূল আকর্ষণ একজনই- সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতীয় ইনিংসের স্বাদ নিয়েই সোজা ইডেনে। একাই মাঝের বাইশ গজে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বাউন্ডারি লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে কথা বললেন পিচ প্রস্তুতকারক সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ফেরার আগে বিরাট-ইনিংস নিয়েও নিজের উচ্ছ্বাস গোপন রাখেননি।

ব্যাটিংয়ের ফাঁকে শারীরিক কসরতে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ট্রাভিস হেড। ইডেন গার্ডেন্সে বুধবার। ছবি : এএফপি

মুখোমুখি
ম্যাচ ১০৯
অস্ট্রেলিয়া ৫০
দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৫
টাই ৩ | নো রেজাল্ট ১

অস্ট্রেলিয়া সমর্থকদের জন্য সকালেই সুখবর দিয়ে যান কামিন্স। জানিয়ে দেন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে কোনওরকম সংশয় নেই। মূলত রুটিন চেকআপ, সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবেই স্ক্যান করানো হয় গতকাল। সেখানে কিছুটা দোটানা দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাকে নিয়ে। প্রোটিয়া দলপতি নিজেই একশোভাগ নিশ্চিত নন। খেলার জন্য মুখিয়ে থাকলেও, অনিশ্চয়তার কথা স্বীকার করে নিলেন। নেট প্র্যাকটিসে আবার কিছুটা অস্বস্তিতে পড়তে দেখা যায় ডেভিড মিলারকে। পায়ে হালকা টান। কিন্তু চিন্তার কিছু নেই, টিম সূত্রের খবর।

স্প্রিংবক আর প্রোটিয়া কালকের সেমিফাইনাল উসকে দিচ্ছে ১৯৯৯ সালের স্মৃতি। নিশ্চিত ফাইনালের টিকিট সেদিন মারাত্মক ভুলে হাতছাড়া করেছিলেন ল্যান্স ক্লুজনার-অ্যালান ডোনাল্ডরা। অতীত নয়, দুই শিবিরের চোখ অবশ্য বর্তমানে। আর চলতি বিশ্বকাপের স্কোরলাইন প্রোটিয়া ব্রিগেডের পক্ষে ১-০। ১২ অক্টোবর গ্রুপ লিগের ম্যাচে অজিদের কার্যত উড়িয়ে দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কুইন্টন ডি ককের সেঞ্চুরিতে তৈরি রানের পাহাড়ে চাপা পড়ে অজিরা।

৩১১ রানের জবাবে ১৭৭-এ অলআউট কামিন্স ব্রিগেড। কাগিসো রাবাদার সঙ্গে ভেলকি দেখিয়েছিল কেশব মহারাজ, তাবরেইজ শামসির স্পিন। আগামীকাল ইডেনের টার্নিং পিচে মহারাজ-শামসির যুগলবন্দি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হতে চলেছে। অধিনায়ক বাভুমা জানিয়েও দিলেন, দুই স্পিনারেই যাবেন। পালটা জবাবে অজিদের অস্ত্র টুর্নামেন্টের সর্বাধিক উইকেটপ্রাপক অ্যাডাম জাম্পা (২২টি) ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।

স্পিন-টক্করের অঙ্কে টসও ভাইটাল। টসে জিতে ব্যাটিং-সোজাসাপটা থিয়োরি। বড় স্কোর চাপিয়ে দিতে পারলে অর্ধেক ম্যাচ পকেটে।

অঙ্কটা মেলাতে ডি কক-ডেভিড ওয়ার্নারের অন্যরকম দ্বৈরথ আগামীকাল রং ছড়াবে। প্রোটিয়া ওপেনার ডি কক (৫৯১) চলতি বিশ্বকাপে রান সংগ্রাহকের তালিকায় বিরাট কোহলির ঠিক পিছনেই। ওয়ার্নারের সেখানে ৪৯৯। ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শকে নিয়ে গড়া অজি টপ থ্রি-কে সামলানো মূল চ্যালেঞ্জ কাগিসো রাবাদাদের। মাঝের ওভারে আবার ম্যাক্সওয়েলকে আটকানোর পরীক্ষা মহারাজদের।

রাসি ভ্যান ডার ডুসেন, হেনরিচ ক্লাসেন, মার্নাস লাবুশেন, স্টিভেন স্মিথ- বিগ ম্যাচে ভাগ্য বদলে একঝাঁক কুশীলবও রয়েছে দুই শিবিরে। তারকাদের ভিড়ে রয়েছেন প্রোটিয়া ব্রিগেডের তরুণ তুর্কি মার্কো জানসেনও। বাঁহাতি পেসে এখনও পর্যন্ত ১৭টি উইকেট নিয়েছেন। সঙ্গে লোয়ার অর্ডারে বিগহিটের ফুলঝুরি। থাকছে ওয়ার্নার বনাম রাবাদা, ডি কক বনাম মিচেল স্টার্ক কিংবা মহারাজ-ম্যাক্সওয়েল ব্যক্তিগত ডুয়েল।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথমবার ফাইনালের টিকিট পাওয়া নাকি ষষ্ঠ খেতাবের পথে অজিদের আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়া- লক্ষ্মীবারের ইডেনে কাদের লক্ষ্মীলাভ হয়, তারই অপেক্ষা।

নেতৃত্ব ছাড়লেন বাবর আজম

ইসলামাবাদ, ১৫ নভেম্বর : জল্পনা চলছিল বিশ্বকাপে ব্যর্থ হওয়ার পর পাকিস্তানের অধিনায়কত্ব ছাড়তে পারেন বাবর আজম। এদিন সেই জল্পনাই সত্যি হল। সব ফরম্যাট থেকে অধিনায়কত্ব ছাড়লেন বাবর আজম। তিনি বলেছেন, 'চার বছর আগে আমাকে পাকিস্তান দলের অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই চার বছরে পাকিস্তানের গর্ব ও মর্যাদা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। খেলোয়াড়, কোচ ও ম্যানেজমেন্ট সকলের প্রচেষ্টায় আমরা সাদা বলের ক্রিকেটে এক নম্বর পজিশনে এসেছিলাম।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আজ আমি পাকিস্তানের তিন ফরম্যাটের অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। এটা একটা কঠিন সিদ্ধান্ত। তবে পাকিস্তানের হয়ে তিন ফরম্যাট আমি খেলা চালিয়ে যাব।'

বাবর দায়িত্ব ছাড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নতুন অধিনায়ক বেছে নিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ৩৪ বছরের ব্যাটার শান মাসুদকে টেস্টের নেতৃত্বে আনা হয়েছে। তারকা পেসার শাহিন শা আফ্রিদি টি২০-র অধিনায়ক হয়েছেন। তবে ওডিআই অধিনায়কের নাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি। নতুন টিম ডিরেক্টর হয়েছেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার মহম্মদ হাফিজ। নতুন প্রধান কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন ইউনিস খান।

বিশ্বকাপ যোগ্যতা পর্বে আজ
কুয়েত বনাম ভারত
স্থান : আর্দিয়া, কুয়েত সিটি
ম্যাচ শুরু : রাত ১০টায়

পঞ্চাশতম শতরানের পর কোহলি বন্দনায় শচীন

বাচ্চা ছেলেটা আজ বিরাট হয়ে গিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুম্বই, ১৫ নভেম্বর : ইডেন গার্ডেনসে ক্রিকেট ঈশ্বরকে ছোঁয়ার দিন তাঁকে কোনও বাড়তি উচ্ছ্বাস করতে দেখা যায়নি। কিন্তু বুধবার সেই শচীন তেন্ডুলকরের ঘরের মাঠে তাঁরই সামনে নিজের ক্রিকেটীয় আইডলকে ছাপিয়ে যাওয়ার আবেগ ধরে রাখতে পারেননি বিরাট কোহলি। লকি ফার্গুসনের বল ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে খেলে দ্বিতীয় রান পূর্ণ করতেই মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুঁড়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। চোখে-মুখে তখন যেন অবিশ্বাসের ছাপ। কী করবেন ঠাউর করতে পারছেন না। পরে উঠে দাঁড়িয়ে মাস্টার ব্লাস্টারকে সেলাম জানানোর ভঙ্গি করলেন। যেন বোঝাতে চাইলেন, 'তুমিই সেরা।' শচীনও দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালেন। গোটা স্টেডিয়াম তখন বিরাটকে সেলাম জানাতে মাথা নত করেছে। ওডিআই ক্রিকেটে 'সেঞ্চুরির হাফসেঞ্চুরি' করতে এর চেয়ে বিরাট মঞ্চ পেতেন না কোহলি।

ইনিংসের বিরতিতে লিটিল মাস্টার অভিনন্দন জানাতে জড়িয়ে ধরেন মডার্ন মাস্টারকে। এক ফ্রেমে মিলে গেল দুই প্রজন্মের সেরারা। স্বপ্নে বিভোর বিরাট আবেগে ভেসে বলেন, 'কলকাতাতেই বলেছিলাম 'দ্য গ্রেট ম্যান'(শচীন তেন্ডুলকার) আমায় অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এখানেও জানালেন। সবকিছু স্বপ্নের মতো লাগছে। স্বপ্ন সত্যি করতে পেরে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। গ্যালারিতে আমার স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা ছিলেন। আমার জীবনে ও সবসময় পাশে থেকেছে। বিশেষ মুহূর্তটায় ওঁর বাধনহারা আনন্দ দেখে দারুণ লাগছিল। আমার নায়কও উপস্থিত ছিলেন। মুহূর্তটা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।' পরে শ্রেয়স আইয়ারের সেঞ্চুরি ও কেএল রাহুলের ঝোড়ো ইনিংসেরও প্রশংসা করেন তিনি।

নোভাক জকোভিচ
অভিনন্দন বিরাট। কিংবদন্তি তুমি।

ভিভিএস লক্ষ্মণ
কি অসাধারণ মুহূর্ত! কি দিনটাই না বেছেছে পঞ্চাশতম ওডিআই শতরানের জন্য। বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল, গ্যালারিতে নিজের ব্যাটিং হিরো শচীন তেন্ডুলকার। সত্যিই তুমি চ্যাম্পিয়ন।

শিখর ধাওয়ান
কোহলির সেঞ্চুরি একটি এমন ব্লকবাস্টার, যার স্ক্রিপ্ট সমস্ত প্রশংসার যোগ্য। ৫০তম একদিনের শতরান।

বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতি বলতে গিয়ে নস্টালজিক হয়ে শচীন সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'ভারতের সাজঘরে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা। সতীর্থরা মজা করে আমায় প্রণাম করতে বলেছিল। সেদিন আমি হাসি থামাতে পারিনি। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তোমার প্রতিভা ও খেলার প্রতি আবেগ আমার মন ছুঁয়ে নিল। আমি খুব খুশি যে সেদিনের বাচ্চা ছেলেটা আজ 'বিরাট' হয়ে গিয়েছে। আরও খুশি কারণ একজন ভারতীয় আমার রেকর্ড ভেঙেছে। তাও আবার বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের মতো বড় মঞ্চে। এর কৃতিত্বটাই আলাদা। আর আমার ঘরের মাঠে কাজটা করা ঠিক যেন কেকের ওপর চেরি।'

আজ খেলবেন কি না নিশ্চিত নন বাভুমাও

স্ট্রেচিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ছবি : ডি মণ্ডল

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : ইডেন গার্ডেন্সে সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা কি অধিনায়কহীন?

কলকাতায় প্রোটিয়া ব্রিগেড পা রাখার পর থেকে প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছিল। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের চোট নাকি এখনও পুরোপুরি সারেনি। যদিও গতকাল পড়ন্ত বিকেলে টেম্বা বাভুমার প্রায় ঘণ্টাখানেকের নেট সেশন স্বস্তি দিয়েছিল প্রোটিয়া সমর্থকদের।

কিন্তু আজ ম্যাচের আগের দিন ফের সংশয় তৈরি করলেন স্বয়ং টেম্বা বাভুমা। দুপুরে ঐচ্ছিক অনুশীলনে ইডেনে আসেন। যদিও নেটে বোলারদের মোকাবিলা করার বদলে শ্যাডো প্র্যাকটিস করেই ফিরলেন। নিজের ব্যাটিংয়ের তুলনায় পিচের হালহকিকত নিয়েই বেশি মাথা ঘামাতে দেখা গেল প্রোটিয়া দলপতিকে।

তার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে সমর্থকদের চিন্তা বাড়িয়ে বাভুমা জানান, খেলার ব্যাপারে তিনি নিজেও একশো ভাগ নিশ্চিত নন। মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধান্তটা নির্ভর করবে তার ফিটনেস রিপোর্টের ওপর। বাভুমা বলেছেন, 'শারীরিকভাবে ঠিক জায়গাতেই আছি। তবে একশো ভাগ ম্যাচ-ফিট বলতে পারছি না। আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। মাঠে নামার জন্য আমি মরিয়া। তবে সবদিক খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত নেব। মাঝে কয়েকটা দিন সময় পেয়েছি রিহ্যাবের জন্য। এখনও তা জারি। আজ মাঠেও ফিল্ডিং স্টাফদের সঙ্গে কাজ করলাম। দেখা যাক...।'

জোড়া স্পিনারে অজি-বধের ছক

নকআউটে দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্ভাগ্যের কাহিনি বেশ লম্বা। হতাশারও। আরও এক সেমিফাইনাল। বাভুমা স্বীকারও করে নিলেন, তিনি কিছুটা নার্ভাস। তার দলের প্রথম সেমিফাইনাল। ফলে অন্যরকম অনুভূতিও থাকছে। তবে চাপ কমাতে আর পাঁচটা বিশ্বকাপ ম্যাচের দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখতে চাইছেন কালকের অজি-টক্করকে।

প্রথমবার ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালের টিকিট দখলের ম্যাচ। যদিও ম্যাচের আগের সন্ধ্যেয় প্রস্তুতিতে সেই তাগিদ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। অনুশীলনের বদলে বিশ্রামের পথেই হাঁটলেন বেশিরভাগ তারকাই। বাভুমার যুক্তি, টানা ক্রিকেটের পর শারীরিক ধকল সামলাতে বিশ্রাম জরুরি। ক্রিকেটীয় টেকনিকের পাশাপাশি যা গুরুত্ব পাচ্ছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই অনুশীলনের পাট চুকিয়ে টিমবাসে উঠে পড়েন বাভুমারা।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রোটিয়া দলপতি জানিয়েও দেন, হোটেলে ফিরেই সবাইকে নিয়ে টিম মিটিংয়ে বসবেন। টিম কম্বিনেশন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়তো রাতেই করে ফেলবেন। সঙ্গে বাভুমার সেমিফাইনালের ভাগ্যও। তবে কম্বিনেশন যাইহোক, দল যে আত্মবিশ্বাসী, তা বলে দিচ্ছেন। দাবি করেন, এখনও পর্যন্ত দল যা খেলেছে, তাতে তিনি খুশি। তবে এখনও কাজ শেষ হয়নি। কাল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেই লক্ষ্য নিয়েই নামবেন।

শুকনো ন্যাড়া পিচ। বাইশ গজে স্পিনের হাতছানি। কিছুদিন আগে যার তিক্ত স্মৃতি এখনও টাটকা প্রোটিয়া শিবিরে। রবীন্দ্র জাদেজা-কুলদীপ যাদবের জোড়া স্পিনে মাত্র ৮৩ রানে গুটিয়ে যায় পুরো ইনিংস। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া শিক্ষাটা কাজে লাগাতে চান অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। রাখঢাক না করেই সাফ জানিয়ে দিলেন, জোড়া স্পিনার নিয়ে কাল নামবেন অজি-টক্করে।

বাভুমা বলেছেন, 'জোড়া ফ্রন্টলাইন স্পিনার নিয়েই মাঠে নামব। আর সেই দুইজন নিশ্চিতভাবে কেশব মহারাজ ও তাবরেইজ শামসি। আইডেন মার্করামকেও প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্পিন বোলিংয়ে মার্করামও বিকল্প। পেস ব্রিগেড কী হবে, সেটাই মূলত বিবেচ্য। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি, পরিবেশের পাশাপাশি প্রতিপক্ষের কথা মাথায় রেখেই পদক্ষেপ করা হবে।' আর প্রতিপক্ষ হিসেবে অস্ট্রেলিয়া যে সবসময় বিপজ্জনক মানছেন। বাভুমার মতে, তারা কোনও 'মিকি মাউস' দলের বিরুদ্ধে খেলবেন না। দলটার নাম অস্ট্রেলিয়া। অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, ভারসাম্য-সবমিলিয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ।

নিজের দল নিয়েও সমান আত্মবিশ্বাসী বাভুমা। কুইন্টন ডি ককের স্বপ্নের ফর্ম, মিডলঅর্ডারের বিধ্বংসী ব্যাটিং-ভরসার বড় জায়গা। আগামীকাল প্রথম ওডিআই ফাইনালের টিকিট আদায়ে অবশ্য ডিককদের ব্যাটের দিকে যেমন তাকিয়ে থাকবে দল, তেমনই কাগিসো রাবাদা-মহারাজদের স্পিন-পেসের ককটেল সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাভুমার বিশ্বাস, শেষ চারের দ্বৈরথে ইডেনে ব্যাটে-বলে ঠিকঠাক তাল ঠুকবে তার ব্রিগেড। হিসেব মিলবে 'ইটস টাইম ফর আফ্রিকা'-র আরও কাছে পৌঁছে যাবে প্রোটিয়া ব্রিগেড।

ডিফেন্স সাজানো সমস্যা স্টিমাকের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব অভিযান বৃহস্পতিবার থেকে শুরু করছেন সুনীল ছেত্রীরা। প্রথম ম্যাচেই তাঁরা মুখোমুখি কুয়েতের। যে ম্যাচটা না জিততে পারলে বিদেশে পরপর ব্যর্থতার জন্য সমালোচনায় বিদ্ধ হবেন ইগর স্টিমাক ও তাঁর ছেলেরা।

কুয়েত সিটিতে বৃহস্পতিবারের ম্যাচ খেলেই দেশে ফিরবেন সন্দেশ ঝিংগান-লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেরা। আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার আবার ভুবনেশ্বরে কাতারের বিরুদ্ধে ম্যাচ। আর সেই ম্যাচের আগে কুয়েতকে হারাতে মরিয়া এখন ভারতীয় দল। যদিও স্টিমাক বলেছেন, 'গ্রুপটা খুবই কঠিন। কিন্তু আমাদের ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে হবে। সেইভাবেই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। আমাদের পরিকল্পনা হল, গ্রুপ থেকে অন্তত দ্বিতীয় হয়ে যোগ্যতা অর্জন করা।' সুনীলের মতে, 'অতীত ভুলে আমাদের ছোট ছোট লড়াই জিততে হবে। কোনও ভুল করা চলবে না। এই লক্ষ্য নিয়ে নামছি আমরা।'

একইসঙ্গে মারডেকা কাপে আনোয়ার আলিবিহীন ডিফেন্সের মালয়েশিয়ার মতো ক্রমতালিকায় পিছিয়ে থাকা দলের কাছে ৪ গোল খাওয়াই বাড়তি চিন্তায় রেখেছে ভারতীয় দলকে। মেহতাব সিং নড়বড়ে ছিলেন সন্দেশের পাশে। এখন দেখার সন্দেশের সঙ্গে তাঁকে নাকি রাহুল ভেকে-লালচুঙ্গনুঙ্গার মধ্যে কাকে খেলান। এর আগে দুইবারই স্টিমাক তাঁর দলকে কুয়েতের বিরুদ্ধে তীব্রগতির পাসিং ফুটবল খেলান। তখন বাঁদিকে আশিক কুরুনিয়ান খেলছিলেন। আক্রমণ তৈরিতে তিনি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন সেসময়। চোট পাওয়ায় তাঁর জায়গায় এখন খেলার সম্ভাবনা লিস্টন কোলাসো। আগের থেকে অনেকটাই ফর্ম ফিরে পেয়েছেন লিস্টন। তবু আশিকের অভাব পূরণ করতে পারেন কিনা সেটাই এখন দেখার।

পিচ বিতর্কে কামিন্স বল ঠেললেন আইসিসি-তে

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : নিয়ম ভেঙে ভারতকে সুবিধা! রাহুল দ্রাবিড়-রোহিত শর্মাদের দাবি মেনে নাকি রাতারাতি পিচ বদল করা হয় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ম্যাচে ব্যাটিং-বিক্রমের মাঝেও যা নিয়ে তোলপাড় ক্রিকেট বিশ্ব। আঙুল উঠছে আইসিসি-কে পকেটে পুরে ভারতীয় বোর্ডের ছড়ি ঘোরানোর দিকে। সাংবাদিক সম্মেলনে যে বিতর্কে আইসিসি-র কোর্টেই বল ঠেললেন প্যাট কামিন্স। তাঁর বিশ্বাস, আইসিসি পক্ষপাতহীনভাবে পিচের বিষয়টি নিশ্চিত করবে। অজি অধিনায়ক বলেছেন, 'হ্যাঁ খবরটা দেখেছি। তবে আইসিসি-র নিরপেক্ষ পিচ কিউরেটর রয়েছে। আমার বিশ্বাস, পিচ নিয়ে পক্ষপাতিত্ব যাতে না হয়, তা সুনিশ্চিত করবেন তাঁরা। তবে টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত এই রকম কোনও সমস্যার মধ্যে আমাদের পড়তে হয়নি।' ১৯৯৯ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনাল থেকে দল নিয়ে আত্মবিশ্বাস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ফিটনেস- সব প্রশ্নেই সপ্রতিভ কামিন্স।

■ **১৯৯৯ সেমিফাইনাল**

দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়ার ওই সেমিফাইনালের রিপ্লে বহুবার দেখেছি। লাস্ট বল, লাস্ট ওভারের উত্তেজনা আমাকে টানে। ২০১৫-র বিশ্বকাপ সেমিফাইনালেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত খেলেছিল ওরা।

■ **টিম কম্বিনেশন**

প্রথম এগারো নিশ্চিত। তবে কাল টসের সময়ই ঘোষণা করব। সব বিকল্পই মাথায় থাকছে। সাত নম্বরে স্টোয়িনিসের মতো অলরাউন্ডার লোয়ার অর্ডারে রানের গতি বাড়ানোর ক্ষমতা রাখে। রিজার্ভ বেঞ্চে রয়েছেন একাধিক দক্ষ খেলোয়াড়। পিচ, পরিস্থিতি মাথায় রেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

■ **ফিট ম্যাক্সওয়েল**

ম্যাক্সিকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। গতকাল সতর্কতা হিসেবে রুটিন চেকআপ। স্ক্যান করা হয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য। কিছু অসুবিধা থাকলে, সেভাবে পদক্ষেপ করা হত। তবে সৌভাগ্য তেমন কিছু হয়নি। ম্যাচ-ফিট রয়েছে ও।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com

RP - Sanjiv Goenka Group

শুভারম্ভ আজ

spencers
WHOLESALE
BAZAAR

একমাত্র ওয়ান-স্টপ শপ

সুবিশাল রেঞ্জ

সব কিছু MRP-এর থেকে কম

প্লট নং. 33/470, 37, ইস্টার্ন বাইপাস, ছোটা ফাফরি,
ফরেস্ট রেঞ্জার অফিস মোড়, ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্পের কাছে।

STORE SHOPPING

SHOPPING ON PHONE
1800 123 6868

SHOPPING ON WHATSAPP
70444 97979

*T&C Apply, images shown here are for representation purpose only, actual product may differ in appearance. Spencers reserves its sole and absolute right to terminate, modify or extend, at its absolute discretion, without any prior notice and without any liability (present or future), without assigning any reason the terms & conditions, whatsoever. Follow us on | Customer Care No. 1800 103 0134